ওঁতৎসৎ

হিতৈষণা গ্রন্থাবলী—৩২

আদিশূর ও ভট্টনারায়ণ।

(সংস্কৃত সাহিত্যপরিষদ-সম্পাদক পণ্ডিতপ্রবর অধ্যাপক
ডাঃ শ্রীঅমরেশ্বর ঠাকুর এম্-এ, পি-এইচ্, ডি,
বেদান্তশাস্ত্রী-লিখিত ভূমিকাসহ)

দ্বিতীয় সংস্করণ

আদিব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক,
বি-এ তত্ত্বনিধি

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কর্তৃক প্রণীত

১৯৫৪

কলিকাতা ৫৫নং আপার চিৎপুর রোড আদিব্রাহ্মসমাজ-যন্ত্রে
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের
হিতৈষণা গ্রন্থাবলী।

আদিব্রাহ্মসমাজ ৫৫ আপার চিৎপুর রোড ; ৫।১ বি, বারাণসী ঘোষের সেকেণ্ড লেন ; গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স এবং অন্যান্য পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

[* চিহ্নিত পুস্তকগুলি পাওয়া যায়, অবশিষ্ট দুষ্প্রাপ্য]

১। জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিবৃত এবং শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক লিখিত)। ১ম সংস্করণ ১০০০—১৩০০ বঙ্গাব্দ। ২য় সং, ভাল বাঁধা। মহর্ষির হাফটোন প্রতিকৃতি এবং বিস্তৃত সূচীপত্র সহ—৫০০—১৩৩১ সাল।

২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অভিনব সংস্করণ ১১০০—১৩০১ সাল

৩। অধ্যাত্মধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ ৫০০—১৩০২

৪। রাজা হরিশ্চন্দ্র ১ম সং, ৫০০—১৩০৩ ; ২য় সং, ৫০০—১৩১৭

৫। *আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা ১ম সং, ১০০০—১৩০৭ ; ২য় সং, ৫০০—১৩৩৫ (মাননীয় জষ্টিস শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিমত ও বহু হাফটোন সহ) মূল্য ১৷৵০, ডাঃ মাঃ ।৵০

৬। অভিব্যক্তিবাদ ১১০০—১৩০৮

৭। ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি ৫০০—১৩১৬

৮। আলাপ ৫০০—১৩১৭

৯। জীবিজন ৫০০—১৩১৭

১০। *শ্রীভগবৎকথা ১ম সং, ৫০০—১৩১৯। ২য় সং, ৫০০—১৩২৫ ; ৩য় সং, ১০০০—১৩৩০ মূল্য ।০ আনা

১১। ওঁ পিতা নোঽসি ৫০০—১৩২১

১২। প্রাণের কথা ১ম সং, ৫০০—১৩২২; ২য় সং, ৫০০—১৩২৬

১৩। আদিব্রাহ্মসমাজের মণ্ডলীগঠনের প্রস্তাবনা ৩০০০—১৩২২

১৪। শিক্ষাসমস্যা ও কৃষিশিক্ষা ৫০০—১৩২২

১৫। বঙ্গসেনাগঠনে দেশের উন্নতি ৫০০—১৩২৩

১৬। মা ৫০০—১৩২৪

১৭। মায়ে-পোয়ে ৫০০—১৩২৫

১৮। তোমরা আর আমরা ৫০০—১৩২৬

১৯। স্বস্তিকা ২৫০—১৩২৬

২০। জর্ম্মণির রাষ্ট্রনীতির অভিব্যক্তি ৫০০—১৩২৭

২১। ওপারে ৫০০—১৩২৮

২২। আর্ট ও সাহিত্য (রায় বাহাদুর শ্রীদীননাথ সান্ন্যাল মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত) ৫০০—১৩২৯

২৩। শান্তি ২৫০—১৩৩০

২৪। ব্রহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি (শ্রীমতী কামিনী রায় লিখিত ভূমিকা সহ) ৫০০—১৩৩১

২৫। প্রভাতী ৫০০—১৩৩১

২৬। সন্ধ্যায় ৫০০—১৩৩২

২৭। *খেয়াল ৫০০—১৩৩৬ বহু হাফটোন সহ মূল্য ১॥০ দেড় টাকা

২৮। *বন্ধু আমার ৫০০—১৩৩৬ মূল্য ১৲ টাকা

২৯। *ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক ইতিহাসের উপকরণ ৫০০—১৩৩৬ মূল্য ।০ আনা

৩০। *হরিঃ (৫০০—১৩৩৬ সাল (৫০ খানি ধর্ম্মসঙ্গীত আকারমাত্রিক স্বরলিপি-সহ) মূল্য ১॥০ দেড় টাকা

৩১। কলিকাতায় চলাফেরা (সেকালে আর একালে), ৫০০—১৩৩৭ মূল্য ৸০ আনা

৩২। আদিশূর ও ভট্টনারায়ণ ৫০০—১৩৪০ মূল্য ২৲ টাকা

স্বধর্ম্মনিরত বিদ্যোৎসাহী ব্রাহ্মণকুলতিলক

কুমার শ্রীযুক্ত শিবশেখরেশ্বর রায়

মহাশয়ের করকমলে

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষদিগের

সযত্নসংগৃহীত এই ইতিকথা সাদরে

সমর্পিত হইল।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

আমি আজ অনেক বৎসর পূর্ব্বে আমার প্রপিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। সেই সূত্রে আমাদের আদিমতম পূর্ব্বপুরুষ ভট্টনারায়ণ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ লিখিবার প্রয়োজন হইল। লিখিতে গিয়া অগাধ তর্কসমুদ্রে আমাকে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইল। একদিকে তথাকথিত ঐতিহাসিকগণ ইংরাজ ঐতিহাসিকদিগের অনুসন্ধানের ফলকে বিনা দ্বিধায় স্বীকার করিয়া আদিশূর এবং তাঁহার আনীত ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি পঞ্চ ব্রাহ্মণের ঐতিহাসিকতা উড়াইয়া দিতেছেন; অপর দিকে ঘটকদিগের কারিকায় এবং প্রাচীন বিবিধ গ্রন্থে উঁহাদিগের ঐতিহাসিকতা দৃঢ়রূপে সমর্থিত হইতেছে। নিরপেক্ষ বিচারে আমি আদিশূর এবং পঞ্চ ব্রাহ্মণের বঙ্গে আগমন সম্বন্ধীয় যে সত্যসকল সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাই এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইল। পাঠকবর্গকে এইটুকু জানাইয়া রাখিতে ইচ্ছা করি যে, আমি স্বেচ্ছায় কোন একটী বিষয়েও পক্ষপাত প্রদর্শন করি নাই—যেরূপ প্রমাণ পাইয়াছি তাহারই ভিত্তিতে যুক্তিযুক্ত বিচারে যে সকল সত্যে উপনীত হইয়াছি

তাহাই এই গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ করিয়াছি। যতদূর সাধ্য, আমার সংগৃহীত প্রমাণগুলি পরিশিষ্টে উল্লেখ করিয়াছি।

আমার আত্মীয় ও বন্ধু শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে প্রেমবিলাস এবং কুলতত্ত্বার্ণব গ্রন্থদ্বয় প্রদান করিয়া এবং নানা উপদেশাদি দ্বারা এই গ্রন্থরচনায় আমাকে যে কি পর্য্যন্ত সাহায্য করিয়াছেন, তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না। পণ্ডিতপ্রবর অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত অমরেশ্বর ঠাকুর এম-এ, পি-এইচ. ডি, বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া আমাকে বিশেষ গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

আমার চক্ষের ছানির কারণে আমি নিজে প্রুফ দেখিতে পারি নাই; তজ্জন্য আমি জানি গ্রন্থে অনেক ত্রুটী রহিয়া গিয়াছে। তথাপি আমার বিশ্বাস খুব বেশী ভ্রম ইহাতে স্থান পায় নাই। আদিব্রাহ্মসমাজের অন্যতম আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ এবং আদিব্রাহ্ম-সমাজের অন্যতম কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থের প্রুফ সংশোধনাদি বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিয়া আমাকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন। তাঁহারা আমাকে সাহায্য না করিলে বোধ হয় আরও বৎসরাধিক কাল ইহার প্রকাশে বিলম্ব ঘটিত।

এই গ্রন্থখানি গত ১৮৫৩ শকের ব্রাহ্মধর্ম্ম অবধি

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার সারমর্ম ৺রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাটীতে সাহিত্য-সভার এক অধিবেশনে বিবৃত হইয়াছিল এবং ৺অমৃতলাল বসু মহাশয় প্রভৃতি প্রবীণ সদস্যগণের নিকটে যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছিল।

আমি এক্ষণে এই গ্রন্থ বিদ্বজ্জনগণের, বিশেষতঃ ঐতিহাসিক-গণের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। তাঁহারা ইহাকে সমাদরে গ্রহণ করিলে আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। বলা বাহুল্য, প্রসঙ্গক্রমে কয়েকজন সত্যানুসন্ধায়ী ঐতিহাসিক পণ্ডিতদিগের মতবাদ খণ্ডনের প্রয়াস পাইতে হইয়াছে। তাহার ফলাফল নির্ণয়ের ভার আমি পাঠকবর্গের স্কন্ধে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম। কর্ম্মেই আমার অধিকার, কর্ম্মফলে নহে—কর্ম্মফল ফলদাতা ভগবানের হস্তে। আমার একমাত্র অনুরোধ যে, পাঠকগণ যেন গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করেন এবং জাতীয় গৌরবে উদ্বুদ্ধ হন।

ভূমিকা।

আদিশূরের নামের সহিত বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ্যের ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। আদিশূর বলিয়া বঙ্গদেশে কেহ রাজা ছিলেন কিনা, থাকিলেই বা তিনি কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, পঞ্চ ব্রাহ্মণ তাঁহারই দ্বারা আনীত হইয়াছিলেন কিনা, এই সমস্ত বিষয় ঐতিহাসিকগণের মধ্যে বিষম মতানৈক্যের সৃষ্টি করিয়াছে। আদিশূরের ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে কোন বিনিগমক তর্ক নাই, ইহা সত্য; এবং গ্রন্থকারও যে ইহা স্বীকার না করিয়াছেন তাহা নহে। কিন্তু যেখানে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অভাব, সেখানে ঐতিহ্য এবং অন্যান্য প্রমাণের সম্যক্ পরীক্ষা দ্বারা সত্য নির্দ্ধারণ করাই প্রকৃষ্ট পথ। ক্ষিতীন্দ্র বাবু এই পথই অবলম্বন করিয়াছেন। বাস্তবিক এই পথ অবলম্বন না করিলে ভারতের ইতিহাসের অনেক গূঢ় তথ্য উদ্ঘাটিত হইত না এবং হইবে না, ইহা বলাই বাহুল্য। জনশ্রুতির নিরপেক্ষ প্রামাণ্য না থাকিলেও উহা নিতান্ত অমূলক নহে, "নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ"।

আদিশূর গৌড়ের রাজা। মেঘনা নদীর পূর্ব্বধারে রামপালে তাঁহার অন্যতম রাজধানী। ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিতে উপা-

থ্যান বর্ণিত আছে—'মহারাজ আদিশূরের ছাদে গৃধ্র বসে; অমঙ্গল প্রতীকারের ব্যবস্থা বঙ্গদেশে কেহ করিতে পারিল না, কারণ সেই সময়ে বঙ্গদেশে শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতের অভাব ছিল। সভাসদ্গণের মধ্যে অনেক ব্রাহ্মণ তীর্থযাত্রা উপলক্ষ্যে কান্যকুব্জে গিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, সেখানকার রাজার ছাদেও ঐরূপ গৃধ্র বসিয়াছিল। পরে সেখানকার কয়েকজন ব্রাহ্মণ মন্ত্রদ্বারা ঐ গৃধ্র ধরিয়া তাহার মাংস দ্বারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন। মহারাজ আদিশূর ঐ বৃত্তান্ত শুনিয়া যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণকে আনিবার জন্য তাঁহাকে কনোজে পাঠাইয়া দেন।'

'দুর্গামঙ্গল' গ্রন্থে লিখিত আছে যে, আদিশূর বাজপেয় যজ্ঞ করিবার জন্য বেদবিৎ পঞ্চব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন—

"গৌড় নগরেতে রাজা নামে আদিশূর।
বাজপেয় যজ্ঞ হবে তাঁর নিজপুর॥"

ঐ পুস্তকে একথাও লেখা আছে যে, তৎকালে অতিবৃষ্টির জন্য প্রজাগণের বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল, তাই মহারাজ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

"প্রজার সতত পীড়া লোকবলে ক্ষীণ।
দুর্ভিক্ষ হইল দেশে ভূমি শস্যহীন॥
বন্যায় ডুবিয়া (?) যায় কত শত দেশ।
রাজ্যের মহিমা দেখি প্রজাদের ক্লেশ॥"

কুলাচার্য্যদের মতে আদিশূর পুত্রেষ্টির জন্য পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। ক্ষিতীশবংশাবলীর মতে ৯৯৯ সম্বতে ("নবনবত্যধিকনবশত-শতাব্দে প্রাগুপকল্পিতবাসে দ্বিবেশপ্রামাস")। কুলাচার্য্যদের মতে ৯৫৪ সম্বতে ("বেদবাণাঙ্কশাকে গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ")। ক্ষিতীশপ্রমুখ ব্রাহ্মণেরা যবনদের ন্যায় গায়ে জামা, পায়ে জুতা দিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে আসেন; তাহাতে রাজার অভক্তি জন্মে; তিনি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন না। ব্রাহ্মণেরা আশীর্ব্বাদী ফুল শুষ্ক কাষ্ঠে রাখিয়া যান। অলৌকিক প্রভাবে শুষ্ক কাষ্ঠ পল্লবিত হয়। ইহাতে রাজা তাঁহাদের প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া তাঁহাদের দ্বারা যজ্ঞ করান এবং বঙ্গদেশে বসবাস করিবার মত উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দেন।

এই সকল কথা এত প্রসিদ্ধ যে শুষ্ক তর্কে উহা উড়াইয়া দেওয়া যায় না। যে কারণেই হউক, আদিশূর যজ্ঞ করিয়াছিলেন, ইহা ঠিক; এবং যজ্ঞ করিবার জন্য যে কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, ইহাও ঠিক।

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে [illegible] খৃষ্টাব্দে মহারাজ আদিশূর গৌড়ের রাজত্ব [illegible]। [illegible] খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং ইঁহাদিগকে পাঁচটী [illegible]। [illegible] [illegible]

মিশ্র এই পঞ্চব্রাহ্মণকে মহাকুলীন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহারাই রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের আদিপুরুষ। পঞ্চ-ব্রাহ্মণ শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য, ভরদ্বাজ ও সাবর্ণি-গোত্রীয় ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে শাণ্ডিল্যগোত্রীয়গণই সমধিক সম্মানিত ছিলেন।

আদিশূরের পর গৌড়দেশে পালরাজগণ রাজত্ব করেন। কানিংহামের (Cunningham) মতে বিগ্রহপাল (last king of Pal dynasty) ১০৬০ হইতে ১০৯০ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পরেই সুপ্রসিদ্ধ বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেন বঙ্গদেশের রাজা হন। ঐতিহাসিকদের মতে বল্লালসেনের কাল ১১১৯ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গদেশে বল্লালপ্রবর্ত্তিত কৌলীন্যপ্রথার সূচনা হয়। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদের রাঢ়ীয়-বারেন্দ্রাদি শ্রেণীবিভাগও ঐ সময়েই হইয়াছিল।

মহারাজ আদিশূরের সহিত বঙ্গদেশে কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ-আনয়ন ব্যাপার যেরূপ জড়িত, ঐ সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে শাণ্ডিল্য-গোত্রীয়দের শ্রেষ্ঠ পুরুষ ভট্টনারায়ণের নামও সেরূপ জড়িত। ভট্টনারায়ণ শাণ্ডিল্যগোত্রীয়। আদিশূরের পুত্র ভূশূরের সহিত তিনি রাঢ়দেশে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার ষোল পুত্রকে রাজা ষোলখানি গ্রাম দান করেন। ঐ পুত্রগণ

বাড়ুরি, গড়গড়ি, দীর্ঘাঙ্গী, বটব্যাল, কুশারি, ঘোষাল প্রভৃতি ষোলটি ব্রাহ্মণবংশের আদিপুরুষ; মূলতঃ, ভট্টনারায়ণ শাণ্ডিল্যগোত্রীয় রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের আদিপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত।

ভট্টনারায়ণ 'বেণীসংহার' নামক সংস্কৃত নাটক-গ্রন্থের প্রণেতা। 'বঙ্গরাজঘটকে' তাঁহার কথা আছে। আদিশূর সম্পর্কে যেমন নানা মুনির নানা মত, ভট্টনারায়ণের সম্পর্কেও ঠিক সেইরূপ। যাহা হউক, 'বেণীসংহার' নামক গ্রন্থ হইতে আমরা এ বিষয়ে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি।

'বেণীসংহার'-প্রণেতা ভট্টনারায়ণ পূর্ব্বে কনৌজে ছিলেন, পরে কোন কারণবশতঃ ৮০ বৎসর বয়সে বঙ্গদেশে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন, একথা ভি, এ, স্মিথ্ (V. A. Smith) সাহেবের ভারতের ইতিহাসে (৩৬৬ পৃঃ) দেখিতে পাওয়া যায়। অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গদেশে পালরাজগণ রাজত্ব করেন (৭৩০-৪০ খৃষ্টাব্দ, স্মিথ্, ৩৬৬-৬৭ পৃঃ)। ভট্টনারায়ণের পৃষ্ঠপোষক বঙ্গীয় হিন্দু রাজা ঐ সময়ের কিছু পরবর্ত্তী (৭৭৩ খৃঃ) বলিয়া সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে অথবা অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে ভট্টনারায়ণ 'বেণীসংহার' লিখেন বলা যাইতে পা[illegible]

অধিকন্তু যে [illegible] আলঙ্কারিক ভট্টনারায়ণের

'বেণীসংহার' হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাঁহাদের কালনির্ণয়ের দ্বারাও ভট্টনারায়ণের কাল নির্ণীত হইতে পারে।

আমরা দেখিতে পাই, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে যে সকল আলঙ্কারিক আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই 'বেণীসংহার' হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই সকল আলঙ্কারিকের মধ্যে বামন ও আনন্দবর্দ্ধনই সমধিক প্রাচীন। বামন তাঁহার 'কাব্যালঙ্কার-সূত্রবৃত্তি'তে * 'বেণীসংহার' হইতে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। আনন্দবর্দ্ধনও তাঁহার 'ধ্বন্যালোকে' † 'বেণীসংহার' হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'রাজতরঙ্গিণী' হইতে জানা যায় যে, আনন্দবর্দ্ধন কাশ্মীররাজ অবন্তিবর্ম্মার (৮৫৫-৮৮৩, স্মিথ ৩৪৪ পৃঃ, রা-তর ৫।৩৪) সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং 'বেণীসংহার'কার তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী। বামন আবার আনন্দবর্দ্ধনের পূর্ব্ববর্ত্তী; কারণ ডাঃ বুলর (Buhler) ‡ ও ডাঃ ভাণ্ডার-

* 'অস্তং স্তম্বান্ প্রমাতঃ সহ রিপুভিরয়ং সংহ্রিয়ন্তাং বলানি'—[সহোক্তির উদাহরণ, ৫৮ পৃঃ, কাব্যমালা ১৫]।

† 'কর্ত্তা দ্যূতচ্ছলানাম্' ইত্যাদি [ভগীভূতপ্যাদসঙ্কীর্ণম্, ২২৫ পৃঃ, কাব্যমালা ২৫]।

‡ Buhler's Kashmir Report, p. 66.

কয় * বিশ্বাস করেন যে, এই বামনই কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের (৭৭৯-৮১৩) অনেক মন্ত্রী ছিলেন। সুতরাং বামন অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন বলিলে অন্যায় হইবে না।

অতএব, নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে—'বেণীসংহার'কার ভট্টনারায়ণ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পরে নিশ্চয়ই আবির্ভূত হন নাই, সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে অথবা অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে আবির্ভূত হওয়ারই বিশেষ সম্ভাবনা। ভট্টনারায়ণ গোভিল-গৃহ্যসূত্রেরও ভাষ্যপ্রণেতা।

ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বের লেখক হলায়ুধ ভট্ট রাজা লক্ষ্মণসেনের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ-সম্পাদিত 'বেণী-সংহারে'র ভূমিকায় দেখিতে পাই, এই হলায়ুধ ভট্ট ভট্টনারায়ণ হইতে ষোড়শ পুরুষ। ঐতিহাসিকদের মতে লক্ষ্মণসেন দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১১৫০ খৃঃ পরবর্ত্তী) বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন। ৩০ বৎসরে একএক পুরুষ ধরিয়া হিসাব করিলে ভট্টনারায়ণ ও হলায়ুধের মধ্যে ৪৮০ বৎসরের ব্যবধান থাকা সঙ্গত। তদনুসারেও ভট্টনারায়ণ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে অথবা অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে 'বেণীসংহার'

---

* মালতীমাধব (দ্বিতীয় সংস্করণ) ভূমিকা। ১৮ পৃঃ।
[Vide : Introduction to "Veni-samhara," Prof. K. N. Dravid's ed. p.p. ii-x.]

লিখিয়াছিলেন বলা যায়। তিনি ৮০ বৎসর বয়সে কনৌজ হইতে বাঙ্গালায় আগমন করেন। মহারাজ আদিশূর যদি ৭৭৬ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের রাজা হইয়া থাকেন ও ৭৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার দিক দিয়া এবং ভট্ট-নারায়ণের দিক্ দিয়া আবির্ভাবকালের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকে, কেননা ৭৭৯-৭৮২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি পঞ্চব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আনয়ন করেন। সাধারণভাবে দেখিলে এইরূপ দাঁড়ায়।

ক্ষিতীন্দ্রবাবুর হিসাবে মোটের উপর ১০০ বৎসরের পার্থক্য দেখা যায়। তাঁহার মতে আদিশূর ৮৭৭ খৃষ্টাব্দে পঞ্চগৌড়ের রাজা হন, ভট্টনারায়ণ ৯৪২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে আগমন করেন। ৩০ বৎসরে একএক পুরুষ ধরিয়া হিসাব করিলে ৫০০।৬০০ বৎসরের মধ্যে ১০০ বৎসরের পার্থক্য হওয়া বেশী কিছু নহে, কারণ পঞ্চব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে একসঙ্গে আসিলেও সকলেরই পরবর্ত্তী পুরুষসংখ্যা একসমান নহে। "গৌড়ে ব্রাহ্মণ"কার বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বর্ত্তমান ব্যক্তির পুরুষসংখ্যা ভট্টনারায়ণ হইতে ৩৬, ৩৭ ও ৩৮ পুরুষ; কাশ্যপগোত্রে ৩১,৩২,৩৩,৩৪ পুরুষ; ভরদ্বাজগোত্রে ৩৫ হইতে ৩৯ পুরুষ; কিন্তু বাৎস্য-গোত্রে ২৫ হইতে ২৮ পুরুষ দৃষ্ট হয়।" (প্রস্তাবিত গ্রন্থ ৪৩পৃঃ)।

ভট্টনারায়ণ নামে আরও অনেক পণ্ডিত ছিলেন। রঘুনাথ দীক্ষিতের পুত্র ভট্টনারায়ণ ১৬৮৬ বিক্রমাব্দে 'অপেক্ষিত-ব্যাখ্যানম্' নামে 'উত্তর-রামচরিতে'র টীকা প্রণয়ন করেন। 'প্রয়োগরত্ন' প্রণেতা ভট্টনারায়ণ, শ্রী ভট্টরামেশ্বর সূরির পুত্র,' বারাণসীধামে থাকিয়া ঐ গ্রন্থ রচনা করেন। জনৈক কাশ্মীরী পণ্ডিত ভট্টনারায়ণ 'স্তবচিন্তামণি-বিবৃতি' নামক গ্রন্থের প্রণেতা। ইনি 'মহামাহেশ্বর' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। এসকল কথা নগেন্দ্রবাবু বিশ্বকোষে বিশেষভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

'আদিশূর ও ভট্টনারায়ণ' গ্রন্থে ক্ষিতীন্দ্রবাবু যে সকল ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান দিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালার ইতি-হাসে নবযুগ আনয়ন করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কান্যকুব্জ হইতে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ আনয়ন ব্যাপারটা অমূলক বলিয়া কোন কোন ঐতিহাসিক মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুকরণে শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও সম্প্রতি তদীয় 'কামরূপশাসনাবলী' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 'ভাস্কর-বর্ম্মার তাম্রশাসনের দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, যজ্ঞসম্পাদনে যোগ্য ব্রাহ্মণের অসদ্ভাব তখন এতদঞ্চলে ছিল না, কাজেই কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন ব্যাপারটা অমূলক বলিয়াই প্রখ্যাপিত হইতেছে'। কিন্তু বলা বাহুল্য, তিনি পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া দেখিলে ও শাসনগুলির ভাষার দিকে লক্ষ্য

রাখিয়া উহাদের অকৃত্রিম ব্যাখ্যা কবিবাব প্রয়াস করিলে দেখিতে পাইতেন যে, ভাস্করবর্মার তাম্রশাসনাদিব দ্বারাই বরং কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন সুপ্রমাণিত হইতে পারে।

শ্রীঅমবেশ্বব ঠাকুর
কালীঘাট।

সূচীপত্র।

প্রথম বিভাগ—আদিশূর।

প্রথম কথা—আদিশূর ও জনশ্রুতি।

বিষয় | পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় কথা—আদিশূর ও কুলপঞ্জিকা।

তৃতীয় কথা—আদিশূর সম্বন্ধীয় তাম্রশাসনের অভাব।

চতুর্থ কথা—আদিশূরের কালসম্বন্ধে মতামত।

পঞ্চম কথা—আদিশূরের কালনির্ণয়।

বিষয়		পৃষ্ঠা
৬৩। কনোজরাজ্য	...	৮৯
৬৪। কনৌজরাজ্যের সমৃদ্ধি	...	৮৯
৬৫। কনোজ রাজকন্যা চন্দ্রমুখীকে বিবাহের কারণ		৯০
৬৬। চন্দ্রমুখীর বিবাহ	...	৯১
৬৭। চন্দ্রদেব ও বীরসিংহ অভিন্ন	...	৯২

নবম কথা—আদিশূরের পরিচয়।

দশম কথা—আদিশূরের পরিবার।

বিষয় পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় বিভাগ—ভট্টনারায়ণ।

একাদশ কথা—পঞ্চব্রাহ্মণ কয়বার আসেন?

দ্বাদশ কথা—পঞ্চব্রাহ্মণ ও সাতশতী।

বিষয়		পৃষ্ঠা

ত্রয়োদশ কথা—কোন্ বারে কোন্ পঞ্চব্রাহ্মণ আসেন ?

চতুর্দ্দশ কথা—ভট্টনারায়ণ প্রভৃতির বঙ্গে আগমনের কারণ।

পঞ্চদশ কথা—বঙ্গে পঞ্চব্রাহ্মণের আগমনবিষয়ক আরও কয়েকটী কথা।

বিষয়		পৃষ্ঠা

ষোড়শ কথা—পুত্রেষ্টিযজ্ঞ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

সপ্তদশ কথা—পঞ্চব্রাহ্মণের বংশপরিচয়।

পরিশিষ্ট।

শুদ্ধিপত্র।

৩৪ পৃষ্ঠায় ৪ পংক্তিতে "হইয়াছে" স্থলে হইতেছে হইবে।

৪৬ পৃষ্ঠায় ১৩শ পংক্তিতে "আসিয়াছিলেন" স্থলে আনিয়াছিলেন হইবে।

৫০ পৃষ্ঠায় ১৮শ পংক্তিতে "লেখ" লেখা হইবে।

৫৭ পৃষ্ঠায় ২য় পংক্তিতে "৫৪৩" স্থলে ৫৪০ হইবে।

৩৮ পৃষ্ঠায় ১১ পংক্তিতে অপ্রামাণ্য শব্দের পার্শ্বে (৩৮।ক) হইবে।

৪৩ পৃষ্ঠায় ৭ম পংক্তিতে বিংশ স্থানে পঞ্চত্রিংশ হইবে।

আদিশূর ও ভট্টনারায়ণ।*

প্রথম বিভাগ—আদিশূর।

প্রথম কথা—আদিশূর ও জনশ্রুতি।

১। পূর্ব্বপুরুষে শ্রদ্ধা ও বংশগৌরব

একবার কোন উচ্চপদস্থ ইংরাজের সহিত পূর্ব্বপুরুষদিগের বংশাবলী রক্ষা করিবার প্রণালী সম্বন্ধে আমার আলোচনা হইতেছিল। সেই সময়ে তিনি বিশেষ গৌরব প্রকাশ করিয়া আমাকে বলিলেন যে, তিনি ন্যূনাধিক চারিশত বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের সন্ধান দিতে পারেন। আমি যখন তাঁহাকে

---

* দ্রষ্টব্য ;—মূলগ্রন্থের ভিতরে যে সকল সংখ্যা বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইবে, পরিশিষ্টে সেই সকল সংখ্যা অনুসারে টীকাটিপ্পনী ও প্রমাণাদি দেখিতে হইবে।

বলিলাম যে, আমরা প্রায় হাজার বৎসর পর্য্যন্ত আমাদের পূর্ব্বপুরুষের সুস্পষ্ট সন্ধান পাই, তখন তিনি আমার দিকে অবাক হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। মানবসমাজের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, নিতান্ত অসভ্যজাতির ভিতরেও পূর্ব্ব পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা বড়ই গভীররূপে বদ্ধমূল। কি সভ্য, কি অসভ্য, সকল জাতিরই মধ্যে দেখা যায় যে, পূর্ব্বপুরুষের পরিচয় দিতে পারিলে সকল জাতিই গৌরব অনুভব করে। যাহারা এই গৌরব অনুভব না করে, তাহাদের মনোবৃত্তি বোঝা আমাদের সাধ্যাতীত।

২। পিতৃপুরুষে শ্রদ্ধা উন্নতির নিদান।

পিতৃপুরুষদিগকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক স্মরণ ও তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণে সদাচরণের চেষ্টা মানবসমাজের উন্নতির অন্যতম প্রধান নিদান। পূর্ব্বপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব ঘটিলে আত্মগৌরব বিলুপ্ত হইতে চায় এবং আত্মোন্নতির পথে ব্যাঘাত পায়। একবার আমাদের কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধু(১) অধ্যাপক মোক্ষমূলরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। মোক্ষমূলর প্রথমবারে তাঁহাকে

স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, পূর্ব্বপুরুষের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা না থাকিলে কোন জাতিই উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে পারে না।

৩। অধ্যাপক মোক্ষমূলরের উক্তি।

প্রাচ্যতত্ত্ববিৎদিগের আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে মোক্ষমূলর এ সম্বন্ধে তাঁহার মত অন্য ভাবায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন—"যে জাতি অতীতের জন্য, অতীত ইতিহাস ও সাহিত্যের জন্য গৌরব অনুভব করিতে পারে না, সে জাতি তাহার জাতীয় ভিত্তির প্রধান স্তম্ভ হারাইয়াছে। জার্ম্মানি যখন রাজনৈতিক অবনতির গভীর খাদে নিমগ্ন ছিল, তখন জার্ম্মানি তাহার প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা হইতে উত্তর-কালের জন্য আশান্বিত হইতে পারিল। এই ভাবের একটা কিছু ভারতেও দেখা দিয়াছে"(২)। সৌভাগ্যক্রমে আমরা ন্যূনাধিক সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত আমাদের পূর্ব্বপুরুষের পরিচয় এবং তাঁহাদের বংশধর, পুণ্য-কীর্ত্তিকলাপ, আচার, ব্যবহার, সকল পূর্ব্বক গর্ব্ব ও গৌরবের সহিত আমাদের সমক্ষে ঘোষণা করিবার

অধিকার রাখি। বলা বাহুল্য, পূর্ব্বপুরুষদিগের পরিচয় ও কীর্ত্তিকলাপ জনশ্রুতিমূলকই হৌক বা ইতিহাসমূলকই হৌক, সকলকে শুনাইতেও যেমন আনন্দ হয়, অপরের নিকটে শুনিতেও তেমনই আনন্দ হয়।

৪। আদিশূর ও পঞ্চ ব্রাহ্মণ।

আমরা দেখি যে বঙ্গদেশে সচরাচর যে সকল ব্রাহ্মণ দেখা যায়, তন্মধ্যে শাণ্ডিল্যপ্রমুখ পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগেরই বংশ ও প্রভাব সমধিক বিস্তৃত। এই সকল ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্বপুরুষ পাঁচ গোত্রের পাঁচ ব্রাহ্মণ পশ্চিমাঞ্চল হইতে যে এদেশে আসিয়াছিলেন তাহা বলিতে গেলে সর্ব্ববাদসম্মত। কিন্তু তাঁহারা নিজেই আসিয়াছিলেন, অথবা আদিশূর নামক কোন বঙ্গাধিপতি তাঁহাদিগকে আনাইয়াছিলেন; তাঁহাদের নামই বা কি; এই সূত্রে, আদিশূর নামক বঙ্গের কোন অধীশ্বরই ছিলেন কি না; এবং তিনিই যদি পঞ্চব্রাহ্মণ আনাইয়া থাকেন, তবে কোন্ বৎসরে; এই সকল নানা বিষয় লইয়া কিছুকাল যাবৎ এদেশের প্রত্নতাত্ত্বিকগণের

মধ্যে বহুল তর্কবিতর্ক চলিতেছে। তর্কবিতর্ক যতই চলুক না কেন, আমাদের দেশে কিন্তু এই জনশ্রুতি বড়ই প্রবল যে, বঙ্গদেশে রাঢ়ী বা বারেন্দ্র, যে সকল শাণ্ডিল্য প্রমুখ পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয়, তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ পাঁচ গোত্রের পাঁচ ব্রাহ্মণকে বঙ্গাধিপতি আদি-শূরই পশ্চিমাঞ্চল হইতে এদেশে আনাইয়াছিলেন। এই জনশ্রুতি এতই প্রবল যে, বঙ্গে পঞ্চব্রাহ্মণের আগমন সম্বন্ধীয় আলোচনা হইতে আদিশূরকে ছাঁটিয়া ফেলা নিতান্তই অসম্ভব।

৫। জনশ্রুতি সম্পূর্ণ অমূলক নহে।

এই জনশ্রুতি এদেশে অত্যন্ত প্রবল ও বদ্ধমূল হইলেও কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ ইহাকে মোটেই আমল দিতে চান না। আমরা কিন্তু ইহাকে সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না। এই জনশ্রুতি কেবল শত শত বৎসর ধরিয়া নামিয়া আসে নাই; ইহা নানা ভাবে নানা গ্রন্থের নানা উক্তি দ্বারা সমর্থিত হইয়াও আসিতেছে। সুতরাং ইহাকে আমরা ইতিহাসের সহিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধরহিত বলিতে পারি না।

৬। অক্ষয় মৈত্রেয় মহাশয়ের উক্তি।

গৌড়রাজমালার উপক্রমণিকায় শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার মৈত্রেয় বলেন—"জনশ্রুতির দোহাই দিয়া [এক শ্রেণীর গ্রন্থে] দেশের অবস্থা সম্বন্ধে যে সকল আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে, তাহাতে ঐতিহাসিক বিচারপ্রণালী মর্য্যাদা লাভ করিতেছে না। এই সকল কারণে গৌড়রাজমালার লেখক মহাশয় ভিত্তিহীন জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই বলিয়া বাঙ্গালীর জনশ্রুতিমূলক ইতিহাসের প্রধান পাত্র [আদিশূর] ঐতিহাসিক ব্যক্তিরূপে মর্য্যাদা লাভ করিতে পারেন নাই"(৩)। অক্ষয় বাবু ঐতিহাসিক বিচারপ্রণালীই বা কাহাকে বলেন, এবং আদিশূরসম্বন্ধীয় জনশ্রুতিকেই বা কিরূপে ভিত্তিহীন বলেন, তাহা বুঝিলাম না।

৭। জনশ্রুতি ও ইতিহাস।

অক্ষয় বাবুরই সহকর্মী শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ঐ গৌড়রাজমালাতেই রাজতরঙ্গিণীর জয়াপীড়কাহিনী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"প্রচলিত জনশ্রুতি অবলম্বনেই

কহ্লণ এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া থাকিবেন। সুতরাং ইহাকে অমূলক মনে করিবার কোন কারণ নাই। * * * অমূলক হইলে, অপ্রাকৃতের সম্পর্ক-বর্জ্জিত * * * ঘটনা * * * চারিশত বৎসর কাল জনসাধারণের স্মৃতিপথারূঢ় থাকিত না"(৪)। পাঠকগণ এই উদ্ধৃত উক্তির "সুতরাং" হইতে "থাকিত না" পর্য্যন্ত অংশের প্রতি আশা করি একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। আদিশূরসম্বন্ধীয় জনশ্রুতিতে আস্থা স্থাপনের পক্ষে কি ঠিক ঐ একই যুক্তি প্রযুক্ত হইতে পারে না? এদেশবাসী প্রত্যেকেই অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন যে, প্রত্যেকেরই পূর্ব্বপুরুষসম্বন্ধীয় কাহিনী অধিকাংশ স্থলে জনশ্রুতিরূপেই আসিয়া আছে। সেই সকল জনশ্রুতি সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া কি একেবারেই পরিত্যাজ্য হইয়াছে? অন্যান্য দেশে যাহাই হৌক না কেন, আমাদের দেশে ইতিহাস-সম্বন্ধে জনশ্রুতিকে বিন্দুমাত্র বাদ দেওয়া যায় না; [illegible]

বিশেষত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বংশসংক্রান্ত জনশ্রুতিকে বংশানুক্রমে জাগাইয়া রাখিবার একটা রীতিই দেখা যায়। এই কারণেই বোধ হয় আমাদের দেশে "নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ" জনশ্রুতি অমূলক নহে প্রভৃতি প্রবচনসকল সমধিক বল ও স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে। এই প্রকার প্রবল ও বদ্ধমূল জনশ্রুতির উপর দাঁড়াইয়া আমরা স্বীকার করিতে দ্বিধা করি না যে, আদিশূর নামে এক বঙ্গাধিপতি ছিলেন, এবং সম্ভবত তিনিই অন্তত একবার পশ্চিমাঞ্চল হইতে পাঁচ গোত্রের পাঁচ ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আনাইয়া বসবাস করাইয়াছিলেন।

৮। কুলপঞ্জিকা ইতিহাসের উপকরণ।

এদেশের বিশেষত বংশাবলীসংক্রান্ত জনশ্রুতিকে ইতিহাস সংরচনে বাদ দিতে পারি না। তাহার কারণ এই যে, জনশ্রুতির অধিকাংশই বংশকারিকা কুলপঞ্জিকা প্রভৃতি গদ্যপদ্যাত্মক কুলগ্রন্থসমূহের ভিত্তির উপরে দাঁড়াইয়া আছে। সেই সকল কুলগ্রন্থ পিতা-পুত্রাদি বা গুরুশিষ্যাদিক্রমে যথাসম্ভব নির্ভুলরূপে কণ্ঠস্থ করিবার রীতি প্রচলিত ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদগণের অনেকের

মতে এই সকল কুলগ্রন্থকে ইতিহাসের উপকরণ বলিয়া ধরিবার পক্ষে বিশেষ কোন বাধা নাই। তবে, তদুপরি প্রতিষ্ঠিত জনশ্রুতিকেও ঐতিহাসিক মর্য্যাদা দিবার পক্ষে বিশেষ বাধা কি, তাহা বুঝি না। আমরা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সহিত একবাক্যে বলিব যে, "কুলজ্ঞ মহাশয়দিগের হস্তলিখিত গ্রন্থ বংশানুক্রমে লিখিত, অদ্যাপি তাহা বর্ত্তমান আছে, তাহাও নিতান্ত আধুনিক নহে"(৫) এবং "পুরুষানুক্রমে লিখিত ও সযত্নে রক্ষিত এই সকল প্রাচীন বংশকারিকার প্রতি অনুমান-বলে অবজ্ঞা প্রকাশ করা সঙ্গত বোধ হয় না"(৬)।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আদিশূর ও
ভট্টনারায়ণ গ্রন্থে আদিশূর ও জনশ্রুতি
বিষয়ক প্রথম কথা সমাপ্ত।

দ্বিতীয় কথা—আদিশূর ও কুলপঞ্জিকা।

১। কুলপঞ্জিকা কি ?

কুলপঞ্জিকা কি ? শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার ব্রাহ্মণকাণ্ডের ভূমিকায় বলেন—"বাঙ্গালার প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক শ্রেণী, প্রতি পরিবার, এমন কি, প্রত্যেক প্রধান ব্যক্তির সামাজিক ইতিহাস পাওয়া যাইতে পারে। কি গৌরব ও সম্মানের সমুচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত ব্রাহ্মণসমাজ, কি অবনত ঘৃণিত চণ্ডালসমাজ, সকল সমাজেরই কুলক্রমানুসারী সামাজিক পদমর্য্যাদার ইতিহাস লক্ষিত হয়। প্রত্যেক সমাজের কুলাচার্য্য, সমাজদার বা প্রধানগণ স্ব স্ব সমাজের কুলগ্রন্থ রক্ষা করিয়া থাকেন" (খ)। প্রকৃতই এই সকল কুলগ্রন্থের ভিতরে অনেক প্রদেশীয় রাজাদের এবং প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের বংশধারা সযত্নে রক্ষিত আছে দৃষ্ট হয়। দেশের লোকেরা নিজেদের ও দেশের লোকদিগের বংশপরম্পরাগত নামধাম, বংশ, সামাজিক পদমর্য্যাদা ও কৌলীন্যাদির বিষয় জানিবার জন্য সাধারণত স্ব স্ব এবং ঐ সকল বংশের ঐ সকল কথা ধারাবাহিকরূপে

লিখিয়া রাখিতেন; যাঁহারা সংস্কৃত বা কবিতা প্রভৃতি লিখিতে পড়িতে অসমর্থ ছিলেন, তাঁহারা উপযুক্ত শিক্ষিত ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা তাহা লিখাইয়া লইতেন। যে সকল গ্রন্থে এই সকল লিখিত হইত, সেই সকল গ্রন্থের নাম কুলপঞ্জিকা(৮)।

১০। কুলপঞ্জিকা রচনার প্রাচীন প্রথা।

কোন্ সময় হইতে সর্ব্বপ্রথম কুলপঞ্জিকা লিখিবার রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। "কুলপঞ্জিকাসকল অতীব প্রাচীন পদার্থ"(৯)। "সামাজিক ইতিহাসের প্রধান অঙ্গ কুলপরিচয় এবং বংশাবলী-কীর্ত্তন স্মরণাতীত বৈদিক যুগ অবধি আজ পর্য্যন্ত ভারতে প্রচলিত দৃষ্ট হয়। অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভট্ট বা ভাটজাতি বিশিষ্ট বংশসমূহের গুণানুকীর্ত্তনে নিযুক্ত থাকিত"(১০)। ঋকসংহিতা, রামায়ণ ও মহাভারতে এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। বলিতে কি, আমাদের পুরাণগুলি এক-একখানি কুলপঞ্জিকাবিশেষ(১১)। অনেক-মুক আধুনিক যুগেও আধুনিক [illegible] অনেক কুলপঞ্জিকা প্রচলিত ছিল, এবং আছে। কুলাচার্য্য

ঘটকেরাই প্রধানত রাজনির্দেশ অনুসারে কুলগ্রন্থ রচনায় হস্তক্ষেপ করিতেন(১২)। ঐ সকল কুলগ্রন্থ পেটিকাবদ্ধ হইয়া থাকিত না(১৩)। সেগুলি কেবল ঘটকেরা নহে, অন্যান্য সামাজিক প্রধান ব্যক্তিগণও কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন। ঐ সকল কুলগ্রন্থ ঘটক প্রভৃতি কর্ত্তৃক যেখানে-সেখানে এবং বিশেষ. ভাবে বিবাহসভা প্রভৃতি স্থলে সর্ব্বদাই পঠিত ও গীত হইত বলিয়া উহার মধ্যে কেহ যে কোন মিথ্যা কথা প্রক্ষিপ্ত করিবেন, তাহার বিশেষ কোন সম্ভাবনা ছিল না(১৪)।

১১। ঘটক কাহারা ?

প্রধানত ঘটকেরাই এই সকল বংশকারিকা সযত্নে রক্ষা করিতেন। পুরাকালে মুনিঋষিগণ সমাজরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রধান প্রধান বংশসমূহের কুলপরিচয় রক্ষা করিতেন(১৫)। অনেকে ভুলক্রমে মহারাজা বল্লালসেনকে কৌলীন্যের সঙ্গে সঙ্গে কুলপঞ্জিকারও আদি প্রবর্ত্তক বলিয়া মনে করেন। তিনি আদিপ্রবর্ত্তক না হইলেও তাঁহার সময়ে উহার লিখনপাঠন ও সংরক্ষণের বাঁধুনি যে একটু বেশী হইয়াছিল; তাহাতে সন্দেহ নাই।

সাধারণত হিন্দুরাজগণ, তন্মধ্যে বিশেষভাবে বল্লালসেন, ব্রাহ্মণবংশ হইতে সদাচারসম্পন্ন ও সমাজতত্ত্ববিৎ বহু পণ্ডিতকে বাছিয়া লইয়া প্রধান প্রধান জাতির ও ব্যক্তির কুলরক্ষণ, কুলমহিমাকীর্ত্তন, সম্বন্ধজ্ঞান ও সামাজিক মর্য্যাদানির্ণয় প্রভৃতির উদ্দেশ্যে কেবল কুলপঞ্জিকা রচনার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন(১৬)। বিপ্রগণের কুলশাস্ত্র হইতে প্রতীত হয় যে, বল্লালসেন কর্ত্তৃক এই সকল কুলীন, পণ্ডিত ও সদাচারসম্পন্ন কুল-গ্রন্থপ্রণেতাগণই কালে ঘটকের পদে বরিত হইয়া সাধারণ্যে কুলাচার্য্য বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন(১৭)। ৺উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন যে, কুলাচার্য্যগণ "বল্লালসেনের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের উক্তি অসম্বন্ধ প্রলাপ বলিয়া উপেক্ষিত হওয়া অবিচার মাত্র"(১৮)।

১২। কুলগ্রন্থে ভেদ।

"বঙ্গদেশের কুলীন ব্রাহ্মণেরা রাঢ়ী ও বারেন্দ্রভেদে দ্বিবিধ। সুতরাং রাঢ়ী ও বারেন্দ্রদিগের কুলগ্রন্থসকলও স্বতন্ত্র ভাবে লিখিত হইয়াছে। আবার শ্রেণীগোলক

শ্রেণীভেদ অনুসারে বৈদ্য ও কায়স্থদিগের পৃথক পৃথক কুলপঞ্জিকা লিখিত হইয়াছে”(১৯)।

১৩। কুলগ্রন্থে অনাস্থা কেন?

অক্ষয়বাবু প্রভৃতির অনুরোধ সত্ত্বেও প্রত্নতত্ত্ববিৎ অনেকে আদিশূরসম্বন্ধীয় কুলপঞ্জিকাসমূহের উক্তির প্রতি আস্থা প্রদর্শনে অসম্মত। এই সকল পণ্ডিত-দিগের মুখপাত্রস্বরূপে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রধান যুক্তি দুইটী—(ক) “এখন যে সকল কুলপঞ্জিকা দেখা যায়, তাহা আদিশূরের আনুমানিক আবির্ভাবকালের অনেক পরে রচিত”(২০); এবং (খ) কুলপঞ্জিকাসমূহের উক্তির মধ্যে পরস্পরবিরোধ।

১৪। প্রাচীন কুলগ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য।

ইহা সত্য বটে, আদিশূর প্রভৃতি রাজাদিগের সমসময়ে লিখিত কুলগ্রন্থসকল বর্ত্তমানে পাওয়া যায় না(২১)। আদিশূরের সময়ে লিখিত কুলপঞ্জী ত দূরের কথা, বল্লালসেনের সময়েরও কুলপঞ্জী বর্ত্তমানে পাওয়া যায় না।

গৌড়ে ব্রাহ্মণরচয়িতা বলেন—“বল্লালসেন কর্তৃক শ্রেণী-বিভাগ এবং ঘটকনিয়োগ হইবার পূর্ব্বে রাঢ়দেশবাসী শ্রীহর্ষতনয় শ্রীনিবাস গৌড়ে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন বিষয়ে একখানা গ্রন্থ লিখেন। পরে উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি বারেন্দ্রকুল বর্ণনা করিয়া একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই সকল কুলগ্রন্থ এখন অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। বল্লালসেন অথবা লক্ষ্মণসেনের সময়েও অবশ্য কুলগ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাও পাওয়া যায় না। ঘটকেরা ধনবান ব্যক্তি নহেন। তৃণনির্ম্মিত গৃহবাসনিবন্ধন অগ্ন্যুৎপাত, ঝড়বৃষ্টি এবং মুসলমানদিগের দৌরাত্ম্য, বর্গীর লুঠ ইত্যাদি কারণে প্রাচীন কুলগ্রন্থের অসদ্ভাব ঘটা অসম্ভব নহে। গোপালশর্ম্মা যখন ধ্রুবানন্দকৃতব্যাখ্যা নামে কুলগ্রন্থ লিখেন, তখনও তিনি প্রাচীন পুস্তক প্রাপ্ত হন নাই”(২২)। একে তো উষ্ণপ্রধান ভারতের জলবায়ুগুণে এখানে কোন জিনিষই বহুকালস্থায়ী হয় না, তাহার উপর শত শত বিপ্লবের(২৩) ও বিদেশীর(২৪) আক্রমণ, এবং অগ্নি বন্যা প্রভৃতি নৈসর্গিক উৎপাতের ফলে আমাদের

শত শত ইতিহাস কুলপঞ্জী প্রভৃতি যে বিলুপ্ত হইবে, তাহা কিছু আশ্চর্য্য নহে।

১৫। আধুনিক কুলগ্রন্থও অবিশ্বাস্য নহে।

কিন্তু তাই বলিয়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক কুলগ্রন্থ-সমূহকেও আমরা বিশ্বাসের অযোগ্য বলিতে পারি না। এই সকল কুলগ্রন্থ আদিশূর বা বল্লালের অনেক পরবর্ত্তী সময়ে লিখিত বলিয়া যদি সেগুলিকে অপ্রামাণ্য ধরিতে হয়, তবে পৃথিবীর অধিকাংশ ইতিহাসই অপ্রামাণ্য হইয়া যায়। এই যে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ-বিদেশের ইতিহাস লিখিত হইতেছে, সেই সকল ইতিহাসেরই কি প্রত্যেক ঘটনাটী সমসাময়িক ব্যক্তি কর্ত্তৃক লিখিত? কখনই নহে। তাহা যদি ইতিহাস-রূপে গৃহীত হয়, তবে আমাদের কুলপঞ্জিকাসকলই বা ইতিহাসের উপকরণরূপে গৃহীত না হইবে কেন?

১৬। আধুনিক কুলগ্রন্থ প্রাচীন কুলগ্রন্থের প্রতিলিপি।

তদ্ব্যতীত, অন্যান্য দেশ হইতে আমাদের দেশের এ বিষয়ে একটু বিশেষত্ব আছে। আমাদের দেশে বর্ত্তমানে মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে লোকের শিক্ষা যেরূপ পুঁথিগত

হইয়াছে, প্রাচীনকালে সেরূপ ছিল না। শিক্ষার্থী ছাত্রেরা পাঠ কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিতেন; প্রাচীন পুস্তক-সকল নষ্ট বা অপহৃত হইলেও ছাত্রেরা স্মরণশক্তির সাহায্যেই সেই সকল পুনরুদ্ধার করিতে পারিতেন। প্রাচীন কুলগ্রন্থসকল ঘটক এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ পিতাপুত্র গুরুশিষ্যপরম্পরায় কণ্ঠস্থ করিতেন এবং সভাস্থল প্রভৃতি নানাস্থানে সর্ব্বদাই পঠনাদি করিতেন। আধুনিক কুলগ্রন্থসকল সেই সকল প্রাচীনতর কুলগ্রন্থসমূহের প্রতিলিপি বা স্মৃতিলিপি মাত্র (২৫)। যন্ত্রালয়ের সাহায্য ব্যতীতও শ্রুতিস্মৃতিগীতা প্রভৃতি মুখে মুখে কিরূপে অক্ষরশঃ নামিয়া আসিয়াছে, তাহা আলোচনা করিলেই বোঝা যাইবে যে, সেই সকল স্মৃতিলিপি কতদূর নির্ভুল হইতে পারে। আমরা সৌভাগ্যক্রমে শ্রুতিমন্ত্রসকল কণ্ঠস্থ করিবার রীতি প্রত্যক্ষ করিয়াছি; প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, [illegible] শ্রুতিমন্ত্রসকলের প্রতি অক্ষর কিরূপে কণ্ঠস্থ করেন; তাহা দেখিলে বুঝা যাইবে যে, আমাদের দেশে কণ্ঠস্থ করিবার রীতি কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল। উহার

তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি বলিয়া প্রাচীন কুলপঞ্জিকাসকল নষ্ট বা অপহৃত হইলেও স্মৃতিলিপিরূপে আধুনিক কুল-পঞ্জিকায় পরিণত হইয়াছে, ইহা মনে করিতে কোনই বাধা পাই না। এই সকল কুলপঞ্জিকাতে লিপিগত প্রমাদ থাকিতে পারে, কিন্তু এই সকল সর্ব্বাংশে অগ্রাহ্য হইতে পারে না।

১৭। কুলগ্রন্থসমূহের পরস্পরবিরোধ।

প্রত্নতত্ত্ববিৎগণের কুলপঞ্জিকাসকল বিশ্বাস না করিবার অপর একটী কারণ এই যে, তাহাদের অনেকগুলির মধ্যে পরস্পরবিরোধী উক্তি দেখা যায়। হয়তো কোনটীতে আদিশূরের উল্লেখ আছে, আর কোন-টীতে বা উল্লেখ নাই; হয়তো কোনটীতে আদিশূর কর্ত্তৃক পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়নের যে সময় দেওয়া আছে, আর একটীতে হয়তো তাহার অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী সময় দেওয়া আছে। আমাদের মতে এই সকল আপত্তির মূল্য বড়ই কম।

১৮। উল্লেখ-অনুল্লেখে বিরোধ আসে না।

কোন কুলগ্রন্থে আদিশূরের নাম নাই—নাই

যা রহিল, তাহাতে আসে যায় কি ? নাম উল্লেখ করিবার প্রয়োজন হয় নাই, নাম উল্লিখিত হয় নাই। ইহাতে পরস্পরবিরোধের কথা কিরূপে আসে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

১৯। কালবিরোধের কারণ লিপিপ্রমাদ।

কোন কোন কুলগ্রন্থে আদিশূরের সময় লইয়া পরস্পরবিরোধ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু আমাদের মতে সেই সেই বিরোধের প্রধান কারণ লিপিকরপ্রমাদ।

সংস্কৃত ভাষায় শ্লোকে অঙ্কনির্দ্দেশ থাকিলে তাহাকে উল্টাইয়া ধরিবার রীতি আছে। ইহাকে বলে—অঙ্কস্য বামা গতিঃ; যদি বলি ২০১ সনে জন্ম, তবে বুঝিতে হইবে ১০২ বৎসরে জন্ম। সংস্কৃত ভাষায় শ্লোকরচনার সুবিধার জন্য এক-একটী অঙ্কের এক-একটী সাংকেতিক চিহ্ন ধরা আছে—যথা, অঙ্গ = ৬, অঙ্ক = ৯, ইন্দু বা চন্দ্র = ১ ইত্যাদি। এখন যদি বলা হয় 'বেদবাণাঙ্ক' বৎসরে পঞ্চব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তাহার অর্থ হইবে (বেদ = ৪, বাণ = ৫, অঙ্ক = ৯) ৯৫৪ বৎসরে আসিয়াছিলেন। আর ঐ শব্দের শেষ অক্ষর "ঙ্ক" যদি লিপিকরপ্রমাদে

“স্ব” হইয়া পড়ে, তবেই অর্থ হইবে, ৬৫৪ বৎসরে আসিয়াছিলেন—কোথায় ৯৫৪, আর কোথায় ৬৫৪! কাজেই এইরূপ বিরোধ দৃষ্ট হইলে সূক্ষ্মদৃষ্টিতে আলোচনা করিয়া অন্যান্য প্রমাণের বলে স্থির করিতে হইবে যে বিরোধী উক্তিগুলির মধ্যে কোনটাতে লিপিকরপ্রমাদ ঘটিয়াছে। এপ্রকার লিপিকরপ্রমাদ সংঘটিত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। সেকালে তো মুদ্রাযন্ত্র ছিল না যে, একই অক্ষরসমাবেশ হইতে একই প্রকারে মুদ্রিত বহুসংখ্যক পুস্তক উদ্গীরিত হইবে। সেকালের কথা ছাড়িয়া দাও—একালেও নানাগ্রন্থে নানাবিষয়ে লিপিকরপ্রমাদের কারণে এবং বিনা লিপিকরপ্রমাদেও এইরূপ গুরুতর পরস্পরবিরোধ ও ভ্রম দেখা যায়।

২৩। লিপিপ্রমাদের দৃষ্টান্ত।

আমরা আলোচনা করিয়া যতদূর বুঝিয়াছি তাহাতে অনুমান হয়, লিপিকরপ্রমাদবশতই কোন গ্রন্থে রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ এবং কোন গ্রন্থে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ দেওয়া হইয়াছে—অতএব তাঁহার জন্ম কোন্ বৎসরে তাহার সুনিশ্চিত মীমাংসা হইল না।

২১। সন্ধানের অভাবে প্রমাদের দৃষ্টান্ত।

আবার সেদিন এক জীবনীসংগ্রহে এক গুরুতর ভুল দেখিলাম। জোড়াসাঁকোনিবাসী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত একনামধারী অপর এক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (যিনি পীরালি-সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন) পাথুরিয়া-ঘাটায় বাস করিতেন। শেষোক্ত ব্যক্তির অক্ষয়কুমার ঠাকুর নামে একমাত্র পুত্র ছিলেন। কিন্তু ঐ জীবনী-সংগ্রহে অক্ষয়কুমার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অন্যতম পুত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন! এরূপ ভুল গুরুতর হইলেও আমরা দেখিতেছি যে, লেখকের সন্ধান লইবার অবসরের অভাবে বা অন্য কোন কারণে ঘটিয়া থাকে। এইরূপ ভুলভ্রান্তি থাকিলেও আমরা রামমোহন রায়েরও অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারি না, অথবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথেরও অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারি না।

২২। আমাদের সিদ্ধান্ত।

নিরপেক্ষভাবে প্রত্নতত্ত্ববিৎগণের সিদ্ধান্ত এবং কুলপঞ্জীসমূহের উক্তি আলোচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, কুলপঞ্জিকাসকলের মধ্যে

অবান্তর নানা বিষয়ে যতই বিরোধ থাক না কেন, আদিশূর এবং তাঁহার রাজ্যকালে তাঁহা কর্ত্তৃক অন্ততঃ একবার পশ্চিমাঞ্চল হইতে পঞ্চগোত্রের পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন সম্বন্ধে কোনই বিরোধ নাই। সুতরাং আমরা কুলপঞ্জিকাসকল অনুসরণ করিয়া বলিতে বাধ্য যে, আদিশূর নামে বঙ্গের এক অধিপতি ছিলেন এবং তিনি অন্ততঃ একবার তাঁহার শাসনকালের মধ্যে পশ্চিমাঞ্চল হইতে পঞ্চগোত্রের পঞ্চব্রাহ্মণ এদেশে আনিয়াছিলেন।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আদিশূর-
ভট্টনারায়ণ-গ্রন্থে আদিশূর ও কুলপঞ্জিকা-
বিষয়ক দ্বিতীয় কথা সমাপ্ত।

তৃতীয় কথা—আদিশূর ও তাম্রশাসনের অভাব।

২০। আদিশূর সম্বন্ধীয় তাম্রশাসনাদির অভাব।

বঙ্গাধিপতি রাজা আদিশূরের অস্তিত্ব জনশ্রুতি ও কুলগ্রন্থসমূহের দ্বারা সমর্থিত হইলেও তৎসম্বন্ধীয় কোন তাম্রশাসন বা শিলালিপি এ পর্যান্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ঐতিহাসিক গবেষণায় যে সকল এদেশীয় প্রত্নতত্ত্ববিৎ পাশ্চাত্য প্রণালীর একান্ত পক্ষপাতী, তাঁহাদের অন্যতম অগ্রণী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কুলপঞ্জিকাসমূহের প্রতি আস্থা প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করিলেও (২৬), এবং কুলগ্রন্থসমূহের মূলগুলি বলিতে গেলে আদিশূরের, অন্ততঃ বল্লালসেনের, সমসাময়িক ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক লিখিত হইলেও (২৭) তাম্রশাসন প্রভৃতির অভাবে অক্ষয় বাবুই আবার গৌড়রাজমালা-গ্রন্থের উপক্রমণিকায় জনশ্রুতি ও তাহার মূল কুলগ্রন্থ-সমূহের ঐক্যের বিরুদ্ধে আদিশূরের অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহার অন্যতম প্রধান কারণ

নির্দ্দেশ করিযাছেন এই যে, "এখনও তাম্রশাসনে বা শিলালিপিতে বা সমসাময়িক গ্রন্থে আদিশূরের অসন্দিগ্ধ পরিচয় প্রকাশিত হয় নাই" (২৮)। গৌড়রাজমালা-প্রণেতা শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশযও অক্ষয় বাবুর উক্তি সমর্থন করিয়া লিখিতেছেন—"যতদিন না কোন তাম্রশাসন বা শিলালিপির দ্বারা এই (আদিশূর-বৃত্তান্তের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে) সংশয় অপসারিত হয়, ততদিন পরস্পরবিরোধী প্রমাণ অবলম্বনে আদিশূরের ইতিহাস উদ্ধারের যত্ন বিড়ম্বনামাত্র" (২৯)। আমরা তাহা মনে করি না—কেন যে করি না, পাঠকগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিলেই তাহা উপলব্ধি করিবেন।

২৪। পূর্ব্বকথার সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি।

আমরা পূর্ব্বকথায় দেখিয়া আসিয়াছি যে, এদেশের বংশাবলী সংক্রান্ত জনশ্রুতিসকল নিতান্ত ভিত্তিহীন নব; কুলগ্রন্থসমূহের উক্তিই তাহাদের ভিত্তি। সেই কুলগ্রন্থসমূহ আদিশূর বা বল্লালসেনের সমসাময়িক ব্যক্তি কর্ত্তৃক লিখিত না হইলেও (৩০) সেগুলি সেই আদিম কুলগ্রন্থের স্মৃতিলিপি (৩১), সুতরাং সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য

বলিয়া পরিত্যাজ্য নহে। আদিম গ্রন্থ সকল নৈসর্গিক উৎপাতে এবং বিদেশী ও বিধর্ম্মীর অত্যাচারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে (৩২)। এই সকল কুলগ্রন্থে নানা অবান্তর বিষয়ে পরস্পরবিরোধ থাকিলেও, আদিশূর নামে একজন বাঙ্গেশ্বর যে ছিলেন এবং তিনি যে "অন্ততঃ একবার পঞ্চগোত্রের পঞ্চব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আনাইয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোনই বিরোধ দৃষ্ট হয় না। এইরূপে যখন কুলগ্রন্থসমূহে আদিশূরের অসন্দিগ্ধ পরিচয় পাওয়া যায়, তখন কেবল তাম্রশাসন বা শিলালিপি প্রভৃতির অভাবে আদিশূর কেন যে "ঐতিহাসিক ব্যক্তিরূপে মর্য্যাদা লাভ করিবেন না" তাহা বুঝিলাম না।

২৫। কুলগ্রন্থ হইতে ইতিহাস-সংগ্রহ দুরূহ কেন ?

আদিশূর সম্বন্ধীয় ইতিহাসের উপকরণ কুলগ্রন্থসমূহ হইতে সংগ্রহ করা অসম্ভব না হইলেও দুরূহ বটে। দুরূহ হইবার কারণ এই যে, এখনও যে সকল কুলগ্রন্থ পাওয়া যায়, অধিকাংশ ইতিহাসলেখকই সেই সকল

কুলগ্রন্থ কোথাও একত্র দেখিতে পান না—হয় তো এখানে একটী, আর হয়তো বহুক্রোশ ব্যবধানে আর এক ব্যক্তির নিকট আর একখানি। ইহার ফলে, অনেক স্থলে ঐ সকল গ্রন্থের উক্তির মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করা বড়ই দুরূহ হয়। আরও একটী কারণ এই যে, যে দুইএকখানি বা গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহাও অনেক সময়ে সমগ্র আকারে পাওয়া যায় না, বিখণ্ডিত আকারে পাওয়া যায়।

(ক) উক্তিসকল বিখণ্ডিতভাবে উদ্ধৃত হওয়া।

কেবল তাহাও নয়; সেই সকল বিখণ্ডিত আকারে প্রাপ্ত গ্রন্থ হইতেও আবার সম্বন্ধনির্ণয়, বল্লালমোহমুদগর প্রভৃতি সামাজিক ইতিহাসসম্বন্ধীয় গ্রন্থে বিখণ্ডিতভাবে যে সকল উক্তি উদ্ধৃত হয়, আমার মত অনেককে তাহারই উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়। গ্রন্থগুলি একত্র দেখা দূরে থাক্, অনেকগুলি গ্রন্থের অনেক-বিষয়ক উক্তিগুলিও একত্র দেখিতে না পাইবার ফলে অনেক স্থলে প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়

না—সিদ্ধান্ত ভ্রমপূর্ণ হইয়া পড়ে। একটী দৃষ্টান্ত দিই—

কোন এক গ্রন্থে একটী কারণ উদ্ধৃত করিয়া দেখানো আছে যে, পঞ্চব্রাহ্মণ (ভট্টনারায়ণ প্রভৃতিই উদ্দিষ্ট) ৮৫৪ শকে আসিয়াছিলেন। কিন্তু অপর এক গ্রন্থে উদ্ধৃত সেই চরণসংশ্লিষ্ট সমগ্র উক্তি পড়িয়া দেখা গেল যে, ঐ শ্লোকে ক্ষিতীশ প্রভৃতির আগমনই উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

(খ) ভাষা বুঝিবার অক্ষমতা।

ইহাও আমরা দেখিয়াছি যে, কুলগ্রন্থ অবলম্বনে সমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধীয় ইতিহাস সংরচনে অগ্রসর লেখকদিগের অনেকে কুলগ্রন্থের, কি সংস্কৃত, কি বাঙ্গালা অনেক উক্তি ঠিক বুঝিতে না পারিয়া নানা গোলযোগ বাধাইয়া বসেন এবং সেই সমস্ত গোলযোগ তখন গতানুগতিকক্রমে চলিয়া আসে। এই সকল কারণে কুলগ্রন্থসমূহের মধ্যে যেখানে বিরোধ নাই, সেখানেও অনেক ইতিহাসলেখক বিরোধ গড়িয়া তুলিতে বাধ্য হন।

২৬। তাম্রশাসনের অভাবে আদিশূরের অস্তিত্ব অসিদ্ধ নহে।

আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, তাম্র-শাসন প্রভৃতির অভাবে আদিশূরের ইতিহাস উদ্ধারের যত্ন বিড়ম্বনামাত্র, রমাপ্রসাদ বাবুর এই উক্তি সর্ব্বাংশে যুক্তিসহ বলিয়া আমরা মনে করি না। অবান্তর কতক-গুলি বিষয়ে বিরোধের কারণে কুলশাস্ত্র অবলম্বনে আদি-শূরসম্বন্ধীয় সমগ্র ইতিহাস উদ্ধার করা না হয় অসম্ভব ধরিলাম; কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে একটা মোটামুটি বিবরণ সংগ্রহ করাও কেন যে অসম্ভব হইবে তাহা তো বুঝি না। লিপিকরপ্রমাদ বা অন্য কোন কারণে আদি-শূরের সময় বা অন্য কয়েকটী বিষয়ে কুলগ্রন্থের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য দেখা যায় না বটে; কিন্তু আদিশূর নামে যে একজন বঙ্গাধিপতি ছিলেন, তিনি যে একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন, এবং বৌদ্ধ নৃপতির হস্ত হইতে গৌড় অধিকার করিয়াছিলেন; তাঁহার শাসনকালের ভিতর অন্ততঃ একবারও যে কান্যকুব্জদেশ হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, এই সকল বিষয়ে বিশেষ কোন

মতভেদ দৃষ্ট হয় না। সুতরাং তাম্রশাসন প্রভৃতির অভাবে আদিশূরের অস্তিত্ব অসিদ্ধ ধরিতে পারি না।

২৭। দৃষ্টান্ত।

আদিশূর সম্বন্ধে দুইএকটা তাম্রশাসন বা শিলালিপি আবিষ্কৃত হইলেই কি তাঁহার সমগ্র ইতিহাস সদ্যসদ্য উদ্ধার করা সম্ভব হইবে? কখনই নয়। তাম্রশাসন বা শিলালিপির অভাবহেতুই সমস্ত কুলপঞ্জিকা এবং আইন-ই-আকবরির ন্যায ইতিহাসগ্রন্থেরও আদিশূরসম্বন্ধীয় উক্তিগুলিকে ঐতিহাসিক আলোচনার বাহিরে যে ঠেলিয়া রাখিতে হইবে, প্রত্নতাত্ত্বিকদিগের এই যুক্তিতে আমরা কিছুতেই সায় দিতে পারি না। রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ এবং তাঁহার জন্মস্থানের চিহ্ন যদি কোন কারণে সম্পূর্ণ বিলুপ্তই হইয়া যায়; ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টডীডও যদি বা দুষ্প্রাপ্য হইয়া যায়; কেবল তাঁহার জন্মসম্বন্ধীয় জনশ্রুতিগুলি যদি অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, তাহা হইলেই কি বলিতে হইবে যে, রামমোহন রায় নামক কোন ব্যক্তি

পুরুষ বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই? বিভিন্ন লেখকের লিখিত তাঁহার জীবনীসমূহে যদি বা অবান্তর নানা বিষয়ে মতভেদ ভুলভ্রান্তি দৃষ্ট হয়, তবে কি সেই সমস্ত জীবনচরিতের সকল অংশই অবিশ্বাস্য বলিয়া ধরিতে হইবে? এই যে সেদিন ইউরোপে প্রলয়যুদ্ধ ঘটিয়া গেল, তাহার সম্বন্ধেও ইংরাজরচিত গ্রন্থে এক-প্রকার বিবরণ লিখিত দেখিবে, আবার জার্ম্মানরচিত গ্রন্থে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত বিবরণ বর্ণিত দেখিবে; তাই বলিয়া কি সমস্ত যুদ্ধটার অস্তিত্বই বিশ্বাসের অযোগ্য হইবে? এরূপ যুক্তির সারবত্তা খুবই অল্প।

২৮। চন্দ্রদেবের তাম্রফলক পাওয়া গিয়াছে।

আদিশূর সম্বন্ধীয় তাম্রশাসন বা শিলালিপি যে নাই, তাহাই বা কে নিশ্চিতরূপে বলিতে পারে? হয়তো যেখানে উহা আছে, তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই; অথবা কোন অজ্ঞাত কারণে উহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই যে এতদিন বাদে রাজা চন্দ্রদেবের একখানি নূতন তাম্রফলক পাওয়া গেল—ইহার পূর্ব্বে তো আর উহা

পাওয়া যায় নাই। "এই তাম্রফলকখানা মানিকগঞ্জ মহকুমান্তর্গত এক গ্রামে পাওয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি ঢাকার যাদুঘরের (Museum) Curater শ্রীযুক্ত নলিনী-কান্ত ভট্টশালী এম-এ মহাশয় ইহা সংগ্রহ করিয়া পাঠোদ্ধারে ব্রতী হইয়াছেন। শ্রীচন্দ্রদেব ৯৭৫-১০০০ খৃষ্টাব্দে বিক্রমপুরে রাজত্ব করিতেন বলিয়া অনুমিত হইয়াছে" (৩৩)। ৯৭৫ খৃষ্টাব্দ = ১০৩২ সম্বৎ; ১০০০খৃষ্টাব্দ = ১০৫৭ সম্বৎ। আদিশূরের দ্বিতীয়-পক্ষের পত্নী চন্দ্রমুখীর পিতার নাম চন্দ্রদেব বলিয়া কোন কোন কুলগ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। তাম্রশাসনোক্ত চন্দ্রদেব যদি আদিশূরের শ্বশুর হন, এবং তাহা হওয়া কিছু অসম্ভব নয়, তবে আদিশূরের অস্তিত্ব ও রাজ্যকাল সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ থাকে না। সম্ভবতঃ আদিশূরের পরলোকগমনের পর তাঁহার শ্বশুর কান্যকুব্জাধিপ চন্দ্রদেব বঙ্গদেশে আসিয়া গৌড়দেশ হইতে মগধাধিপতি ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক তাড়িত স্বীয় দৌহিত্র ভূশূরকে বৌদ্ধরাজগণের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া অন্তত তাঁহার রাজ্য বঙ্গদেশটুকু যথাসম্ভব বাঁচাইবার জন্য সমগ্র

বঙ্গদেশ না হৌক, অন্তত তাহার কতক অংশ অধিকার করিয়াছিলেন।

২১। আদিশূরের অস্তিত্ব অস্বীকার্য্য নহে।

যাই হৌক, আমরা যখন দেখি যে, ব্রাহ্মণ (৩৪), বৈদ্য (৩৫), কায়স্থ (৩৬) প্রভৃতি সকল শ্রেণীরই কুলগ্রন্থে রাজা আদিশূরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে; আবার যখন কুলগ্রন্থসমূহের সমর্থনে সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস আইন-ই-আকবরিতে কেবল আদিশূরের নাম নহে, তাঁহার অধস্তন কয়েক পুরুষেরও নাম যথাযথ উল্লিখিত দেখি, তখন দুই চারিটা বিষয়ে ভুলভ্রান্তি বা মতভেদ দেখিলেও আদিশূর নামে একজন বঙ্গেশ্বর যে নিশ্চয়ই ছিলেন, কুলগ্রন্থসমূহের এই সিদ্ধান্ত আমরা কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারি না।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আদিশূর ও ভট্টনারায়ণ-গ্রন্থে আদিশূর ও তাম্রশাসন-বিষয়ক তৃতীয় কথা সমাপ্ত।

চতুর্থ কথা—আদিশূরের কাল সম্বন্ধে মতামত।

১০। আদিশূর সম্বন্ধে বিরোধের মূল কেন্দ্র।

আদিশূর নামে কোন রাজা ছিলেন কি না, তৎ-সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যত কিছু তর্কবিতর্ক উঠিয়াছে বা চলিতেছে, তাহার প্রধান কেন্দ্র বলিতে গেলে কুলগ্রন্থসমূহে তাঁহার আবির্ভাবকাল লইয়া বিরোধ। এই বিরোধের নির্ভুল মীমাংসা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না; কারণ প্রথমত সমসাময়িক কুলগ্রন্থসকল সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে; এবং দ্বিতীয়ত, পরবর্ত্তীকালে রচিত কুলগ্রন্থসকলও আমরা সমগ্র দেখিতে পাই না। পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি, এ গ্রন্থে উদ্ধৃত এক অংশ, অপর এক গ্রন্থে উদ্ধৃত অপর এক অংশ, এই প্রকারে উদ্ধৃত বিখণ্ডিত অংশসমূহের উপরেই আমরা নির্ভর করিতে বাধ্য হই। তাহার ফলে আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইব, অপর একজন সে সিদ্ধান্তে উপনীত নাও হইতে পারেন। এই প্রকারে আদিশূরের ইতিহাস

সম্বন্ধে নানা বিরোধের সৃষ্টি হয়। অথচ আধুনিক ঐতিহাসিকেরা এই প্রকার মতভেদের কারণেই বলেন যে, আদিশূরের অস্তিত্ববিষয়ক প্রাচীন উক্তিসকল স্বীকার করা নিরাপদ নহে।

৩১। আমাদের সিদ্ধান্ত।

আদিশূরসম্বন্ধীয় তাম্রশাসন, শিলালিপি প্রভৃতির যখন অভাব, তখন বলা বাহুল্য যে, আদিশূরের আবির্ভাবকালসম্বন্ধীয় কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা পাই নাই। কোন কোন কুলগ্রন্থে পঞ্চব্রাহ্মণের আগমনকাল স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহা এক-প্রকার সর্ব্ববাদসম্মত যে, রাজা আদিশূর ক্ষিতীশ-প্রমুখই হৌক বা ভট্টনারায়ণপ্রমুখই হৌক, একদল পঞ্চব্রাহ্মণকে এদেশে আনাইয়াছিলেন। কাজেই কোন্ পঞ্চব্রাহ্মণ আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত হইয়াছিলেন এবং কবে, তাহা স্থির করিতে পারিলেই রাজা আদি-শূরেরও আবির্ভাবকাল আপনিই স্থির হইবে। এই কারণে আদিশূরের কালসম্বন্ধে তর্কবিতর্ক উপস্থিত

হইলেই পরিণামে তাহা পঞ্চব্রাহ্মণের আগমনকালে গিয়া পরিসমাপ্ত হয়। পঞ্চব্রাহ্মণের আগমনকাল আলোচনা করিতে গিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছি যে, ৯৯৯ সম্বতের মাঘ মাসে আদিশূরের আহ্বানে ভট্ট-নারায়ণ প্রভৃতি পঞ্চব্রাহ্মণ গৌড়রাজ্যে আসিয়া যথা-সময়ে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সমাধান করিয়াছিলেন ; এবং আদি-শূর ৯৩৪ সম্বত হইতে ১০০৯ সম্বত পর্য্যন্ত (৮৭৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ৯৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বা ৭৯৯ শকাব্দ হইতে ৮৭৪ শকাব্দ পর্য্যন্ত) ৭৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। কুলগ্রন্থ আলোচনা করিলে মনে হয়, যেন আদিশূর যৌবনে পদার্পণ করিতে না করিতে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। যদি ধরা যায় যে, আদিশূর ষোড়শ বর্ষ বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তবে ধরা যাইতে পারে যে, আদিশূর ৯১৮ সম্বতে (বা ৮৬১ খৃষ্টাব্দে বা ৭৮৩ শকাব্দে) জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে বলিতে হয় যে, আদিশূরের ইতিহাসই বঙ্গের সমস্ত দশম শতাব্দীর ইতিহাস।

৩২। আদিশূরের কাল সম্বন্ধে কয়েকটী মত।

পঞ্চব্রাহ্মণের আগমনকাল এবং সেই সূত্রে আদি-শূরের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে আমরা কয়েকটী মত সংকলন করিয়াছি; তন্মধ্যে কতকগুলির মধ্যে ঐক্য দৃষ্ট হয় এবং অবশিষ্ট কতকগুলির মধ্যে যথেষ্ট অনৈক্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু সেই সমস্ত বিভিন্ন মত আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা একটী বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে চাই।

৩৩। "শাকে" শব্দের অর্থ কি ?

অনেকগুলি কুলগ্রন্থের উক্তিতে "শাকে" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। আমরা দেখি যে, আদিশূরীয় প্রত্নতাত্ত্বিকগণের সকলেই গতানুগতিকক্রমে ইহার অর্থ "শকাব্দ" ধরিয়াছেন। কয়েকটী স্থলে একই চরণে বা শ্লোকে "শাক" ও "শকাব্দ" উভয় শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং যেখানে শুধু "শাক" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানে যে "শাক" শব্দের অর্থ আর কিছু হইতে পারে, সে বিষয়ে তাঁহারা আদৌ চিন্তাই করেন নাই। আমরা কিন্তু আলোচনা করিয়া কোন অভি-

ধানের সাহায্যে স্থির করিয়াছি যে, "শাক" শব্দের অর্থ সাধারণত "বৎসর" ধরিতে হইবে; বিশেষ প্রয়োগ স্থলে "শকাব্দ" ধরা যাইতে পারে (৩৭)। এই কারণে যে সকল যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ হইতে কোন অব্দ বা কালগণনা প্রবর্ত্তিত হয়, সেই সকল মহাপুরুষ "শাকেশ্বর" বলিয়া অভিহিত হন। "শাক" শব্দ মাত্রেরই অর্থ "শকাব্দ" ধরাতে আদিশূরসম্বন্ধীয় প্রত্নতত্ত্বের ভিতর অনেক গোলযোগ আসিয়া পড়িয়াছে।

৩৩। মতামত আলোচনা।

(ক) পৃথিবীর ইতিহাস।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ির সম্পাদিত "পৃথিবীর ইতিহাসের" "ভারতবর্ষ" খণ্ডে ২৪৪ পৃষ্ঠার পাদটীকায় উক্ত হইয়াছে যে আদিশূর শশাঙ্ক নৃপতির অধস্তন অষ্টম পুরুষের সন্তান। সপক্ষে কোন প্রমাণ দেন নাই।

(খ) বারেন্দ্রকুলপঞ্জী।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার "ব্রাহ্মণকাণ্ডে" "বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকার" বলিয়া একটী

উক্তি (৩৮) উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে উহার মতে ৬৫৪ শকে পঞ্চব্রাহ্মণ বঙ্গে আগমন করেন। এখানে কোন্ কোন্ পঞ্চব্রাহ্মণ উদ্দিষ্ট, নগেন বাবু তাহার উল্লেখ করেন নাই। ইহার পাঠও বিশুদ্ধ নয়, আর নগেন বাবু ইহার যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাও বিশুদ্ধ নয় বলিয়া মনে হয়। শ্লোকের শেষ চরণে "চ" শব্দের সার্থকতা দেখি না। নগেন বাবু শ্লোকটী কোথায় পাইলেন, তাহা বলা যায় না। ঐতিহাসিকপ্রবর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ তাঁহার "আদিশূর" পুস্তিকায় এই শ্লোকটীরই বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া স্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, ইহা সম্পূর্ণ অপ্রামাণ্য।

(গ) কুলরমা।

নগেন বাবু একটী উক্তি (৩৯) উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, বাচস্পতি মিশ্রেরও মতে ৬৫৪ শকে পঞ্চ ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আসেন। রমাপ্রসাদ বাবু তাঁহার "আদিশূর" প্রবন্ধে এই উক্তিরও বিশেষ আলোচনা করিয়া ইহার পাঠ যে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং কোথাও পাওয়া যায় না, "বেদবাণাঙ্গ"র পরিবর্ত্তে "বেদবাণাঙ্ক"ই

যে বিশুদ্ধ পাঠ হইবে, তাহা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শেষোক্ত পাঠ যদি ঠিক হয, তবে বলিতে হয় যে, (৪৫৯কে উল্টাইযা) ৯৫৪ "শাকে" অর্থাৎ বৎসরে পঞ্চব্রাহ্মণ আসিযাছিলেন। বাচস্পতি মিশ্রের কোন উক্তিতেই "শকাব্দের" উল্লেখ দেখি না। আরও দেখি যে, এই বৎসরে ক্ষিতীশ প্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণের আগমনই তিনি উল্লেখ করিয়াছেন (৪০)। তবেই দেখি যে বাচস্পতি মিশ্রের মতে ৯৫৪ সম্বতে ক্ষিতীশ প্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ গৌড়ে আসিয়াছিলেন।

(ঘ) লাহিড়িবংশাবলী।

নগেন বাবু প্রমুখ কোন কোন লেখক "লাহিড়িবংশাবলী" হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া (৪১) প্রমাণ করিতে চান যে ৬৫৪ শক বা ৭৮৯ সম্বতের কাছাকাছিই আদিশূরের রাজত্বকাল। শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, 'রাজা ধর্ম্মপাল গঙ্গাতীরে বাসের জন্য ভট্টনারায়ণের পুত্র আদিগাঁই বিপ্রকে যজ্ঞান্তে দক্ষিণাস্বরূপে ধামসার নামক একটী গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন'।

৩৫। ধর্ম্মপাল ও আদিশূর।

নগেন বাবু এই শ্লোক ধরিয়া বলেন যে "দেবপালের পিতা ধর্ম্মপাল * * * গ্রাম দান করিয়াছিলেন" (৪২)। এবং এই সূত্র ধরিয়া একটী সিদ্ধান্তকল্প দাঁড় করাইলেন যে. আদিশূরকে উক্ত ধর্ম্মপালের পিতা গোপালের সমসাময়িক অর্থাৎ অন্তত ৭৩৭ শকের বা ৮৭২ সম্বতের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া ধরিতে হয় (৪৩)।

৩৬। খণ্ডিত আকারে শ্লোক আলোচনার ভ্রম আশার দৃষ্টান্ত।

খণ্ডিত আকারে একটী শ্লোক বা চরণ মাত্র দেখিলে এবং উদ্ধৃত শ্লোকের ব্যাখ্যায় অতিরিক্ত পদ সংযোজিত করিলে সিদ্ধান্ত যে কিরূপ গুরুতর ভ্রমপূর্ণ হইতে পারে, উপরোক্ত দৃষ্টান্তটী তাহার জ্বলন্ত পরিচয় প্রদান করিবে। উপরে উদ্দিষ্ট শ্লোকের কোথাও ধামসার গ্রামদাতা ধর্ম্মপাল "দেবপালের পিতা" বলিয়া উক্ত হন নাই, অথচ নগেন বাবু অকারণে তাহা ধরিয়া লইয়া নিজের বিচারকে তমসাবৃত করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি দেখিলেন না যে, এই ধর্ম্মপালকে গৌড়েশ্বরবাচক কোন বিশেষণে বিশেষিত করা হয় নাই। সর্ব্বানন্দ

মিশ্রের কুলতত্ত্বার্ণবের সহিত এই শ্লোক মিলাইয়া দেখিলেও নগেন বাবু বুঝিতে পারিতেন যে এই ধর্ম্মপাল দেবপালের পিতা বা গৌড়পতি নহেন।

৩৭। ধর্ম্মপাল ও কুলতত্ত্বার্ণব।

কুলতত্ত্বার্ণবে স্পষ্ট উক্ত আছে যে, এই ধর্ম্মপাল একজন মগধপতি (সম্ভবত মগধপ্রদেশের কোন এক অংশের দখলিকার) ছিলেন, এবং ইনি আদিশূরের ত্রয়স্ত্রিংশকার-পুত্র ভূশূরকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে বিতাড়িত করেন (৪৪)।

(ঙ) দত্তবংশমালা।

নগেন বাবু বলেন, দত্তবংশমালার মতে ৮০৪ শকে বা ৯৩৯ সম্বতে পঞ্চব্রাহ্মণ আসেন। ইহার সমর্থনে একটী উক্তি উদ্ধৃত করেন (৪৫)। কোন্ পঞ্চব্রাহ্মণ উদ্দিষ্ট, তাহার কোন উল্লেখ নাই। এখানে "শতাব্দ" শব্দ থাকাতে "শাকে"র অর্থ শকাব্দ ধরিতে হইবে।

(চ) কায়স্থকৌস্তুভ।

কায়স্থকৌস্তুভের মতে ৩৮০ সালে (৮১৪ শকে

বা ৯৪৯ সম্বতে) পঞ্চব্রাহ্মণ আসেন (৪৬) কোন্ পঞ্চ-ব্রাহ্মণ আসেন, তাহার নির্দ্দিষ্ট উল্লেখ নাই।

(ছ) কুলার্ণব।

কুলার্ণবের উক্তি "বেদবাণাহিমে শাকে বিপ্রাঃ পঞ্চ সমাগতাঃ" উদ্ধৃত করিয়া (৪৭) নগেন বাবু বলেন যে, উহার মতে ৮৫৪ শকে পঞ্চব্রাহ্মণের আগমন ঘটে। আমাদের অনুমান হয় যে, কুলার্ণব বাচস্পতি মিশ্রের কুলরমা অনুসরণ করিয়া ৯৫৪ সম্বত বলিতে চাহিয়াছেন। এখানে "শাকে"র অর্থ "বৎসরে" বা "সম্বতে" মনে হয়। অনুমিত হয় লিপিকরপ্রমাদ বশত চরণের প্রথম শব্দের শেষে "ক্ষমে"র স্থানে "হিমে" লিখিত হইয়াছে। সমগ্র শ্লোকটী দেখিলে দেখা যায় যে উহাতে ক্ষিতীশপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণই এই শ্লোকের উদ্দিষ্ট হইয়াছেন (৪৮)।

(জ) Indo-Aryans.

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে ৯৬৪ খৃষ্টাব্দ বা ৮৮৬ শক বা ১০২১ সম্বত পঞ্চব্রাহ্মণের আগমনকাল

(৪৯)। তিনি তিন পুরুষে শতাব্দী ধরিয়া তাঁহার সময়ে এক বিশেষ বংশের ২৭ পুরুষ দেখিয়া ৯০০ বৎসর পিছাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার Indo-Aryans গ্রন্থ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়; তাহা হইতে ৯০০ বৎসর বাদ দিলে ৯৮১ খৃষ্টাব্দ বা ১০৩৮ সম্বত পাওয়া যায়। এরূপ ধরা নিরঙ্কুশ বলা যায় না। সম্বন্ধনির্ণয়কার তাঁহার সমসময়ে বিভিন্ন গোত্রে বিংশ-সংখ্যক পুরুষের অস্তিত্ব স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন (৫০)। "গৌড়ে ব্রাহ্মণ"কার বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বর্ত্তমান ব্যক্তির পুরুষসংখ্যা ভট্টনারায়ণ হইতে ৩৬।৩৭ এবং ৩৮ পুরুষ, কাশ্যপ-গোত্রে ৩১।৩২।৩৩।৩৪ পুরুষ, ভরদ্বাজগোত্রে ৩৫ হইতে ৩৯ পুরুষ, কিন্তু বাৎস্যগোত্রে ২৫ হইতে ২৮ পুরুষ দৃষ্ট হয়" (৫১)। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ধৃত বৎসর হইতে এক পুরুষ অর্থাৎ ৩০ বৎসর বাদ দিলে ভট্ট-নারায়ণপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণের আগমন ও আদিশূরের মৃত্যুসম্বন্ধীয় আমাদের সিদ্ধান্তের সহিত খুব মিলিয়া যায়।

(ঝ) গৌড়ে ব্রাহ্মণ।

নগেন বাবু বলেন "গৌড়ে ব্রাহ্মণে"র মতে ৯৫৪ শকে পঞ্চব্রাহ্মণ আসেন (৫২)। এ সম্বন্ধে কোন যুক্তি উদ্ধৃত হয় নাই। যদি "শাকে" শব্দ হইতে গ্রন্থকার শকাব্দ ধরিয়া থাকেন, তবে আমরা তাহার স্থলে "সম্বত" ধরিলেই সমস্ত গোল চুকিয়া যায়।

(ঞ) ভট্টগ্রন্থ।

ভট্টগ্রন্থের মতে ৯৯৪ শক বলিয়া তাহার সমর্থনে নগেন বাবু একটী উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। সত্য কথা বলিতে কি, এই উক্তির প্রকৃত অর্থ আমরা বুঝিতে পারি নাই। যেটুকু বুঝিযাছি, তাহাতে মনে হয় যে, পাঠ বিশুদ্ধ নহে। বল্লালমোহমুদ্গরে এই উক্তির প্রথম দুই চরণ "বেদমুক্তা"র পরিবর্ত্তে "বেদযুক্ত" সহ উদ্ধৃত হইয়াছে (৫৩)।

(ট) Tagore Family.

যতদূর বুঝিতে পারি, এই ভট্টগ্রন্থ অবলম্বনেই সম্ভবত A Brief Account of the Tagore Family

পুস্তিকায় (৫৪) ৯৯৪ শকে পঞ্চব্রাহ্মণের আগমনকাল ধরা হইয়াছে। কোন যুক্তি নাই।

(ঠ) ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং।

W. Pertech সাহেব কর্ত্তৃক বার্লিন নগরে প্রকাশিত ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং গ্রন্থে ৯৯৯ "শকাব্দে" পঞ্চ-ব্রাহ্মণের আগমনকাল ধরা হইয়াছে (৫৫)। অথচ ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বহুবিবাহবিষয়ক প্রস্তাবে ঐ একই গ্রন্থ হইতে পাদটীকাধৃত উক্তিতে "শতাব্দে" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কাজেই আমরা "শতাব্দে" শব্দই বিশুদ্ধ পাঠ ধরিয়া লইতেছি, এবং "শতাব্দের অর্থে সম্বত ধরিয়া লইতেছি (৫৬)।

(ড) কুলতত্ত্বার্ণব।

ধ্রুবানন্দ মিশ্রের পুত্র সর্ব্বানন্দ মিশ্র কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া যে কুলতত্ত্বার্ণব গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আছে যে, ৬৭৫ "শাকে" বা সম্বতে ক্ষিতীশ (৫৭) প্রভৃতি পঞ্চব্রাহ্মণ আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত হইয়াছিলেন (৫৮)। আমাদের অনুমান হয় যে ৬৭৫ সম্বতে অন্য কোন দল ব্রাহ্মণ কোন অনুষ্ঠান

উপলক্ষে আসিয়াছিলেন এবং সর্ব্বানন্দ মিশ্র এখানে তাঁহাদেরই বিষয় বলিতে চাহেন। লঘুভারতের ন্যায় কুলতত্ত্বার্ণবেও আদিশূর ও বল্লালসেনের মধ্যবর্ত্তী সাত পুরুষের উল্লেখ আছে। বল্লালসেনের সময় তাঁহার "দানসাগরে" উল্লিখিত ১০৯১ শক ধরিলে এবং কুলতত্ত্বার্ণব অনুযায়ী পঞ্চব্রাহ্মণের আগমনকাল বা আদিশূরের আবির্ভাবকাল ৬৭৫ শক ধরিলে ৪১৬ বৎসরের ব্যবধান হয়। তাহা হইলে প্রতিপুরুষে ৬০ বৎসর ধরিতে হয়—যাহা সম্ভব নহে। কাজেই আমরা মুদ্রিত কুলতত্ত্বার্ণব গ্রন্থের উক্তি ভ্রান্ত বলিতে চাই। তদ্ব্যতীত গ্রন্থের প্রারম্ভেই আছে—"এবং আদিশূর নৃপতি পুত্রেষ্টি যজ্ঞের জন্য যে সাগ্নিক পঞ্চব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে আসিয়াছিলেন" (৫৯); এই উক্তিতে "চ" অর্থাৎ "এবং" শব্দের সার্থকতা রাখিতে গেলে বলিতে হয় যে, সম্ভবত গ্রন্থখানি সমগ্র আকারে পাওয়া যায় নাই। বিশেষত, তাঁহার পিতা ধ্রুবানন্দের উক্তি (৬০) যে ৯৯৯ সম্বতে পঞ্চব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, বিনা যুক্তিতে পুত্রের (৬১) পক্ষে তাহা উপেক্ষা করা সম্ভবপর মনে হয় না।

(চ) বিপ্রকুলকল্পলতা।

পণ্ডিতপ্রবর ৺উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার বল্লালমোহমুদ্গরে বলেন যে, বিপ্রকুলকল্পলতার মতে আদিশূর ৯৫১ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং লঘুভারত তাহার সমর্থন করেন (৬২)। বিপ্রকুলকল্প-লতার যে উক্তি উক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে (৬৩), তাহার অর্থ সম্বন্ধে আমরা বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সহিত একমত হইতে পারি নাই। আমরা দেখি যে, উক্ত উক্তির একস্থলে "শকাব্দে" আছে এবং আর একস্থলে "শাকে অব্দে" শব্দ আছে। আমরা "শকাব্দে"র স্থলে "শতাব্দে" ধরিতে চাই, সম্ভবত ইহা লিপিকরপ্রমাদ। উহা "শতাব্দে" বা সম্বত অর্থে প্রযুক্ত শব্দ না হইলে অব্যবহিত পরে স্পষ্টরূপে "শাকে অব্দে" অর্থাৎ স্পষ্টভাষায় শকাব্দ বলিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। উদ্ধৃত উক্তির আমরা এই অর্থ করি—"শালবান নামে এক বঙ্গাধিপতি ছিলেন; পূর্ব্বে ৯৫১ সম্বৎ অতীত হইলে সেই বংশে রাজা প্রতাপচন্দ্র এবং তেজঃশেখর নামে (দুই মহাপুরুষ) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (ইহা বংশ-

গৌরবের পরিচায়ক মাত্র); এবং সেই বংশেই রাজা আদিশূর জন্মগ্রহণ করিয়া গৌড়রাজ্যের অধিরাজ হইয়া ৮৬৪ শকাব্দে (বা ৯৯৯ সম্বতে) অভিষিক্ত হন।” এরূপ অর্থ না করিলে উক্তিটী নিতান্তই ব্যর্থ হইয়া পড়ে, কারণ সাধারণপ্রচলিত অর্থে ৯৫১ শকে জন্ম-গ্রহণ করিয়া তাহার বহুপূর্ব্বে ৮৬৪ শকে আদিশূরের অভিষিক্ত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব ব্যাপার হইয়া পড়ে। আমরা বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সহিত একমত যে, বিপ্র-কুলকল্পলতার প্রতিলিপিতে কেহ ভুল করিয়াছিলেন এবং লঘুভারতকার সেই ভ্রমপূর্ণ প্রতিলিপি দেখিয়াই কালনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া নিজেও প্রমাদগ্রস্ত হইয়া-ছিলেন (৬৪)।

(গ) লঘুভারত।

বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার বল্লালমোহমুদ্গরে বলেন যে, লঘুভারতের মতে ৪১৩০ কল্যব্দ গত হইলে আদিশূরের আবির্ভাব হয় (৬৫)। ৪১৩০ কল্যব্দ হইতেছে ১০৮৬ সম্বত বা ৯৫১ শক। বিচার্য্য এই যে, লঘুভারতে সহসা আদিশূরের জন্মকাল বা রাজ্যকাল, যাহাই হোক না

কেন, কল্যব্দ ধরিয়া গণিত হইল কেন? আমাদের অনুমান হয় যে, বিপ্রকুলকল্পলতার ভ্রান্ত প্রতিলিপি দেখিয়া ৯৫১ সংখ্যাকে শকবাচক ধরিয়া তাহাকেই দৃঢ়নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য কল্যব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি দেখিলেন না যে, ৯৫১ সংখ্যাকে শকবাচক ধরিলে আদিশূর এবং আদিশূর হইতে তাঁহারই গ্রন্থোক্ত নবম পুরুষ বল্লালসেনের (৬৬) স্বরচিত গ্রন্থ দানসাগরের লিখনানুযায়ী ১০৯১ শকে আবির্ভাব, এই উভয় কালের মধ্যে ব্যবধান হয় মোটে ১৪০ বৎসর, অর্থাৎ প্রতি পুরুষে মাত্র ১৫ বৎসর—বলাই বাহুল্য যে এই অল্পকালের ব্যবধান নিতান্ত অসঙ্গত।

(ভ) প্রেমবিলাস।

প্রেমবিলাস নামক বৈষ্ণবমান্য গ্রন্থের মতে ৯৫৪ শকাব্দে ক্ষিতীশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আসেন (৬৭)। এই শ্লোকটী স্পষ্ট প্রক্ষিপ্ত বলিয়া আমাদের মনে হয়। সমগ্র গ্রন্থে বহুবিধ ঘটনার উল্লেখ আছে; এবং অনেক ঘটনা কোন্ মাসে কোন্ তিথিতে হইয়াছে,

ছিল তাহার উল্লেখ আছে; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, সমগ্র গ্রন্থে এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমন ভিন্ন অপর কোন্ ঘটনা কোন্ বৎসরে ঘটিয়াছিল তাহার উল্লেখ নাই। সকল ছাড়িয়া পঞ্চব্রাহ্মণের আগমন উপলক্ষেই বৎসর উল্লেখের কি প্রয়োজন পড়িয়াছিল, বুঝিতে পারিলাম না। পঞ্চব্রাহ্মণের আগমন হইল, রাজা কর্ত্তৃক তাঁহাদের চরণবন্দনা হইল; এবং পরেই যজ্ঞের আগে রাণীর দ্বারা চান্দ্রায়ণ-ব্রত করাইবার কথা আসিল, আর ঠিক তাহারই মধ্যস্থলে পঞ্চব্রাহ্মণের আগমন-বৎসর উল্লেখের তো কোনই কারণ দেখা যায় না (৬৮)। বৎসর উল্লেখ করা যদি গ্রন্থকার আবশ্যকই মনে করিতেন, তবে তিনি বীরসিংহ কর্ত্তৃক পঞ্চব্রাহ্মণ পাঠাইবার বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গেই তাহা করিতেন। আর, যদি শ্লোকটীকে প্রক্ষিপ্ত নয় বলিয়া ধরা হয়, তবে আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি যে, খুব সম্ভবত কোন ভ্রমপূর্ণ পুঁথি দেখিয়া "শকাব্দের" শব্দ বসাইয়াছেন; অথবা প্রতিলিপি করিবার সময় "শতাব্দের" স্থলে "শকাব্দের" লেখ হইয়া গিয়াছে। "শতাব্দের"

ধরিয়া ৯৫৪ সম্বতে ক্ষিতীশ প্রভৃতির আগমন ধরিলে সুন্দর বিষয়সঙ্গতিও হয় এবং এই কথার প্রারম্ভে কথিত আমাদের সিদ্ধান্তের সহিত সুন্দর মিল হয়।

(থ) রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের আদিবংশ।

৺শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার "রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের আদিবংশ" পুস্তিকায় "আদিশূর রাজার রাজত্বের সময় শকাব্দা ৯৫৪ হইতে ৯৯৯ পর্য্যন্ত" বলিয়াছেন (৬৯)। তিনি ইহার সমর্থনে কোন যুক্তিপ্রমাণ দেন নাই।

এই পর্য্যন্ত আমরা ১৭টী মত আলোচনা করিয়া আসিলাম। আলোচনার ফলে আমাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর হইয়াছে যে, রাজা আদিশূরের ইতিহাসই হইল বঙ্গদেশের সম্বত দশম শতাব্দীর ইতিহাস। আদিশূর সমস্ত দশম শতাব্দীর অনেক অংশই বঙ্গদেশ ও গৌড়রাজ্যের অধীশ্বররূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আদিশূর ও ভট্টনারায়ণ-গ্রন্থে আদিশূরের কাল সম্বন্ধে মতামত বিষয়ক চতুর্থ কথা সমাপ্ত।

পঞ্চম কথা—আদিশূরের কালনির্ণয়।

৩৮। আমাদের সিদ্ধান্ত পুনরুক্ত।

চতুর্থ কথার প্রথমেই আমরা আমাদের এই সিদ্ধান্ত উল্লেখ করিয়াছি যে, রাজা আদিশূর সম্ভবত ৯১৮ সম্বতে (৮৬১ খৃষ্টাব্দে বা ৭৮৩ শকে) জন্মগ্রহণ করিয়া ৯৩৪ সম্বতে (৮৭৭ খৃষ্টাব্দে বা ৭৯৯ শকে) বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১০০৯ সম্বত (৯৫২ খৃষ্টাব্দ বা ৮৭৪ শক) পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া দেহত্যাগ করেন। এই কালনির্ণয়ের সুবিধার জন্য আমরা শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ প্রণীত গৌড়রাজমালা হইতে কয়েকটী সমসাময়িক ঘটনা উল্লেখ করিব। "অমোঘবর্ষ ৮১৭ হইতে ৮৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাষ্ট্রকূট সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে" (৭০)। রাষ্ট্রকূট পরবলের রাজত্বকাল সম্বৎ ৯১৭ বা ৮৬১ খৃষ্টাব্দ (৭১)। গৌড়াধিপতি গোপাল-পুত্র ধর্ম্মপাল এবং পরবল প্রায় সমবয়স্ক

ছিলেন ; এবং ধর্ম্মপাল পরবলদুহিতা রন্নাদেবীর পাণি-গ্রহণ করেন (৭২)। খৃষ্টীয় "দশম শতাব্দের প্রারম্ভে (ধর্ম্মপালপুত্র) দেবপালের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে গৌড়-রাজ্যের উন্নতির যুগের অবসান হইয়াছিল। প্রায় একই সময়ে [৯০৭ হইতে ৯১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে] মিহির-ভোজের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী মহেন্দ্রপালের মৃত্যুতে প্রতিযোগী কান্যকুব্জরাজ্যেরও অধঃপতনের সূচনা হইয়াছিল" (৭৩)। "প্রতিহাররাজ (কান্যকুব্জ-রাজ ?) মহেন্দ্রপালের পুত্র মহীপাল বা ক্ষিতি-পালকে (?) এবং ক্ষিতিপালের উত্তরাধিকারী দেব-পালকে আত্মরক্ষার জন্য চন্দেল্ল-রাজগণের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিতে হইয়াছিল। চন্দেল্লরাজ যশো-বর্ম্মার ১০১১ সম্বতে (৯৫৪ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ খাজু-রাহের একখানি শিলালিপি হইতে জানা যায়—"যশো-বর্ম্মার পিতা হর্ষদেবের সহায়তায়, সিংহাসনচ্যুত ক্ষিতি-পাল কান্যকুব্জসিংহাসন-পুনরুদ্ধারে সমর্থ হইয়া-ছিলেন" (৭৪)। আদিশূরের মৃত্যুর ২৭ বৎসর পরে অর্থাৎ ১০৩৬ সম্বতে বা ৯৮০ খৃষ্টাব্দে বা ৯০১ শকে

সবুক্তগিন গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন (৭৫)। বলা বাহুল্য, আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা সম্পূর্ণ নির্ভুল না হইতে পারে; কিন্তু কুলগ্রন্থের যে সকল উক্তি বিভিন্নগ্রন্থে উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছে, সেইগুলি যথাসম্ভব নিরপেক্ষ আলোচনা করিয়া উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, এ কথা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

(দ) সম্বন্ধনির্ণয়।

সম্বন্ধনির্ণয়কার সুপণ্ডিত ৺লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় রাজা আদিশূরের রাজ্যকাল ধরিয়াছেন ৯০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৯৫২ খৃষ্টাব্দ অথবা ৯৫৭ সম্বত হইতে ১০০৯ সম্বত পর্য্যন্ত (৭৬)। আমরা ঠিক জানি না, তাঁহার এই সিদ্ধান্তের মূল কি। কিন্তু তিনি তাঁহার গ্রন্থোক্ত প্রত্যেক বিষয়ে যে প্রকার সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মত অর্বাচীনের ন্যায় সহসা উপেক্ষা করা চলে না। তিনি আদিশূরের রাজত্বের শেষ বৎসর ধরিয়াছেন ১০০৯ সম্বত; ঠিক ১০০৯ সম্বত না হইলেও উহারই যে কাছাকাছি হইবে

তাহা আমরা নিঃসন্দেহে ধরিতে পারি। আর, ৯৫৭ সম্বতে না হইলেও উহারই কাছাকাছি যে রাজ্যলাভ-সংক্রান্ত কোন একটা বিশেষ অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহা সহজেই ধরা যাইতে পারে। আমরাও দেখি যে, অনেকগুলি কুলগ্রন্থে ৯৫৪ শকাব্দে ক্ষিতীশপ্রমুখ পঞ্চ-ব্রাহ্মণের কোন যজ্ঞোপলক্ষে আগমন উল্লিখিত আছে; এবং পূর্ব্ববর্ত্তী কথার আলোচনা করিয়াও দেখিয়াছি যে "শকাব্দে"র স্থলে "শতাব্দে" শব্দেরই ব্যবহার সঙ্গত এবং উহার অর্থে "সম্বত"ই ধরিতে হইবে। ইহা ধরিলে ৯৫৭ সম্বতের কাছাকাছি যে আদিশূরের রাজ্য-লাভ সংক্রান্ত একটা কোন বিশেষ অনুষ্ঠান হইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে হয়।

৩১। আদিশূর ও আইন আকবরি।

আইন-ই-আকবরিতে দেখি যে, আদিশূর ৭৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন (৭৭)। বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা এই ইতিহাসলিখিত কথা অস্বীকার করিতে পারি না। সম্বন্ধনির্ণয় এবং আইন-আকবরি মিলাইয়া বিচার করিলে দাঁড়ায় এই যে, আদিশূর

৯৩৪ সম্বতে (১০০৯-৭৫) সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। অনুমান হয় যে, যৌবনে পদার্পণ করিতে না করিতে আনুমানিক ষোড়শ বৎসর বয়সে তিনি রাজা হন। সুতরাং তাঁহার জন্ম আন্দাজ ৯১৮ সম্বতে হয়। তাঁহার জন্ম বা রাজ্যকাল যাহাই হৌক না কেন, তিনি যে ৯৯৯ সম্বতে পুত্রেষ্টি-যজ্ঞের জন্য ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি পঞ্চব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, অর্থাৎ ঐ সময় যে আদিশূরের শেষ জীবন, বিদ্যানিধি মহাশয় তাহা নানা প্রকারে সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বল্লালমোহমুদ্গরে পণ্ডিতপ্রবর ৺উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ও তাঁহার এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন। আমরাও যে নিরপেক্ষ আলোচনার ফলে ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

৪০। চৈতন্যদেব ও স্মার্ত্ত রঘুনন্দন।

চৈতন্যদেব ১৪০৭ শকে ভূমিষ্ঠ হইয়া ১৪৫৬ শকে তিরোহিত হন (৭৮)। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন চৈতন্যদেবের সহাধ্যায়ী ছিলেন (৭৯)। ভট্টনারায়ণকে ছাড়িয়া রঘুনন্দন পর্য্যন্ত ১৮ পুরুষ (৮০)। ভট্টনারায়ণ

প্রভৃতির আগমন কাল ৯৯৯ সম্বতে বা ৮৬৪ শকে ধরিলে ১৮ পুরুষে ৫৪৩ বৎসর অর্থাৎ প্রতি এক পুরুষে গড়ে ৩০ বৎসর দাঁড়ায়। ঐতিহাসিকগণ অনেক আলোচনার পর মানবজীবন প্রতি এক পুরুষে গড়ে ৩০ বৎসর হওয়াই সম্ভব বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সেকালের লোকদিগের দীর্ঘায়ু বিবেচনা করিলে প্রতি এক পুরুষের আয়ু উহার কম তো কিছুতেই ধরা যায় না। কাজেই এদিক দিয়া দেখিলে ৯৯৯ সম্বতেই ভট্টনারায়ণ প্রভৃতির আগমন বা আদিশূরের জীবনের শেষাশেষি ধরিতে হয়।

৪১। বল্লালসেন ও মহেশ্বর বন্দ্য।

কুলগ্রন্থে দেখা যায় যে, কৌলীন্যপ্রবর্ত্তক বল্লালসেন এবং আদিকুলীন মহেশ্বর বন্দ্য সমকালবর্ত্তী (৮১) উভয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক বৈদ্যের পৌরোহিত্যত্যাগ লইয়া তর্কবিতর্ক হয় (৮২)। বল্লালসেন তাঁহার জীবনের শেষভাগে ১০৯১ শকে "দানসাগর" গ্রন্থ রচনা করেন, ইহা তিনি উক্ত গ্রন্থের শেষে লিখিয়া গিয়াছেন (৮৩)। ভট্টনারায়ণ হইতে মহেশ্বর বন্দ্য অধস্তন

দশম পুরুষ (৮৪) ; ইহাঁদের উভয়ের মধ্যে আটপুরুষের, প্রতি এক পুরুষে ৩০ বৎসর ধরিলে, ২৪০ বৎসরের ব্যবধান হওয়া উচিত। ৯৯৯ সম্বতে বা ৮৬৪ শকে ভট্টনারায়ণ প্রভৃতির আগমন ধরিলে ১০৯১ শক পর্য্যন্ত ২২৭ বৎসরের ব্যববধান হয়—২৪০ বৎসর পূর্ণ হইতে মোটে ১৩ বৎসর থাকে—আড়াইশত বৎসরের গণনায় ১৩ বৎসরের পার্থক্য নিশ্চয়ই অকিঞ্চিৎকর। অপর-দিকে, আদিশূর হইতে বল্লালসেনও অধস্তন অষ্টমপুরুষে জাত বলিযা কুলগ্রন্থে উল্লিখিত দেখি (৮৫)। ইহা দ্বারাও উভয়ের মধ্যে ন্যূনাধিক ২৪০ বৎসরের ব্যবধান সমর্থিত হয়। লঘুভারতের উক্তির প্রণালী দেখিলে বল্লালসেনের জন্মদাতা পিতার বিষয়ে সন্দেহ থাকিলেও আদিশূর ও বল্লালসেনের মধ্যে আটপুরুষের ব্যবধানের কথা অস্বীকার করা যায় না। এইরূপে মহেশ্বর বন্দ্যের দিক হইতে যেমন দেখা গেল যে, আদিশূর ৮৬৪ শক বা ৯৯৯ সম্বতের কাছাকাছি বর্ত্তমান ছিলেন, সেইরূপ বল্লালসেনের দিক হইতেও ঐ একই সময়ে আদিশূরের আবির্ভাব দেখিতে পাই।

৪২। কুলগ্রন্থ রচনাকালে সম্বতই সমধিক প্রচলিত ছিল।

ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়া আসিযাছি, কুলগ্রন্থসমূহে "শাক" শব্দ সাধারণত "বৎসর" অর্থে ব্যবহৃত হইযাছে; যেখানে শকাব্দ বুঝাইবার প্রয়োজন পড়িযাছে, সেখানে হয় স্পষ্টত "শকাব্দ" শব্দ অথবা "শাক অব্দ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। আমাদের অনুমান হয যে, কুলগ্রন্থকারদিগের মধ্যে "সম্বত"ই সমধিক প্রচলিত ছিল। বাঙ্গালাব ইতিহাসে দেখা যায় যে, পূর্ব্বে বিবিধ সম্বত প্রচলিত ছিল—গুপ্ত সম্বত, বিক্রম সম্বত (৮৬), বল্লভী সম্বত (৮৭), হর্ষ সম্বত (৮৮) ইত্যাদি। "মালবগণস্থিতি হইতে গণিত অব্দই বিক্রম সম্বত নামে পরিচয় লাভ করিয়াছে (৮৯)। ৭০৫ শকে (৮৪০ সম্বতে) গুর্জ্জরের প্রতিহারবংশীয় রাজা বৎসরাজ বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন (৯০)। সেই অবধি অন্যান্য দেশের তাম্রশাসন প্রভৃতিতে শকাব্দেরই সমধিক উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু কান্যকুব্জ এবং তৎসংশ্লিষ্ট বঙ্গ প্রভৃতি দেশে বহুকাল পর্য্যন্ত বিক্রম সম্বতেরই প্রচলন প্রবল ছিল বলিয়া অনুমান হয়;

ঐ সকল দেশ হইতে সম্বতের প্রচলন সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইতে দেখা যায় না।" বল্লালসেনের কাল অবধি, যে কারণেই হৌক, শকাব্দের প্রচলন কিছু অধিক দেখা যায়।

(খ) মুলো পঞ্চানন।

আমরা দেখি যে, সম্বন্ধনির্ণয়কার বিদ্যানিধি মহাশয় পঞ্চব্রাহ্মণের ৯৯৯ সম্বতে বঙ্গে আগমন সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, গোষ্ঠীকথা প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ কুলগ্রন্থরচয়িতা মুলো পঞ্চাননের কারিকায় সেই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সমর্থিত হইয়াছে। মুলো পঞ্চানন খুব স্পষ্ট কথায় বলিয়া দিয়াছেন যে, ৯৯৯ সম্বতের মাঘ মাসে শুক্লপক্ষের পুষ্যানক্ষত্রে পঞ্চব্রাহ্মণ আসেন (৯১)। অনুমান হয় যে, মুলো পঞ্চাননের সময়ে এই তর্ক উঠিয়াছিল যে, ৯৯৯ সম্বতেই না হয় পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা কোন্ সম্বত? আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়া আসিয়াছি যে, পূর্ব্বে কয়েকবিধ অব্দ প্রচলিত ছিল।

৪০। সম্বতের অর্থ কি ?

তবে কি "শাক" শব্দের ন্যায় "সম্বত" শব্দও "শাক" শব্দ বহুল প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে সাধারণত বৎসর অর্থে ব্যবহৃত হইত ? কিছু অসম্ভব নয়। যাই হোক, সেই তর্কের সমাধান করিবার জন্য মুলোপঞ্চানন স্পষ্ট বলিয়া দিলেন যে, 'ভারতে (অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্তে) যুধিষ্ঠিরাব্দ ধরিয়াই গণনা প্রচলিত বটে' (৯২), কিন্তু কাশী অঞ্চল ও বঙ্গদেশের মধ্যে সময়ের পার্থক্য থাকায় তিনি যে ৯৯৯ সম্বতের কথা বলিয়াছেন, তাহা বিক্রম সম্বত (৯৩), অন্য কোন সম্বত বা শকাব্দ নহে। ধ্রুবা-নন্দ মিশ্রের কুলগ্রন্থেও মুলো পঞ্চাননের এই সিদ্ধান্তই খুব স্পষ্টরূপে সমর্থিত হইয়াছে (৯৪)।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আদিশূর ও
ভট্টনারায়ণ-গ্রন্থে আদিশূরের কালনির্ণয়
বিষয়ক পঞ্চম কথা সমাপ্ত।

ষষ্ঠ কথা—তাম্রশাসন ও শিলালিপি।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত কুলগ্রন্থসমূহের উক্তি অবলম্বনেই আমরা আলোচনা করিয়া দেখিলাম যে, সম্ভবত দশম শতাব্দীর প্রায় তিন-চতুর্থ অংশ ব্যাপিয়া আদিশূর রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং ঐ শতাব্দীর শেষভাগে অন্তত একবার পঞ্চব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ অঞ্চল হইতে বঙ্গদেশে আনাইয়াছিলেন। এবারে দুইখানি প্রস্তরস্তম্ভে উৎকীর্ণ শ্লোকের ভিত্তিতে ঐতিহাসিক-ধুরন্ধর শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় এবং শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহোদয়দ্বয় যে সময়কে আদিশূরের কাল বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহারই সম্বন্ধে সসঙ্কোচে দুই চারি কথা বলিয়া আমরা এই "কথার" উপসংহার করিব।

৪০। ভবদেব ভট্টের কুলপ্রশস্তি।

"উড়িষ্যায় সুপ্রসিদ্ধ ভুবনেশ্বর-মন্দিরের সিংহদ্বারের অনতিদূরে দক্ষিণদিকে পুণ্যসলিল বিন্দুসাগরের তটে

অনন্তবাসুদেবের মন্দির অবস্থিত। এই শৈলময় সুবৃহৎ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষেই ভবদেব ভট্টের আলোচ্য কুলপ্রশস্তি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। * * * ভবদেব এই অনন্তবাসুদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলে তাঁহার মিত্র বাচস্পতি মিশ্র ভবদেবের· মাহাত্ম্যপ্রকাশার্থ এই কুলপ্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন" (৯৫)। উক্ত প্রশস্তিতে এই কয়েকটী পংক্তি আছে—(ক) "সাবর্ণ-মুনির সুমহান্ বংশে যে সকল শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের সন্তানসন্ততিগণ রাজপ্রদত্ত একশত-খানি গ্রামে বাস করিতেন। তন্মধ্যে আর্য্যাবর্ত্ত-ভূমির ভূষণস্বরূপ সিদ্ধল গ্রামই সমস্ত গ্রামের শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়া রাঢ়াশ্রীর অলঙ্কার-রূপে বর্ত্তমান।৩।" * * * (খ) "তিনি গৌড়াধি-পতির নিকট শ্রীহস্তিনী নামে একটী অতি মনোমত শাসন (গ্রাম) প্রাপ্ত হন।৭।" * * * (গ) "তিনি বন্দ্যঘটীকুলোদ্ভব জনৈক ব্রাহ্মণের বন্দনীয়া সংযতা কন্যা অঙ্গনাশ্রেষ্ঠ সাঙ্গকার পাণিগ্রহণ করেন। ১৩।"(৯৬)

৪৫। আদিশূর ও ভবদেবপ্রশস্তি।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ তাঁহার গৌড়রাজমালায় বলেন (৯৭)—"ভুবনেশ্বরের প্রশস্তিতে উল্লিখিত ভট্ট-ভবদেবের বংশবৃত্তান্তের সহিত আদিশূর কর্তৃক ব্রাহ্মণা-নয়ন বৃত্তান্তের সামঞ্জস্য অসম্ভব"। ইহার যে কারণ দিয়াছেন, তাহা যুক্তিসহ মনে হয় না। তিনি বলেন—"ভবদেব সাবর্ণগোত্রীয়, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ সিদ্দলগ্রাম-বাসী, এবং তাঁহার জননী বন্দ্যঘটীবংশীয় ছিলেন। সুতরাং ভবদেব যে রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তদ্বিষয়ে আর সংশয় হইতে পারে না" (৯৮)। আমাদের কিন্তু খুবই সংশয় আছে যে, যেহেতু ভবদেব সাবর্ণগোত্রীয় এবং রাঢ়দেশে তাঁহার বাস ছিল, এবং যেহেতু তাঁহার জননী বন্দ্যঘটীয় ব্রাহ্মণের কন্যা ছিলেন, অতএব তাঁহাকে রাঢ়ী বলিয়া ধরিতেই হইবে। আদিশূর যে পঞ্চগোত্রের ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, সেই পঞ্চগোত্রের মধ্যে কোন গোত্রের কোন ব্রাহ্মণ ইতিপূর্ব্বে বঙ্গে ছিলেন না, এই প্রকার অনুমানই ঐপ্রকার সংশয়ের মূল। কিন্তু ঐ অনুমান যুক্তিসহ নয়। আমরা দেখি

যে, পঞ্চব্রাহ্মণ আসিবার বহুপূর্ব্বাবধি বৈদিকশ্রেণীর যে সকল ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে বাস করিতেছিলেন, তাঁহাদেরও মধ্যে অন্যান্য গোত্রের সঙ্গে শাণ্ডিল্য প্রভৃতি পঞ্চ-গোত্রেরই অস্তিত্ব ছিল (৯৯)। তারপর, ভবদেবভট্টের জননী না হয় বন্দ্যঘটীয় ব্রাহ্মণের কন্যা ছিলেন—তাহা দ্বারা, আদিশূরের পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন ঘটে নাই, সে কথা "প্রশস্তি" হইবে কিরূপে, তাহা বুঝিলাম না। বন্দ্য-ঘটী একটী গ্রামের নাম—সেই গ্রাম ভট্টনারায়ণপুত্র আদিবরাহ পাইবার পূর্ব্বে ছিল এবং সম্ভবত সেই গ্রামে ভবদেবভট্টের শ্বশুরের ন্যায় আরও অনেক ঘর ব্রাহ্মণ বসবাস করিতেন। তাই প্রশস্তিতে বলা হইয়াছে যে, ভবদেবজননী "বন্দ্যঘটীয়" অর্থাৎ বন্দ্যঘটী গ্রামনিবাসী এক ব্রাহ্মণের কন্যা ছিলেন। কিন্তু ভট্টনারায়ণের পুত্র আদিবরাহ সেই বন্দ্যঘটী গ্রামের উপর সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হইয়া তাহার "গ্রামীণ" বা অধিকারী হইয়াছিলেন। আমরা প্রশস্তির উক্তি ও আদিশূর কর্ত্তৃক পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়নের মধ্যে কোনই বিরোধ দেখিতে পাই নাই।

৪৬। দিনাজপুর রাজবাড়ীতে প্রস্তরস্তম্ভ।

এইবারে আমরা দ্বিতীয় শিলালিপির কথা বলিতেছি। গৌড়রাজমালা-প্রণেতা শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ দিনাজপুর রাজবাড়ীর উদ্যানে পরিরক্ষিত একটী প্রস্তরস্তম্ভের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বহুপূর্ব্বে লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয়ও তাঁহার সম্বন্ধনির্ণয়ে বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন "পালবংশীয়দিগের পরেই বঙ্গে কাম্বোজবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ রাজত্ব করেন। তাঁহাদিগের একজন গৌড়ের রাজধানী দিনাজপুরের অন্তর্গত বাণরাজার বাটীতে (এক্ষণে থানা গঙ্গারামপুরের অধীন অরণ্যবিশেষ) বিরূপাক্ষের মন্দির প্রস্তুত করান। মন্দিরটী প্রস্তরময়। ঐ মন্দিরের একটী প্রস্তরস্তম্ভ দিনাজপুরের রাজবাটীতে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে" (১০৩)। এই প্রস্তরস্তম্ভের পাদদেশে উৎকীর্ণ শ্লোক হইতে বিদ্যানিধি মহাশয় স্থির করিয়াছেন যে ৮৮৮ সম্বতে, কিন্তু রমাপ্রসাদ বাবু স্থির করিয়াছেন যে ৮৮৮ শকাব্দে কাম্বোজগণ গৌড় অধিকার করিয়াছিল। কেবল এইটুকু বলিলে আমা-

দের কোনই কথা বলিবার ছিল না। কিন্তু অক্ষয়বাবু ও রমাপ্রসাদ বাবু উভয়ে মিলিয়া দিনাজপুরে প্রাপ্ত একটী তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ শ্লোকের সহিত পূর্ব্বোক্ত স্তম্ভে লিখিত শ্লোক মিলাইয়া তাহার ভিত্তিতে আদি-শূরের যে কালনির্ণয় করিয়াছেন, তাহা আমাদের সঙ্গত বোধ হয় না।

৪৭। প্রস্তরস্তম্ভের শ্লোক।

উক্ত প্রস্তরস্তম্ভে উৎকীর্ণ শ্লোকে আছে যে, "কাম্বোজবংশীয় গৌড়পতি কর্ত্তৃক ৮৮৮ "বর্ষে" এই শিব-মন্দির নির্ম্মিত হইল'(১০১)। এই শ্লোকে"কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ" শব্দ আছে। রমাপ্রসাদ বাবু বলেন যে, এই শ্লোক সম্বন্ধে "রাজেন্দ্রলাল ও ভাণ্ডারকরের মধ্যে যে যে বিষয়ে মতভেদ হইয়াছিল, তন্মধ্যে 'কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ' পদের কথাই উল্লেখযোগ্য। 'কুঞ্জর' অর্থে ৮ এবং 'কুঞ্জরঘটা' অর্থে ৮৮৮। 'কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ' পদে [পাণি-নির ২।৩।৬ সূত্র অনুসারে] ক্রিয়াপরিসমাপ্তি অর্থে কালবাচক শব্দের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে।

'কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ' পদের ইহাই সহজ অর্থ" (১০২)। রমাপ্রসাদ বাবু বলেন যে, এই শিলালিপির "অক্ষরের বিচার করিলে, এবং লিপির প্রাপ্তিস্থানের, বা বরেন্দ্র-ভূমির পূর্ব্বাপর ইতিহাসের আলোচনা করিলেও, ৮৮৮ শকাব্দ [৯৬৬ খৃষ্টাব্দই] "কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতি"র আবির্ভাবকাল বলিয়া প্রতীয়মান হয় (১০৩)।

৪৮। তাম্রশাসন-কথা।

এই শিলালিপির সহিত অক্ষয় বাবু যে তাম্রশাসনের লিপি মিলাইয়া ৮৮৮ শকে বা ৯৬৬ খৃষ্টাব্দে কাম্বোজ বংশীয় গৌড়পতির আবির্ভাব বলিয়া আদিশূরের অস্তিত্বে। স্বভাবতই সন্দেহ আনয়ন করিয়াছেন, সেই তাম্রশাসন সম্বন্ধে তিনি বলেন—"শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে [১৮০৬ খৃষ্টাব্দে বরেন্দ্রমণ্ডলের অন্তর্গত দিনাজপুর জেলায় আমগাছী গ্রামে] আবিষ্কৃত তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের তাম্রশাসনের একটী শ্লোকে তাহা (গৌড়রাজমালার প্রথম ভাগে উল্লিখিত বিপুল বিপ্লবের কথা) সূচিত থাকিলেও, অক্ষরবিলোপের অত্যাচারে, অনেকদিন

পর্য্যন্ত তাহার সম্পূর্ণ পাঠ উদ্ধৃত হইতে পারে নাই। এই শ্লোকটী নবম নরপাল মহীপালদেবের [বরেন্দ্রমণ্ডলের অন্তর্গত দিনাজপুর জেলায় বাণগড়ে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনেও উৎকীর্ণ থাকায় উত্তরকালে ইহার প্রকৃত পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছিল (১০৪)। * * * ইহাতে জানিতে পারা গিয়াছিল—মহীপালদেবের পিতৃরাজ্য "অনধিকারী" কর্ত্তৃক বিলুপ্ত হইয়াছিল, এবং তিনি তাহা পুনরায় বাহুবলে লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই অনধিকারী কে,—তাহা অপরিজ্ঞাত ছিল" (১০৫) কিন্তু অক্ষয় বাবুর অনুমোদনে রমাপ্রসাদ বাবু বলেন যে "তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে কর্ণাটরাজকুমার বিক্রমাদিত্যের সহিত বল্লালসেনের পূর্ব্বপুরুষের গৌড়ে আগমনকালের সহিত ঠিকঠাক মিলিয়া যায়" (১০৬)। তাঁহাদের সিদ্ধান্তের পরিপোষক হয় বলিয়া অক্ষয়বাবু ও রমাপ্রসাদ বাবু ৮৮৮ "বর্ষ"কে ৮৮৮ "শকাব্দ" বলিতে চান এবং ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, তাম্রফলকোক্ত মহীপাল কর্ত্তৃক প্রস্তরফলকোক্ত কাম্বোজবংশীয় গৌড়পতির হস্ত হইতেই গৌড়রাজ্য পুনরধিকার করেন (১০৭)।

ইহারই ভিত্তিতে তাঁহারা উভয়ে আদিশূরের ব্রাহ্মণ আনয়নের কথা যদি প্রকৃত হয়, তবে সেই ঘটনাকে অর্থাৎ আদিশূরের রাজ্যকালকে ৯৫৪ শকাব্দ (১০৮৯ সম্বত বা ১০৩২ খৃষ্টাব্দ) হইতে ৯৮২ শকাব্দের (১১১৭ সম্বত বা ১০৬০ খৃষ্টাব্দের) মধ্যবর্ত্তী বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন (১০৮)।

৪৯। আমাদের মতে "৮৮৮ বর্ষ" = ৮৮৮ সম্বত।

দুঃখের বিষয়, এক্ষেত্রেও উক্ত দুইজন ঐতিহাসিক-প্রবরের সহিত আমি একমত হইতে পারিলাম না। প্রস্তরফলকের শ্লোকস্থ ৮৮৮ "বর্ষ"কে আমরা ৮৮৮ "সম্বত" ধরিতে চাই। ৮৮৮ সম্বত হইতেছে ৭৫৩ শক বা ৮৩১ খৃষ্টাব্দ। লিপির অক্ষরবিচার বা প্রাপ্তি-স্থানের বিচার করিবার অধিকার আমরা রাখি না বটে, কিন্তু গৌড়রাজমালাই বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া আমাদের অনুমান হয় যে, ইহারই সমসময়ে বঙ্গদেশে অরাজকতার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল (১০৯)। সম্ভবত এই অরাজকতার সূত্রেই কাম্বোজবংশীয় বা তিব্বতীয়-

গণ গৌড়রাজ্য অধিকার করিয়াছিল। "কাম্বোজা-ন্বয়জ" অর্থে "কাম্বোজ" দেশীয় বা জাতীয় লোকের বংশসম্ভূত। ফরাসীপণ্ডিত ফুষে লিখিয়াছেন— নেপালে প্রচলিত কিম্বদন্তী অনুসারে, তিব্বতদেশেরই নামান্তর "কাম্বোজ-দেশ"। সুতরাং "কাম্বোজান্বয়জ" গৌড়পতি তিব্বত বা তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ হইতে আসিযা, বরেন্দ্র জয় করিয়া, বরেন্দ্রী বা বরেন্দ্রের নামান্তর গৌড়ের নামানুসারে গৌড়পতি উপাধি গ্রহণ করিযাছিলেন, এইরূপই মনে করিতে হয় (১১০)।

৫০। পালবংশীয় ধর্ম্মপাল ও কাম্বোজ।

সম্ভবত তিব্বতীয়গণ গৌড়রাজ্য অধিককাল হস্তগত রাখিতে পারে নাই। পালবংশীয় অন্যতর পরাক্রান্ত নৃপতি ধর্ম্মপালের রাজত্বকাল ৮৭২ সম্বত হইতে ৯৩৬ সম্বত পর্য্যন্ত (৮১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বা ৭৩৭ শক হইতে ৮০১ শক পর্য্যন্ত) (১১১)।

আমাদের অনুমান এই যে, এই ধর্ম্মপালই কাম্বোজ বা তিব্বতীয়দিগের হস্ত হইতে গৌড়রাজ্য কাড়িয়া

লয়েন (১১২)। আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি, সম্ভবত আদিশূর ৯১৮ সম্বতে জন্মগ্রহণ করিয়া ৯৩৪ সম্বতে সিংহাসন লাভ করেন। ৯৩৬ সম্বতে তাহা হইলে আদিশূরের বয়স হইল ১৮ বৎসর। ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপাল ৪৮ বৎসর রাজত্ব করেন (১১৩)। এই দেবপাল তাঁহার রাজত্বের অনেক সময়েই দিগ্বিজয়ে কাটাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। "পিতার বিলুপ্ত সাম্রাজ্যের উদ্ধারসাধনে প্রয়াসী হইয়া দেবপালকে ভারতের প্রধান প্রধান নরপালগণের সহিত বিরোধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল" (১১৪)। আমাদের অনুমান হয় যে, ৯৫৪ সম্বতের অর্থাৎ আদিশূরের ৩৬ বৎসর বয়সের কিছু পূর্ব্বেই তিনি দেবপালের অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার কোন প্রধান সেনানায়কের সহিত সংগ্রাম করিয়া গৌড়রাজ্যের সমগ্র না হউক, অন্তত অনেকটা দখল করিয়াছিলেন এবং সেইসূত্রে কোন বিরাট যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবার অভিপ্রায় করিয়া ক্ষিতীশ প্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণকে কান্যকুব্জ হইতে আনাইয়াছিলেন। সম্বন্ধনির্ণয়কারও শৈব, শাক্ত প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্র-

দায়ের আবির্ভাব-তিরোভাব আলোচনা করিয়া ৮৮৮ "বর্ষের" অর্থে ৮৮৮ "সম্বত"ই ধরিয়াছেন (১১৫)। লিপিকারের যদি শ্লোকে শকাব্দ বলাই অভিপ্রেত হইত, তবে তিনি "বর্ষেণ" শব্দের পরিবর্ত্তে শকবাচক কোন শব্দ প্রয়োগ করিতে পারিতেন না, তাহা আমরা মনে করি না।

৫১। "অনধিকারী" কে ?

তাম্রফলকে উৎকীর্ণ শ্লোকে যে "অনধিকারী" কর্ত্তৃক পালবংশীয় নৃপতিদিগের রাজ্য বিলুপ্ত হইবার কথা আছে, এবং যাহাদিগের হস্ত হইতে মহীপাল কর্ত্তৃক পুনরুদ্ধৃত হইবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সেই "অনধিকারী" কে ? অক্ষয়বাবু প্রভৃতির মতে উপ-রোক্ত কাম্বোজ গৌড়পতি ব্যতীত অপর কাহারও প্রতি এই "অনধিকারী" শব্দ প্রয়োগ করা সঙ্গত নহে (১১৬)। ইহাঁদের মত প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত কর্ত্তৃক এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইলেও আমি খুবই সসঙ্কোচে এই ইঙ্গিত করিতে সাহসী হইতেছি যে, এই "অনধিকারী"

কাম্বোজ গৌড়পতি নহে, কিন্তু আদিশূরেরই উত্তরাধিকারীগণ। আমরা অনুমান করি যে, যে "মগধপতি" ধর্ম্মপাল আদিশূরপুত্র ভূশূরকে গৌড়রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন (১১৭), "অনধিকারী" শব্দে আদিশূর এবং প্রকারান্তরে তাঁহার গৌড়রাজ্যের উত্তরাধিকারী এই ধর্ম্মপালই উদ্দিষ্ট হইযাছেন। কিন্তু এই ধর্ম্মপালকে পাছে কেহ পালবংশীয নৃপতি ধর্ম্মপাল মনে কবেন, তাই সম্ভবত প্রভেদ ও পার্থক্য বুঝাইবার জন্য মহীপাল তাঁহার নিজের সহিত সম্পূর্ণ আত্মীযতাসম্পর্ক-রহিত ও আদিশূরের উত্তরাধিকারী এই মগধপতি ধর্ম্মপালকে একেবারে "অনধিকারী" বলিযাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পালবংশীয় অন্যতর পরাক্রান্ত নৃপতি মহীপালদেবের নিশ্চযই ইহা বলিবার অধিকার ছিল যে, আদিশূর এবং পৈতৃকসূত্রে বা বলপ্রযোগসূত্রে তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ গৌড়রাজ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনধিকারী,—কারণ, গৌড়রাজ্য তো তৎপূর্ব্বে পালবংশীয়দিগেরই পৈত্রিক রাজ্য ছিল। শ্লোকের রচনাভঙ্গী দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, কাম্বোজ-

নৃপতির ন্যায় দুইদশ বৎসর নহে, কিন্তু আদিশূরের ন্যায কিছু দীর্ঘকাল ধরিয়া মহীপালদেবের পৈতৃক রাজ্য যাঁহারা স্বীয অধিকারে রাখিয়াছিলেন, মহীপাল তাঁহা-দিগকেই অনধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আদিশূর ও ভট্টনারায়ণ-
গ্রন্থে আদিশূরের তাম্রলিপি ও শিলালিপি
বিষয়ক ষষ্ঠ কথা সমাপ্ত।

সপ্তম কথা—আদিশূরের গৌড়বিজয়।

৫২। কুলগ্রন্থে আদিশূরের পরিচয় পাই।

এতদূর পর্য্যন্ত আমরা প্রধানত আদিশূরের কাল-সম্বন্ধীয় নানা মতামত আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছি যে, সম্ভবত আদিশূর ৯১৮ সম্বতে জন্মগ্রহণ করিয়া ৯৫৪ সম্বতের কাছাকাছি গৌড়দেশ জয়ের পর ক্ষিতীশপ্রমুখ ব্রাহ্মণগণকে আনাইয়া একটা কোন বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এবং তিনি জীবনের শেষভাগে ৯৯৯ সম্বতে ভট্টনারায়ণ প্রমুখ পঞ্চ ব্রাহ্মণকে আনাইয়া পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। এবারে দেখিব যে, কুলগ্রন্থে আদিশূরের নিজের সম্বন্ধে বিশেষ কি পরিচয় পাই। পরিচয় যে পাই, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কুলগ্রন্থসমূহ আলোচনা করিলে স্পষ্ট উপলব্ধ হয় যে, সম্বত দশম শতাব্দীতে আদিশূর নামে বঙ্গদেশের এক রাজা নিশ্চয়ই ছিলেন। যাঁহারা বলেন যে, আদিশূর নামে কেহ ছিলেনই না,

তাঁহাদের অন্তত এটুকু বোঝা উচিত যে, নানা আকারে যখন আমরা আদিশূরের পরিচয় পাইতেছি, তখন আদিশূরের অস্তিত্বই ছিল না বলা অত্যন্ত দুঃসাহসিকের কাজ।

৫০। আদিশূর অম্বষ্ঠ-বৈদ্য।

কুলগ্রন্থ আলোচনা করিয়া জানা যায় যে, আদিশূর ধন্বন্তরিগোত্রীয় (১১৮) অম্বষ্ঠ বৈদ্য ছিলেন (১১৯)। এই "অম্বষ্ঠ" শব্দ লইয়া ৺উমেশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার বল্লালমোহমুদ্গরে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। আমরাও তাঁহার যুক্তিতে সায় না দিয়া থাকিতে পারি না। তিনি বলেন যে, বঙ্গদেশে "অম্বষ্ঠ" ও "বৈদ্য" শব্দদ্বয় অভিন্নবাচী হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহারা বিভিন্নবাচী।

৫১। "অম্বষ্ঠ"শব্দ দেশবাচী।

"অম্বষ্ঠ" অর্থে একটী দেশ বুঝায়। বিষ্ণুপুরাণে দেশবর্ণনাসূত্রে লিখিত হইয়াছে—"হিমালয় প্রভৃতি

পর্ব্বতসম্ভব শতদ্রু প্রভৃতি * * * নদীর তীরদেশে এই সিন্ধু সৌবীর মদ্র অম্বষ্ঠ পারসীক প্রভৃতি দেশবাসী-গণ বাস করে ও ইহাদের জল পান করে, (১২০)। উমেশ বাবু পাণিনি ও কাত্যায়নের সাহায্যে সুন্দর-রূপে বুঝাইয়াছেন যে, "অম্বষ্ঠ" শব্দের অর্থে অম্বষ্ঠ দেশবাসীই বুঝাইবে (১২১)। মহাভারত সভাপর্ব্ব প্রভৃতি হইতেও তিনি নানা অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখা-ইয়াছেন যে, "অম্বষ্ঠ"শব্দ দেশবাচীই বটে, তবে প্রকরণসাহচর্য্যে সেই সেই স্থানে অম্বষ্ঠদেশীয় ক্ষত্রিয় বুঝাইয়াছে' (১২২)। উমেশ বাবু যদিও বলিয়াছেন যে, এই সকল উদ্ধৃত অংশে অম্বষ্ঠদেশীয় ক্ষত্রিয় বুঝাইতেছে, আমরা কিন্তু ঐগুলি ভালরূপ আলোচনা করিয়া বুঝিলাম না যে, প্রকরণসাহচর্য্যেও উহার মধ্যে ক্ষত্রিয় অর্থ কোথা হইতে আসে। যুদ্ধ হইতেছে, অতএব ঐ সকল উক্তিনির্দ্দিষ্ট দেশসমূহের অধিবাসী-রাই এই যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট, এই ভাবই প্রকাশ পাইতেছে। "ব্যাসদেব কিম্বা তাঁহার পিতা পরাশর বিষ্ণুপুরাণে যে অম্বষ্ঠ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, উহা তথায় প্রকরণ

সাহচর্য্য বশত চারিবর্ণের লোকেরই সংসূচনা করিয়াছে" (১২৩)। অম্বষ্ঠ পঞ্জাবের সন্নিহিত একটী দেশ বা জনপদ বলিয়াই আমাদের অনুমান হয়। ডাক্তার রাজেন্দ্র-লাল মিত্র তাঁহার Indo-Aryans গ্রন্থে বলেন যে, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অম্বষ্ঠ বলিয়া একটি দেশ ছিল এবং তাহার সমর্থনে বিষ্ণুপুরাণ, পাণিনি, মহাভারত ও নানা অভিধান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে কোন্ ভিত্তিতে অম্বষ্ঠবাসীমাত্রকেই ক্ষত্রিয় বলিলেন (১২৪) তাহা বুঝিলাম না। ৺উমেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় তাঁহার বল্লালমোহমুদ্গর গ্রন্থে এবিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করিয়া মিত্রমহোদয়ের ভ্রম সুব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন (১২৫)। সম্ভবত আদিশূরের বহু পূর্ব্বাবধি অম্বষ্ঠ দেশ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য আসিয়া কান্যকুব্জ, বঙ্গদেশ প্রভৃতি দক্ষিণাঞ্চলে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং প্রথম প্রতিষ্ঠাতা ধন্বন্তরিগোত্র হওয়ায় এবং সম্ভবত তাঁহার সঙ্গীয় লোক চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করাতেই তাঁহাদের বৈদ্য বলিয়াই খ্যাতি সমধিক বিস্তৃত হইল। অনুমান হয় যে, সম্ভবত আদিশূর পর্য্যন্ত তাঁহার

বংশে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য বা বৈদ্য বলিয়া বিচার করিবার কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই।

"বঙ্গদেশের অম্বষ্ঠ-শব্দ নিত্য বৈদ্যার্থবাচী।" মহামতি রঘুনন্দন, অম্বষ্ঠ শব্দ বৈদ্য জাতির বিনিময়ে প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। এদেশের জনসাধারণও তাহাই জানেন। প্রত্যেক কুলপঞ্জিকাতেই যে সেন-রাজগণ অম্বষ্ঠ শব্দে সূচিত হইয়াছেন, তাহারও হেতু উঁহারা বৈদ্য ছিলেন বলিয়াই (১২৬)।

৫৫। বঙ্গদেশে অম্বষ্ঠ বৈদ্য কেন?

বঙ্গদেশে অম্বষ্ঠদিগকে বৈদ্য ধরা হইল কেন, তাহার কারণ আমরা অনুমান করি এই যে, বঙ্গদেশে আদি-শূরের পূর্ব্বপুরুষ শালবান্ নামে এক ব্যক্তি আসিয়া অম্বষ্ঠদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বঙ্গদেশ অধিকার করেন, অথবা বঙ্গেশ্বরস্বরূপে সেই সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন (১২৭)। সেই সময়ে কুলগ্রন্থকারেরা দেখিলেন যে, তাঁহারা ধন্বন্তরিগোত্রীয়। ধন্বন্তরি যে মহা চিকিৎসক মহাবৈদ্য ছিলেন, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। কাজেই তাঁহারা সহজেই সেই অম্বষ্ঠ-

রাজ ও তাঁহার বংশধরদিগকে ধন্বন্তরিগোত্রীয়, সুতরাং বৈদ্যবংশীয় বলিযা স্থির করিলেন। তারপর অম্বষ্ঠ-রাজ ও তৎসম্পর্কীয় বা অম্বষ্ঠ নামের যে যেখানে ছিলেন, সকলেই বৈদ্য বলিয়াই সহজে পরিচিত হইতে লাগিলেন—"অম্বষ্ঠ" শব্দটী প্রয়োজনমত বিশেষণরূপে মাত্র ব্যবহৃত হইতে লাগিল।

৫৬। "আদিশূর" নাম কেন ?

অম্বষ্ঠবংশীয় বঙ্গাধিপতিগণের মধ্যে বংশপ্রতিষ্ঠাতা শালবানের পরে আদিশূর ধর্ম্মে, শৌর্য্যে, বীর্য্যে এবং বিদ্যোৎসাহিতা, ধর্ম্মানুগত ক্রিয়াকর্ম্ম প্রভৃতি প্রজা-রঞ্জক রাজোচিত গুণে যেরূপ শ্রেষ্ঠতা ও গৌরব লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ বা উত্তরাধিকারী, কেহই তাহা লাভ করিতে পারেন নাই। "এইজন্য তিনি "আদিশূর" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন", এবং কুলগ্রন্থে তিনি "প্রথম" অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। অনেকে "প্রথম" শব্দের আদি অর্থ করিয়া ভ্রমে পড়িয়াছেন। "আদি" অর্থ হইতে পারে না, কারণ তাঁহারই পূর্ব্ব-

পুরুষ বঙ্গদেশে অম্বষ্ঠবংশের প্রতিষ্ঠাতা শালবান নামে এক বঙ্গাধিপতি ছিলেন বলিয়া কুলগ্রন্থে স্পষ্ট উল্লেখ আছে দেখা যায় (১২৮)। কুলগ্রন্থের কোথাও এমন কথা নাই যে, আদিশূর বাহুবলে বঙ্গদেশ অধিকার করিয়া তাহার সর্ব্বপ্রথম বৈদ্যবংশীয রাজা হইযাছিলেন; কেবলমাত্র বলা আছে যে, তিনি বঙ্গ প্রভৃতি দেশে রাজা ছিলেন (১২৯)।

৫৭। গৌড়রাজ্য অধিকার।

কুলগ্রন্থে বঙ্গদেশ সম্বন্ধে আদিশূরের কেবলমাত্র রাজা থাকিবার কথা থাকিলেও, গৌড়রাজ্য সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, তিনি উহা বাহুবলে অধিকার করিযাছিলেন। বলিতে কি, তাঁহার গৌরবলাভের অন্যতর প্রধান কারণই হইল এই যে, তিনি পার্শ্ববর্ত্তী গৌড়াধিপতি পালবংশীয় পরাক্রান্ত নৃপতিগণকে পরাজিত করিয়া গৌড়রাজ্য অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন (১৩০)। ধনঞ্জয় স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, তিনি বঙ্গাধিপতি ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি নিজেও "স্বয়মপি" পালবংশীয় রাজাদের হস্ত হইতে গৌড়রাজ্য কাড়িয়া

লইযাছিলেন (১৩১)। আমরা আদিশূরের কালনির্ণয প্রসঙ্গে দেখিযা আসিযাছি যে, সম্ভবত ৯৫৪ সম্বতের কাছাকাছি আদিশূর পালবংশীয গৌড়াধিপ দেবপালের দিগ্বিজযযাত্রাকালে অবসর বুঝিযা গৌড়রাজ্য অধিকার করিযা লইযাছিলেন। তদানীন্তন বাঙ্গালার ইতিহাস আলোচনা করিলে বেশ বোঝা যায যে, আদিশূরের সমযে পাল-নৃপতিগণের অধীনে গৌড়রাজ্য শিল্পকলা প্রভৃতি নানা বিষযে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, এবং সেই কারণে গৌড়রাজ্যের প্রতি অনেকেরই লোলুপ দৃষ্টি পড়িযাছিল। তন্মধ্যে আদিশূরের ভাগ্যেই গৌড় অধিকারের গৌরবলাভ ঘটিযাছিল।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আদিশূর ও ভট্টনারায়ণ-গ্রন্থে আদিশূরের গৌড়বিজয় বিষয়ক

সপ্তম কথা সমাপ্ত।

অষ্টম কথা—আদিশূরের কান্যকুব্জ-জয়।

৫৮। কনোজরাজ বীরসিংহের পরাজয়।

আদিশূর কেবল পালবংশীয় গৌড়নৃপতিদিগকেই পরাজিত করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। কুলগ্রন্থসমূহ যদি কিছুমাত্র বিশ্বাস করিতে হয়, তবে বলিতে হয় যে, তিনি ইতিপূর্ব্বেই অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ প্রভৃতি নানা দেশ নিজের সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিয়াছিলেন। বাচস্পতি মিশ্রের কুলরমায় আছে যে, নানা বিদেশী রাজা আদিশূরের চরণপূজা করিতেন (১৩২)। সর্ব্বানন্দ মিশ্রের কুলতত্ত্বার্ণবেও আছে যে, আদিশূর কান্যকুব্জ-জয়ের পূর্ব্বে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কর্ণাট, কেরল, কামরূপ, সৌরাষ্ট্র, মগধ, মালব ও গুর্জ্জর প্রভৃতি স্বদেশীয় ও বিদেশীয় নৃপতিদিগকে নিজের অধীনে আনিয়াছিলেন (১৩৩)। আমাদের কিন্তু অনুমান হয় যে, পালবংশীয় নৃপতিদিগকে পরাজয় করিবার পূর্ব্বেই তিনি কনোজরাজ বীরসিংহকে স্ববশে আনয়ন করেন।

৫৯। আদিশূরের একাধিক পত্নী।

কুলগ্রন্থে আদিশূরের পত্নী বলিয়া একমাত্র চন্দ্রমুখীরই নাম পাওয়া যায়। কিন্তু চন্দ্রমুখীকে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে আমরা লঘুভারতে দেখি যে, আদিশূর "শ্বশুরের" সহায় হইয়া কনোজরাজ বীরসিংহকে পরাজিত করেন (১৩৪)। ঐ সময়ে আদিশূর তাঁহার পূর্ব্ব শ্বশুরের মন্ত্রণাদাতাদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন দেখা যায়। সুতরাং আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, চন্দ্রমুখীর পূর্ব্বে আদিশূরের অপর এক স্ত্রী ছিলেন।

আমাদের অনুমান হয় যে, এই প্রথম স্ত্রীর সময়ে এবং তাহার পরেও কান্যকুব্জ দুইভাগে বিভক্ত ছিল।

৬০। কান্যকুব্জ দুইভাগে বিভক্ত।

একভাগ আদিশূরের শ্বশুরের অধীন ছিল, অপরভাগ বীরসিংহের অধীন ছিল। ঐ দুই কান্যকুব্জ-রাজের মধ্যে সম্ভবতঃ প্রবল বিরোধ-বিবাদ চলিতেছিল। আমাদের আরও মনে হয় যে, এই উভয় কনোজরাজই

আদিশূরের আত্মীয়কুটুম্ব মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। আদিশূরের সময়ে কনৌজরাজ বীরসিংহের প্রতাপ যে যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাঁহার বিরুদ্ধে আদিশূরকে যে সৈন্য প্রেরণ করিতে হইয়াছিল, সেই কাহিনী হইতেই তাহা বেশ বুঝা যায়। কনৌজের দিক হইতে আসিয়া পাছে বীরসিংহ পালনৃপতিদের সঙ্গে একযোগে বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন, সেই আশঙ্কায় আমাদের মনে হয় যে, পালবংশের হস্ত হইতে গৌড় জয় করিবার পূর্ব্বেই আদিশূর নিজ শ্বশুরের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহারই পক্ষ লইয়া বীরসিংহকে করায়ত্ত করিয়াছিলেন।

৩১। শ্বশুরের সহায়তায় বীরসিংহের পরাজয়সাধন।

আদিশূরের প্রথম শ্বশুরের নাম জানি না, কিন্তু সন্ধান করিলে যে না পাওয়া যায়, তাহা মনে হয় না। সেই বিষয়ের ভার আমরা প্রত্নতত্ত্বজ্ঞদিগের উপরে ন্যস্ত করিলাম। আমরা দেখিতেছি যে, আদিশূরের মৃত্যুর (১০০৯ সম্বতে) দুই বৎসর পরে (১০১১ সম্বতে)

চন্দেল্লরাজ "যশোবর্ম্মার পিতা হর্ষদেবের সহায়তায়, সিংহাসনচ্যুত ক্ষিতিপাল, কান্যকুব্জসিংহাসন পুনরুদ্ধারে সমর্থ হইয়াছিলেন" (১৩৫)। রমাপ্রসাদ বাবু বলেন যে, "এই ক্ষিতিপাল বা মহীপাল রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্র কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন" (১৩৬)। আমাদের অনুমান হয় যে, এই ক্ষিতিপালের পিতাই আদিশূরের প্রথম শ্বশুর। ইতিহাসে এ বিষয়ে কোন উল্লেখ দেখিতে না পাইলেও আমাদের মনে হয় যে, প্রথম স্ত্রীর গর্ভে কোন সন্তান হয় নাই এবং বীরসিংহকে পরাজিত করিয়া আদিশূর তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিবার কিছুকাল পরে সম্ভবত প্রথম স্ত্রীও পরলোক গমন করেন। তখন সম্ভবতঃ বীরসিংহেরই সহায়তায় আবার আদিশূর তাঁহার প্রথম শ্বশুরেরও পরাজয়সাধনে সহায়তা করিয়াছিলেন। এইরূপে কান্যকুব্জরাজদ্বয়ের পতনের ফলে উত্তর-পশ্চিম হইতে আক্রমণসম্ভাবনাবিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া আদিশূর পালনৃপতিদিগের হস্ত হইতে গৌড়রাজ্য অধিকার করিবার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন (১৩৭)।

৺উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় অনুমান করেন যে, উপরে উদ্ধৃত লঘুভারতের উক্তির মধ্যস্থ "তৎপরে" শব্দের দ্বারা "বীরসিংহের পরাভবের পরেই গৌড়রাজ্য জয় সূচিত হয়" (১৩৮)। আমরা অনুমান করি "তৎপরে" শব্দের দ্বারা কেবল বীরসিংহের নহে, কিন্তু উভয় কান্যকুব্জরাজের পরাভব সূচিত হইতেছে।

৩২। কান্যকুব্জ নামের উৎপত্তি।

কুলতত্ত্বার্ণবের উপরোদ্ধৃত উক্তি পড়িলে বোঝা যায় যে, কনোজরাজদিগকে হস্তগত করিবার জন্য আদিশূরকে বেশ একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল। পাইবারই কথা, কনৌজরাজ্য একটী প্রাচীন রাজ্য ছিল এবং আদিশূরের সমসাময়িক কনোজরাজ দুইজনের মধ্যে অন্তত বীরসিংহ অত্যন্ত প্রতাপান্বিত রাজা ছিলেন। প্রবাদ আছে যে, চন্দ্রবংশীয় রাজা পুরুরবার অধস্তন দশম পুরুষে কুশ নামে এক রাজা ছিলেন। কুশের পুত্র কুশনাভের একশত কন্যা ছিলেন। তাঁহারা পবনদেবের নিকট অপরাধী হওয়ায় তাঁহার শাপে কান্যকুব্জ-রাজধানী কান্যকুব্জ-নগরে কুব্জ হন।

৬৩। কনোজরাজা।

অনেক ঐতিহাসিকের মতে এই নগর আদিশূরের পূর্ব্বেও দুই হাজার বৎসর ধরিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কনোজরাজের আশি হাজার সৈন্য সর্ব্বদাই বর্ম্মপরিহিত থাকিয়া যুদ্ধার্থে সুসজ্জিত থাকিত। ইহা ব্যতীত, তাঁহার ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী এবং পাঁচ লক্ষ সুসজ্জিত পদাতিক সৈন্য ছিল।

৬৪। কনৌজরাজ্যের সমৃদ্ধি।

কনৌজরাজ্যের প্রাচীন সমৃদ্ধি ও গৌরব অনুমিত হইতে পারে, যখন দেখা যায় যে, আদিশূরের অনেক পরবর্ত্তী কালেরও পর্য্যটক মুগ্ধচিত্তে বলিয়াছেন যে, কনোজরাজ্যের রাজধানী একমাত্র কান্যকুব্জ-নগরেই ত্রিশ হাজার তাম্বুলের দোকান এবং ষাট হাজার গায়ক-পরিবার ছিল। অযোধ্যার অধঃপতনের পরেই কান্যকুব্জ নগরের প্রতিষ্ঠা। পনেরো ক্রোশ ধরিয়া ইহার প্রাচীর ছিল। মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের মতে মহম্মদের আবির্ভাবের শতাব্দী পূর্ব্বে কান্যকুব্জ ভারে-

তের অন্যতর প্রধান নগর ছিল। টলেমি বলেন—অযোধ্যার অধঃপতনের পরে বহু শতাব্দী ধরিয়া কান্যকুব্জ ভারতের প্রধান নগর ছিল এবং কনোজরাজ সম্রাট বলিয়া অভিহিত হইতেন (১৩৯)। নিজের রাজ্যকে অন্ততঃ নিরাপদ করিবার জন্যও যে, পার্শ্ববর্ত্তী এরূপ প্রবল রাজ্যের অধিপতিকে আদিশূর করায়ত্ত করা আবশ্যক বিবেচনা করিবেন, তাহা কিছু বিচিত্র নহে।

৬৫। কনোজ রাজকন্যা চন্দ্রমুখীকে বিবাহের কারণ।

বীরসিংহকে পরাজিত করিয়াও আদিশূর আপনাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ বিবেচনা করিতে পারেন নাই। তাঁহার সর্ব্বদাই এই আশঙ্কা ছিল যে, কখন্ সহসা বীরসিংহ পালনৃপতিগণের সঙ্গে যোগ দিয়া তাঁহাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলেন। আদিশূরের উত্তরকালীন পালনৃপতিদিগের কার্য্যাবলী আলোচনা করিলে তাঁহার সে আশঙ্কা সম্পূর্ণ নিরর্থক ছিল বলিয়া মনে হয় না—পালনৃপতিগণও বোধ হয় পৈত্রিক রাজ্য পুনরধিকারবিষয়ে

নিতান্ত নিশ্চেষ্ট ছিলেন না বলিয়াই অনুমান হয়। দেখা যায় যে, আদিশূরের পরে মহীপাল গৌড়রাজ্য পুনরধিকার করিয়াছিলেন (১৪০)। আদিশূর আপনাকে যথাসম্ভব নিরাপদ করিবার জন্য প্রাচীন প্রথা অনুসারে বীরসিংহকে পরাজিত করিয়া তাঁহার কন্যা চন্দ্রমুখীকে বিবাহ করিয়া তাঁহাকে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ করিলেন (১৪১)। কুলগ্রন্থে গৌড়রাজ্য জয়ের পর অভিষেকের সঙ্গে চন্দ্রমুখীকে বিবাহ করিবার কথা একত্র উল্লিখিত হইবার কারণে অনুমান হয় যে, চন্দ্রমুখীকে বিবাহ করিবার পর গৌড়রাজ্যের অধিরাজরূপে আদিশূরের অভিষেককার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল—ইহা সর্ব্ববিদিত যে অভিষেক-কার্য্যে সস্ত্রীক উপস্থিত থাকিতে হয় (১৪২)।

৬৬। চন্দ্রমুখীর বিবাহ।

এই প্রসঙ্গে বিশেষ লক্ষ্য করিবার একটী বিষয় এই যে, কুলগ্রন্থকার বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া-

ছেন যে, 'আদিশূর "সদ্‌বৈদ্যবংশীয়" কান্যকুব্জরাজ চন্দ্রদেবের কন্যা চন্দ্রমুখীকে "যথাবিধানে ও বিধিপূর্ব্বক" বিবাহ করিয়াছিলেন'। ইহা দ্বারা আমাদের পূর্ব্বোক্ত অনুমান সমর্থিত হয় যে, আদিশূরের প্রথম শ্বশুরের কনোজরাজ্যের অর্দ্ধাংশের সরিকদার হওয়া সম্ভব— অনুমানমাত্র যে, চন্দ্রদেবের ন্যায় ক্ষিতিপালের পিতাও "সদ্‌বৈদ্যবংশীয" ছিলেন। আমাদের দ্বিতীয় সার্থক অনুমান হয় এই যে, বীরসিংহ পরাজিত হইলেও আদিশূর তাঁহার রাজ্য ও স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হরণ করিতে পারেন নাই; এবং সেই কারণে আদিশূর তাঁহার কন্যাকে "যথাবিধানে ও বিধিপূর্ব্বক" বিবাহ করিয়াছিলেন—প্রকৃত বিবাহ না করিলে বোধ হয় বীরসিংহ স্বীয় কন্যাকে আদিশূরের হস্তে সমর্পণ করিতে স্বীকার করেন নাই।

৬৭। চন্দ্রদেব ও বীরসিংহ অভিন্ন।

কুলগ্রন্থে চন্দ্রমুখীর পিতার নাম চন্দ্রদেব ও চন্দ্রকেতু উক্ত হইয়াছে (১৪৩)। কিন্তু প্রেমবিলাসগ্রন্থে

স্পষ্ট বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, চন্দ্রদেবেরই অপর নাম বীরসিংহ। বীরসিংহের সম্ভবতঃ প্রকৃত নাম বা ডাকনাম ছিল চন্দ্রদেব বা চন্দ্রকেতু, এবং তাঁহার উপাধি ছিল সম্ভবত বীরসিংহ (১৪৪)।

শ্রীযুত শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আদিশূর ও ভট্টনারায়ণ-
গ্রন্থে আদিশূরের কান্যকুব্জ-জয়
বিষয়ক অষ্টম কথা সমাপ্ত।

নবম কথা—আদিশূরের পরিচয়।

৬৮। আদিশূর কে?

বীরসিংহের প্রকৃত-নাম যেমন চন্দ্রদেব বা চন্দ্রকেতু ছিল, সেইরূপ কুলগ্রন্থে দেখা যায় যে, আদিশূরেরও প্রকৃত নাম ছিল লক্ষ্মীনারায়ণ (১৪৫)। কেহ কেহ আদিশূরকে কহ্লণের রাজতরঙ্গিণীতে কথিত "জয়ন্তের" সহিত অভিন্ন ও ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব প্রতিপন্ন করিবার বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন (১৪৬)। কিন্তু সে চেষ্টা একটুও সফল হইযাছে বলিয়া মনে হয় না (১৪৭)। বৈদ্যবংশীয একজন জয়ন্ত রাজা ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বল্লালসেনেরও প্রায় দুই শতাব্দী পরবর্ত্তী কালের লোক (১৪৮)।

৬৯। আদিশূর ক্ষত্রিয় নহেন।

আদিশূর অম্বষ্ঠ বৈদ্যকুলোদ্ভূত ছিলেন, ইহা আমরা উপরে বলিয়া আসিয়াছি। কেহ কেহ তাঁহাকে ক্ষত্রিয়-বংশোদ্ভূত বলিয়া পরিচিত করিতে চাহেন। কিন্তু

তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া কিছুতেই ধরা যাইতে পারে না। হইতে পারে, তাঁহার কোন পূর্ব্বপুরুষ অম্বষ্ঠদেশে বাস করিবার সময় ক্ষত্রিয় ছিলেন (১৪৯)। কিন্তু বঙ্গদেশে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা যে কারণেই হৌক, ক্ষত্রিয়ত্ব-বিচ্যুত হইয়া বৈদ্যজাতিতে পরিণত হইযাছিলেন। বর্ত্তমানকালের "ক্ষেত্রী" জাতিকে যেমন "ক্ষত্রিয়" মনে করা ভুল হইবে, সেইরূপ আদিশূর প্রভৃতিকেও বৈদ্য ব্যতীত ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বলা ভুল হইবে।

৭০। আদিশূরের ক্ষত্রিয়ত্ববিচার।

যাই হৌক, বর্ত্তমানকালেও যেমন আদিশূরকে ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা দেখা যায়, সেইরূপ সম্ভবত আদিশূরের সমসময়ে বা কিছু পরেও এ বিষয়ে চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তাহা না হইলে, তাঁহার ক্ষত্রিয়ত্বের বিরুদ্ধে সুপ্রসিদ্ধ কুলগ্রন্থ গোষ্ঠীকথার প্রণেতা মুলো পঞ্চানন যাহা কিছু বলিয়াছেন, সে সমস্তই নিরর্থক হয়। এক সময়ে বল্লালসেনের ব্যবহারে ব্রাহ্মণেরা উত্যক্ত হইয়া বৈদ্যদিগের পৌরোহিত্য করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। বল্লালসেন তাহার কারণ

জানিতে ইচ্ছুক হইলেন। এই বিষয়ে ভট্টনারায়ণের বংশোদ্ভূত মহেশ্বরের সহিত তাঁহার যে বিচার-আলোচনা হইয়াছিল, সেই সূত্রে নুলো পঞ্চানন উপহাসের ভাবে আদিশূরকে ক্ষত্রিয়প্রতিপাদনের চেষ্টার কথা বিবৃত করিয়াছেন (১৫০)। সেই উক্তি দেখিয়া মনে হয় যে, আদিশূর নিজেও হয়তো এ বিষয়ে উদ্যোগী ছিলেন। নুলো পঞ্চানন বলেন—'বৌদ্ধ রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন যেমন জাতিভেদ না মানিলেও রাজা বলিয়াই নিজেকে ক্ষত্রিয় বলাইতে চাহিতেন, সেইরূপ আদিশূরও জাতিতে বৈদ্য হইলে কি হইবে, রাজা বলিয়াই তিনি নিজেকে ক্ষত্রিয় বলিতে বড়ই আগ্রহ প্রকাশ করিতেন' (১৫১)। আদিশূর যে ক্ষত্রিয় ছিলেন না, অম্বষ্ঠ-বৈদ্যবংশীয় ছিলেন, তাহা নুলো পঞ্চাননের ন্যায় অন্যান্য সকল প্রধান কুল-গ্রন্থকারেরই সম্মত বলা যাইতে পারে (১৫২)। যাঁহারা আদিশূরকে ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন, তাঁহাদের উক্তি দেখিলেই বোঝা যায় যে, তাঁহারা হয় আদিশূরের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের ক্ষত্রিয়ত্বের ছায়া ধরিয়া অথবা তাঁহার ক্ষত্রোচিত আচার আলোচনা করিয়াই তাহা বলিয়াছেন।

৺উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন যে,' আদিশূর ক্ষত্রিয় হইলে তাঁহাব পূর্ব্বপুরুষদের সঙ্গে দুইচারি ঘর ক্ষত্রিয নিশ্চয়ই আসিতেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে এমন একটীও ক্ষত্রিয়পরিবার দেখা যায় না, যাঁহারা আদিশূর বা তাঁহার কোন পূর্ব্বপুরুষ কর্ত্তৃক আনীত বা তাঁহাদের কাহারও সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া গৌরব করেন (১৫৩)।

৭১। আদিশূরের গুণগ্রাম।

কেবল যে যাগযজ্ঞ উপলক্ষে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়নের জন্যই আদিশূরের খ্যাতি দিগন্তবিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা নহে ; তিনি শৌর্য্য, বীর্য্য প্রভৃতি রাজোচিত গুণগ্রামে যথেষ্ট বিভূষিত ছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে বৈদ্যবংশের "প্রথম" শ্রেষ্ঠতম নরপতি বলা হইয়াছে। তিনি অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি এগারটী রাজ্য একে একে অধিকার করেন। কুলতত্ত্বার্ণব বলেন যে, তিনি স্বদেশীয় ও বিদেশীয় রাজাদিগকে জয় করিয়াছিলেন (১৫৪)। তাহা দ্বারা মনে হয় যে, বঙ্গই বল, আর গৌড়ই বল, তিনি তাহার অধিকাংশ করগত করি-

লেও, তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা যে একেবারে ছিলেন না, তাহা মনে হয় না। তিনি কেবল বীরপুরুষ ছিলেন না; কুলগ্রন্থে একবাক্যে উক্ত হইয়াছে যে, তিনি শাস্ত্রজ্ঞ, বিনয়ী, শান্ত, ধর্ম্ম-পরায়ণ ও প্রজাপালক ছিলেন (১৫৫)। কুলগ্রন্থ এবং তৎকালীন বাঙ্গালার ইতিহাস আলোচনা করিলে বোঝা যায় যে, আদিশূরের সময়ে বঙ্গদেশের ভিতরে ও বাহিরে, চতুর্দ্দিকে বিপ্লবের সূচনা হইয়াছিল। ভিতরেও সম্ভবতঃ দুষ্টপ্রকৃতি লোকদিগের অত্যাচারের ফলে এবং বাহিরের শত্রুদিগের আক্রমণের ফলে বঙ্গদেশ একেবারে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছিল। একমাত্র আদিশূরই একদিকে বাহিরের শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া বঙ্গদেশকে বাহিরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে, অপরদিকে যথাধর্ম্ম প্রজাপালনের দ্বারা দেশের ভিতরে স্থায়ী শান্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সেই সময়ে বঙ্গের পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগ অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল; আদিশূর সেই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি অধিকার করিয়া নিজের পূর্ব্বার্জ্জিত

বঙ্গ ও গৌড়রাজ্যের সহিত মিলাইয়া দিয়া এক সুবৃহৎ গৌড়রাজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন; এবং সেই সুবৃহৎ গৌড়রাজ্যের "একচ্ছত্রী" (১৫৬) ও "সর্ব্ব-ভূমীশ্বর" (১৫৭) অধিপতিরূপে অভিষিক্ত হইয়া অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আদিশূর ও ভট্টনারায়ণ-গ্রন্থে আদিশূরের পরিচয়-বিষয়ক

নবম কথা সমাপ্ত।

দশম কথা—আদিশূর-পরিবার।

৭২। আদিশূরের পূর্ব্বপুরুষ।

আমরা যথাস্থানে বলিয়া আসিয়াছি যে, আদিশূর স্বয়ং বঙ্গদেশ বাহুবলে জয় করেন নাই। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ শালবান নামে এক রাজা ইতিপূর্ব্বেই বঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর হইয়া অম্বষ্ঠ-বৈদ্যবংশকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আদিশূর উত্তরাধিকারসূত্রেই বঙ্গদেশের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। বিপ্রকুলকল্পলতায় আছে যে, 'এই শালবানের বংশে আরও দুইজন খ্যাতনামা পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—রাজা প্রতাপচন্দ্র এবং তেজঃশেখর'। কেহ কেহ বলেন—শালবানের পুত্র প্রতাপচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্রের পুত্র তেজঃশেখর এবং তেজঃশেখরের পুত্র আদিশূর (১৫৮)। কিন্তু ইহার সপক্ষে কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হই নাই। বরঞ্চ কুলগ্রন্থের লিখনভঙ্গী দেখিলেই বোধ হয় যে, শালবান রাজার বংশ তিন তিনজন মহাপুরুষের জন্ম-

গ্রহণের দ্বারা যে ধন্য হইয়াছিল, লেখক তাহাই ব্যক্ত করিতে চাহিযাছেন। শ্লোকে স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে, "শালবানের বংশে "একজন" প্রতাপচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন; সেই বংশে "অপর" একজন তেজঃশেখর জন্মগ্রহণ করেন; সেই বংশে শ্রীমান আদিশূর জন্মগ্রহণ করেন" (১৫৯)। আদিশূরের পিতার প্রকৃত নাম জানা যায় না, তবে তাঁহার ডাকনাম বা উপাধি ছিল মাধবশূর (১৬০)। আদিশূরের মাতার নাম জানা যায় নাই, কিন্তু মুলো পঞ্চাননের কথার ভাবে বোধ হয যে, তিনি ক্ষত্রিযকন্যা ছিলেন (১৬১)। তাঁহার পিতামহের নাম ছিল কবিশূর (১৬২)।

৭৩। চন্দ্রমুখী।

আদিশূরের নিজের প্রকৃত নাম ছিল লক্ষ্মীনারায়ণ, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি। তাঁহার অন্ততঃ দুই বিবাহ ছিল। প্রথম স্ত্রীর গর্ভে সন্তানাদি হয় নাই—হইলে নিশ্চয়ই কোথাও-না-কোথাও উল্লেখ থাকিত। সম্ভবত প্রথম স্ত্রীর পিতা ছিলেন বীরসিংহের প্রতিদ্বন্দ্বী জনৈক কান্যকুব্জরাজ ক্ষিতিপাল-

পিতা মহেন্দ্রপাল (?)। তাঁহার শেষ-বিবাহিত পত্নী হইলেন চন্দ্রমুখী। চন্দ্রমুখীর পিতার নাম চন্দ্রদেব বা চন্দ্রকেতু। তিনি অন্যতর কান্যকুব্জরাজ ছিলেন এবং তাঁহার উপাধি ছিল বীরসিংহ। চন্দ্রমুখী বিবাহকালে বালিকার পরিবর্ত্তে যুবতী ছিলেন বলিয়াই মনে হয়। বারেন্দ্রকুলপঞ্জীতে এবং বিপ্রকুলকল্পলতায় তাঁহাকে পুণ্যার্থিনী, চতুরা প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন (১৬৩)। সে সমস্ত বিশেষণ বালিকাবধূর পক্ষে প্রয়োগ করা সঙ্গত বোধ হয় না।

৭৪। চন্দ্রমুখী বৈদ্য ছিলেন।

আদিশূর নিজেও যেমন বৈদ্যবংশীয় ছিলেন, সেইরূপ তাঁহার পত্নী চন্দ্রমুখীও যে বৈদ্যবংশীয় ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার পূর্ব্ব পত্নীর সম্বন্ধে কুলগ্রন্থ হইতে আমরা বিশেষ কোনই সংবাদ পাই না। কিন্তু চন্দ্রমুখী সম্বন্ধে কুলগ্রন্থে অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। চন্দ্রমুখীর পিতা চন্দ্রকেতু বা বীরসিংহ বৈদ্য ছিলেন (১৬৪), এবং পিতৃকুল ধরিয়াই তাঁহাকে

বৈদ্যবংশীয় বলা হইয়াছে, কারণ যতদূর বোঝা যায়, তাঁহার মাতা ক্ষত্রিয়াণী ছিলেন (১৬৫)।

সম্বন্ধনির্ণয়কার বলেন, চন্দ্রকেতু ক্ষত্রিয় ছিলেন, কিন্তু চন্দ্রমুখীর মাতা বৈশ্যকন্যা ছিলেন (১৬৬)। কোন্ যুক্তিতে তিনি ইহা বলিয়াছেন, তাহার কোন উল্লেখ পাই না। এইরূপ অসবর্ণ বিবাহের কারণ মুলো-পঞ্চানন একটু উপহাসের ভাবে ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, রাজাদের মধ্যে অত ভেদবিচার ছিল না—"কলির ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র সব সমান, বিশেষতঃ রাজা হলে নাহি থাকে জ্ঞান" (১৬৭); এককথায়, তেজীয়সাং হি ন দোষায়—শক্তিমান ব্যক্তিদিগের অন্যায় কার্য্যও সহজে দোষাবহ বলিয়া পরিগণিত হয় না—"তেজে শাপে স্বয়ম্বরে জাতি কোথা থাকে" (১৬৮)? মুলো পঞ্চা-ননের মতে, রাজায় রাজায় বিবাহ হইলেই ধরিয়া লইতে হইবে, উভয়েই ক্ষত্রিয়—বীর্য্যশৌর্য্যের উপরেই যে ক্ষত্রিয়ত্ব নির্ভর করে (১৬৯); নিতান্তই যদি গোল-মাল হয়, তবে উভয় পক্ষকে এক রাজন্যগোত্রীয় বলিলেই চলিবে! যে সকল তাম্রফলকের উক্তি ধরিয়া

আদিশূর প্রভৃতিকে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় প্রতিপাদনের চেষ্টা করা হয় (১৭০), তাহার মধ্যে আমরা ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনের কোন কথাই দেখি না। চন্দ্রমুখী ক্ষত্রিয়-মাতার গর্ভজাত হইলেও আদিশূরের সহিত সমান বর্ণের বৈদ্যপরিচিত-বংশীয় বলিয়া গৃহীত হইযাছিলেন বলিয়াই আদিশূর "যথাবিধানে ও বিধিপূর্ব্বক" তাঁহাকে বিবাহ করিতে পারিয়াছিলেন, এবং কুলগ্রন্থ-কার সেই কথা জোরের সহিত উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন (১৭১)।

১৫। আদিশূরের পুত্রকন্যা।

আদিশূর বহুকাল যাবৎ অপুত্রক থাকায় নিজ কন্যা লক্ষ্মীকে পুত্রিকাপুত্র করেন (১৭২) অর্থাৎ তাঁহার দৌহিত্র অশোককে উত্তরাধিকারী স্থির করেন। আদি-শূরের কন্যার নাম কেহ বলেন শ্রী, কেহ বলেন ভাগ্য-বতী, আর কেহ বলেন লক্ষ্মী (১৭৩)। বিপ্রকুল-কল্পলতার মতে দাক্ষিণাত্য বৈদ্যরাজ অশ্বপতি সেনের বংশোদ্ভব শুকদেব সেনের পুত্র নিষুক সেন আদিশূরের কন্যাকে বিবাহ করেন (১৭৪)। সম্ভবতঃ স্বীয় কন্যাকে

আদিশূর পুত্রিকা করিবার পরে দৌহিত্র অশোক কয়েক বৎসর উত্তীর্ণ হইলে পর, চন্দ্রমুখী তাঁহার উপর কোন কারণে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। তখন তিনি গর্ভজাত পুত্রের জন্য লালায়িত হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে তাঁহার গর্ভধারণের কাল উত্তীর্ণ হয় নাই, কিন্তু আদিশূর সবলদেহ থাকিলেও একটু বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

১৬। পুত্রেষ্টি যজ্ঞের হেতু।

তিনি সম্ভবত শুনিয়াও ছিলেন যে, পূর্ব্বে অন্ধ্রবংশসম্ভূত মহাত্মা শূদ্রক নৃপতি অপুত্রক হওয়ায় পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করাইয়াছিলেন। তাই তিনি স্বামীকে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিলেন(১৭৫)। আদিশূর তাঁহার রাজ্যের ব্রাহ্মণদিগকে ডাকাইয়া ঐ অন্ধ্রবংশীয় শূদ্রক নৃপতির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া পুত্রেষ্টি যজ্ঞের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। তাঁহারা অক্ষমতা জানাইলে (১৭৬) চন্দ্রমুখী সেই কথা শুনিয়া রাজা আদিশূরকে স্বীয় পিতা বীরসিংহের নিকট যজ্ঞ-

সম্পাদনের উপযুক্ত ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিতে অনুরোধ করিলেন। আদিশূরও তাঁহার পরামর্শ অনুসারে শ্বশুর বীরসিংহের নিকট ব্রাহ্মণ চাহিয়া পত্র লিখিলেন (১৭৭)। পুত্রেষ্টি যজ্ঞের পূর্ব্বে চন্দ্রমুখী চান্দ্রায়ণ ব্রত অনুষ্ঠান করেন। কেহ কেহ বলেন, আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া এই ব্রত সম্পাদন করান (১৭৮)। আমাদের মনে হয় যে, চান্দ্রায়ণ ব্রত এমন কিছু নয় যে, তাহার জন্য কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনা আবশ্যক হইতে পারে—উহা কোন বৈদিক অনুষ্ঠান নহে। প্রেমবিলাসকারের সঙ্গে এক-মতে আমরাও বলি যে, পুত্রেষ্টি যজ্ঞের জন্য আনীত ব্রাহ্মণদিগের দ্বারাই উক্ত ব্রত সম্পাদিত হইয়াছিল(১৭৯)। যাই হৌক, পুত্রেষ্টি যজ্ঞের (৯৯৯ সম্বতের) কয়েক বৎসর পরে চন্দ্রমুখী গর্ভবতী হন এবং আদিশূরের মৃত্যুর পর (১০০৯ সম্বতে) তাঁহার পুত্র ভূশূর জন্ম-গ্রহণ করেন (১৮০)। ৯১৮ সম্বতে আদিশূরের জন্ম ধরিয়াছি, কাজেই ধরিতে হয় ৯১ বৎসর বয়সে তাঁহার পুত্র হয়। ইহাতে আদিশূরের সমগ্র ইতিহাসেই

কতকটা সন্দেহ উপস্থিত হয় বটে। কিন্তু সম্প্রতি সংবাদ পত্রে দেখি যে, ১০২ বৎসর বয়সেও এক ব্যক্তি পুত্রের পিতা হইয়াছেন (১৮১)। সুতরাং আদিশূরের ৯১ বৎসর বয়সে ভূশূরের জন্ম সম্পূর্ণ উড়াইয়া দেওয়া যায় না। সম্বন্ধনির্ণয়কার বলেন যে, "পুত্রেষ্টি যাগের পরেই আদিশূরের পুত্রকন্যা জন্মে। কিছুকাল পরে আদিশূর অপুত্রক হন। তৎকালে তিনি তাঁহার কন্যাকে পুত্রিকা করেন। ঐ পুত্রিকার পুত্র জন্মে, তাহার নাম অশোক। অশোক একপক্ষে আদিশূরের দৌহিত্র, অপরপক্ষে পৌত্রস্থানীয়, সুতরাং কেহ অশোককে আদিশূরের দৌহিত্র, কেহ বা পৌত্র বলেন" (১৮২)। আমাদের ইহা সঙ্গত মনে হয় না; পুত্রেষ্টি-যজ্ঞের পর পুত্র পরলোক গমন করিলে যে পুত্রিকা করেন, তাহার কোন মূল খুঁজিয়া পাই না। আমাদের মতে, পুত্রিকার পর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করা ও পুত্র লাভ করা সম্ভব। নচেৎ পুত্র ভূশূর উত্তরাধিকারী-স্বরূপে বঙ্গ ও গৌড়রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন কি প্রকারে?

৭৭। ভূশূর।

এই ভূশূরই মগধপতি ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক গৌড়রাজধানী (সম্ভবত এক অংশের রাজধানী) পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন (১৮৩)। ভূশূরের প্রকৃত নাম ছিল বিমল (১৮৪)। তাঁহার ডাকনাম ছিল যামিনী-ভানু বা ভানুদেব(১৮৫) এবং উপাধি ছিল ভূশূর(১৮৬)। ভূশূর পিতার ন্যায় শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কুলগ্রন্থে তাঁহাকে মহা-বংশের (বৈদ্যবংশের) কারিকাকুলের রচয়িতারূপে গ্রন্থকারের সম্মান প্রদত্ত হইয়াছে (১৮৭)। তিনি তাঁহার পিতার অধিকৃত গৌড়রাজ্য রক্ষা করিতে পারেন নাই, তাহা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি। "মগধা-ধীশ" ধর্ম্মপাল নামক রাজা কর্ত্তৃক তিনি গৌড়রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে বিতাড়িত হইয়া বরেন্দ্রভূমি ত্যাগ করত রাঢ় বা পৈতামহ রাজ্য বঙ্গদেশে পলাইয়া আসিয়া বাস করিলেন।

৭৮। আদিশূরের অধস্তন পুরুষ।

কুলতত্ত্বার্ণবে আদিশূরের অধস্তন কয়েক পুরুষের

নাম প্রাপ্ত হই—১। আদিশূর; ২। তৎপুত্র ভূশূর, ৩। তৎপুত্র ক্ষিতিশূর; ৪। তৎপুত্র মহীশূর; ৫। তৎপুত্র পৃথ্বীশূর; ৬। তৎপুত্র ধরাশূর; ৭। তৎপুত্র চন্দ্রশূর; ৮। তৎপুত্র সোমশূর (১৮৮)। সোমশূব অপুত্রক হইয়া পরলোকগত হইলে বল্লাল সেন তাঁহার সিংহাসন লাভ করেন (১৮৯)।

৭১। আইন-ই-আকবরি মতে।

আঈন-ই-আকবরিতে দেখি—১। আদিশূর; ২। তৎপুত্র জমেনিভানু বা যামিনীভানু; ৩। তৎ-পুত্র আনুরুহ বা অনিরুদ্ধ; ৪। তৎপুত্র পরতাপরুদর বা প্রতাপরুদ্র; ৫। তৎপুত্র ভবদৎ বা ভবদত্ত; ৬। তৎপুত্র রেকদেও বা রঘুদেব; ৭। তৎপুত্র গিরধার বা গিরিধর; ৮। তৎপুত্র পরতিহিধর বা পৃথ্বীধর; ৯। তৎপুত্র শৃষ্টিধর (১৯০)। ভূশূরের প্রকৃত নাম বিমল হইলেও তাঁহাকে যে অপর নাম যামিনীভানু বা সংক্ষেপে ভানুদেব নামে ডাকা সম্ভব ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়—আদিশূরের পরলোক-গমনের পর তাঁহার বংশের রাত্রিক অন্ধকারে পরিবেষ্টিত

হইলে ভূশূর আনন্দসূর্য্যরূপে দেখা দিয়াছিলেন। শেষ-ভাগের কয়েক পুরুষ লইয়া বিভিন্ন কুলগ্রন্থে বিভিন্ন উক্তি দেখা যায়। এবিষয়ে আমাদের অধিক আলো-চনা করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি না। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কুলতত্ত্বার্ণবে সম্ভবত উপাধি-গুলি বা রাজ্যমধ্যে সাধারণ্যে প্রচলিত নামগুলিই উল্লিখিত হইয়াছে।

আদিশূর সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া আমরা মোটামুটিভাবে তাঁহার আবির্ভাবের কালও নির্ণয় করিয়াছি; এবং তাম্রশাসন ও শিলালিপি ব্যতীতও, বলিতে গেলে, কেবল কুলগ্রন্থের সাহায্যে আদিশূর সম্বন্ধে নানা দিক হইতে যথেষ্ট পরিচয়লাভও করিয়াছি। ইহার পরেও যদি কেহ আদিশূরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে চাহেন, তবে আমরা নিরুপায়।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আদিশূর ও ভট্টনারায়ণ-
গ্রন্থে আদিশূর-পরিবার বিষয়ক
দশম কথা সমাপ্ত।

ইতি আদিশূর সম্বন্ধীয় প্রথম
বিভাগ সমাপ্ত।

অথ দ্বিতীয় বিভাগ—ভট্টনারায়ণ।



একাদশ কথা—পঞ্চব্রাহ্মণ কয়বার আসেন?

৮০। আদিশূরের কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ কেন?

বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিলে বোঝা যায় যে, আদিশূরের যশ ও কীর্ত্তি উজ্জ্বল আকারে অক্ষুণ্ণভাবে নামিয়া আসিবার অন্য যে কোন কারণ থাক্ না কেন, জীবনের শেষভাগে তাঁহা কর্ত্তৃক পুত্রেষ্টি যজ্ঞ উপলক্ষে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন যে তাহার সর্ব্ব-প্রধান কারণ, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। ইহা ঐতিহাসিক সত্য হৌক বা নাই হৌক্, অন্তত প্রবল জনশ্রুতি এই যে, রাজা আদিশূর বঙ্গদেশে পঞ্চগোত্রের পঞ্চব্রাহ্মণ আনাইয়া বাস করাইয়াছিলেন। আদিশূর তাঁহার রাজ্যকালের ভিতর শৌর্য্য-বীর্য্য প্রভৃতি বিবিধ রাজোচিত গুণের বিশেষ পরিচয় দিয়া যে অনন্যসাধারণ

খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও সকল কুলগ্রন্থেরই সম্মত। কিন্তু আজ সে আদিশূরও নাই, তাঁহার সে রাজ্যও নাই। তথাপি আজও যে আমরা তাঁহার যশ কীর্ত্তন করি, তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ হইল বঙ্গদেশে পঞ্চব্রাহ্মণ সংস্থাপন। বঙ্গদেশে যে শাণ্ডিল্যপ্রমুখ পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণ, বলিতে গেলে, সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা ও প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, আদিশূরানীত ঐ পঞ্চ-ব্রাহ্মণই তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। আজ কি পূর্ব্ববঙ্গে, কি পশ্চিমবঙ্গে, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র-দিগের এত যে প্রতিপত্তি দেখিতেছি, ইহার সম্পূর্ণ না হৌক, অনেকটা মূল হইতেছে ঐ পঞ্চব্রাহ্মণের তপো-বীর্য্য। তাঁহাদের গৌরব না করিয়া আমরা দাঁড়াইব কোথায়? কাজেই পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে গেলেই ঐ পঞ্চ মহাপুরুষকে যে রাজা এদেশে আনাইয়া যথাযুক্তরূপে বসতি করাইয়াছিলেন প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সেই রাজা আদিশূরেরও নাম কোন-না-কোন প্রকারে আমাদের স্মৃতিপটে জাগ্রত হইয়া উঠিবে, তাঁহারও যশ ও কীর্ত্তি যে

আমাদের মধ্যে পুরুষানুক্রমে বিঘোষিত হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি?

৮১। রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের অভাব।

ইতিহাস বলিতে বর্ত্তমানে প্রধানত রাষ্ট্রীয় ইতিহাসই ধরা যায়। যে সকল গ্রন্থে সংগ্রাম, রাজ্যহরণ প্রভৃতি বর্ণিত থাকে, সেই সকল গ্রন্থই আজকাল আমাদের নিকটে সাধারণত ইতিহাসরূপে পরিচিত হয়। পাশ্চাত্যদিগের নিকটেই আমরা এই ধারণা প্রাপ্ত হইয়াছি। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের আগ্নেয় পর্ব্বত সংগ্রামের সর্ব্বসংহারক অগ্নি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিতে আজও বিরত হয় নাই। কিন্তু এই ভারতভূমি হইতে বহুকাল যাবৎ ভগবান সংগ্রামের অগ্ন্যুদ্গার একপ্রকার নির্ব্বাপিত করিয়া দিয়াছেন বলিলেও চলে। বর্ত্তমানে ভারতের এমনই অবস্থা যে, ভারতবাসী ক্ষাত্রবলের সফলতার প্রতি হতাদরপ্রকাশে বাধ্য হইয়াছে। ভগবানের যেন ইচ্ছাই নয় যে, আমরা আবার ক্ষাত্রবলের সহায়তায় পাশবিক যুদ্ধে অবতীর্ণ হই। বহুকাল

যাবৎ অহিংসাধর্ম্মের চর্চ্চায় অভ্যস্ত হইবার ফলে আজ সাধারণত ভারতবাসী ক্ষাত্রবল প্রয়োগে অনিচ্ছুক। আবার, ভগবৎবিধানে আমাদের এমন অবস্থাও ঘটিয়াছে যে, ইচ্ছা করিলেও ক্ষাত্রবল প্রয়োগে আমাদের অধিকারই নাই। এই কারণে, আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের বড়ই অভাব; যদি বা কোন গ্রন্থে রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের কোন উল্লেখ থাকে, তবে তাহা স্পর্শ মাত্র।

৮২। সামাজিক ইতিহাসের অভাব নাই।

কিন্তু আমাদের দেশে সামাজিক ইতিহাসের বড় একটা অভাব ছিল না, বরঞ্চ প্রাচুর্য্যই ছিল বলিয়া বোধ হয়। দেশে দীর্ঘকালব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিলে যাহা হয়, তাহাই ঘটিয়াছিল—বঙ্গের ইতিহাসে সামাজিক ব্যাপারগুলিই প্রধান স্থান অধিকার করিয়া বসিল। আমাদের দেশে একটা সাধারণ সংস্কার আছে যে, পুরাণাদি এতই কল্পনাপূর্ণ যে, সেগুলির মধ্যে কোন প্রকার ইতিহাসের ধারা সন্ধান করিতে

গেলে গোলোকধাঁধায় পড়িয়া যাইতে হয়। অনেকেরই মতে মুসলমানদিগের আগমনের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে ভারতের প্রকৃত ইতিহাস সংগ্রহের কোনই উপায় নাই। সুখের বিষয়, এই ভ্রান্ত সংস্কার ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইবার উপক্রম হইতেছে। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের কথা, রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক ইতিহাসের যাহা কিছু মূল পুঁথি বা উহাদের নকল সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পাওয়া যাইত, তাহাও বর্গী, বিধর্ম্মী ও বিদেশী প্রভৃতির অত্যাচারে এবং অনেকস্থলে গৃহদাহ, জলপ্লাবন প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্দ্দৈবের কারণে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, ইহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি। তদ্ব্যতীত, এখন বলাও অসম্ভব যে, কোথায় কোন্ তাম্রফলক বা প্রস্তরফলক ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদিগের নিকট আত্মপ্রকাশ করিবার ইচ্ছায় বর্ত্তমানে আত্মগোপন করিয়া আছে। বিস্তর ইতিহাস, বিস্তর তাম্রফলক ও শিলালিপি বিলুপ্ত হইলেও এখনও যাহা পাওয়া যায়, তাহা হইতেই এদেশের ইতিহাস, বিশেষত সামাজিক ইতিহাস সংগ্রহ করা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব, তাহা আমরা মনে করি না।

এই সকল উপকরণ অবলম্বনেই আমরা আজও আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ সম্বন্ধে নানা তথ্যসংগ্রহে সক্ষম হই।

৮০। আদিশূর গৌড়পতি।

এই সকল ইতিহাস হইতে আমরা পাই যে, এক সময়ে রাজা অশোক প্রভৃতি পরাক্রান্ত অনেকগুলি বৌদ্ধ নৃপতির যত্নে ও চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল বন্যার মুখে বেদভিত্তি হিন্দুধর্ম্ম ভাসিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছিল। সম্বত দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি (বা খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগে) কান্যকুব্জ প্রভৃতি দুইএকটী রাজ্য ব্যতীত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তকে বৌদ্ধধর্ম্ম সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। মগধরাজ্য ও গৌড়রাজ্য বিশেষভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। অনুমান হয় যে, আদিশূরের সময়ে বৌদ্ধগণের মধ্যে ধর্ম্মের নামে নানাবিধ অনাচার কদাচার প্রবেশলাভ করায় বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে বৈদিক হিন্দুধর্ম্মের একটা প্রবল প্রতিঘাততরঙ্গ

উঠিয়াছিল, এবং সেই তরঙ্গের সূত্র অবলম্বনেই বৈদিক ধর্ম্মের একান্ত অনুরাগী বঙ্গাধিপতি আদিশূর বৌদ্ধ পালবংশীয় নৃপতিদিগের হস্ত হইতে গৌড়রাজ্য কাড়িয়া লইয়া গৌড়াধিপতিরূপে মূর্দ্ধাভিষিক্ত হন। আদিশূরের বংশই বৈদিক ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন, তাই বংশ-প্রতিষ্ঠাতা শালবান রাজা কুলগ্রন্থে "স্বধর্ম্মপরিপালক"-রূপে উল্লিখিত হইয়াছেন।

৮৪। আদিশূরের পূর্ব্বেও এদেশে অনেক ব্রাহ্মণের বাস ছিল।

এদেশবাসী জনসাধারণের বিশ্বাস যে, রাজা আদি-শূর ক্ষিতীশপ্রমুখ বা ভট্টনারায়ণপ্রমুখ যে পঞ্চগোত্রীয় পঞ্চব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, তাঁহাদের পূর্ব্বে এদেশে কান্যকুব্জ প্রভৃতি বিদেশ হইতে কোনও ব্রাহ্মণের বসবাস তো দূরের কথা, আগমনই ঘটে নাই। কেবল তাহাই নহে, ঐতিহাসিকগণ যেই আবিষ্কার করিলেন যে, আদিশূরের পূর্ব্বেও এদেশে বন্দ্যঘটী ও সাবর্ণ্য-গোত্রীয় ব্রাহ্মণের বাস ছিল, অমনি তাঁহারা স্থির করিলেন যে, আদিশূর কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ আনয়নের কথা

সর্ব্বৈব কাল্পনিক (১৯১)। আমরা ইহা স্বীকার করি না। বঙ্গরাজ্য ও তাহার পরবর্ত্তী গৌড়বাজ্য যেরূপ বহু পূর্ব্বাবধি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহাতে দেশবিদেশ হইতে অন্যান্য লোকের ন্যায় বিভিন্ন-গোত্রীয ব্রাহ্মণদিগেরও বহুপূর্ব্বাবধি এদেশে যাতায়াত মোটেই অসম্ভব নহে। হয়তো এই একটী কাকতালীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল যে, কোন শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণ পূর্ব্বাবধিই বন্দ্যঘটী গ্রামে বাস করিতেছিলেন, এবং উত্তরকালে ভট্টনারায়ণের বংশধর আদিবরাহও রাজার নিকটে ঐ বন্দ্যঘটী গ্রামই লাভ করিয়া বন্দ্য-গ্রামীণ হইয়াছিলেন। তাই বলিয়া আদিশূরের সময়ে শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় ব্রাহ্মণের বঙ্গদেশে আগমন অস্বীকার করা যাইতে পারে না। আদিশূরের সমসময়ে বঙ্গদেশ একটী সুবৃহৎ রাজ্য ছিল এবং একে একে তাহার অনেকগুলি পরাক্রান্ত রাজাও হইয়াছিলেন। অনুমান হয়, বঙ্গদেশের অধিকাংশ প্রজা বৌদ্ধধর্ম্মের অনুরাগী হইলেও রাজারা বৈদিক ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া মধ্যে মধ্যে জাঁকজমকের সহিত যাগযজ্ঞ করিতে আক-

বসিতেন। এই সকল যাগযজ্ঞ উপলক্ষে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে অনেক ব্রাহ্মণের আগমন যে ঘটিয়াছিল, তাহা অনেকটা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

৮৫। কুলগ্রন্থে তিনবার পঞ্চব্রাহ্মণ আগমনের বিশেষ উল্লেখ।

ভারতের এক রাজার দেশ হইতে অপর রাজার দেশে, বিশেষত কান্যকুব্জ ও বঙ্গদেশের পরস্পরের মধ্যে যে অবাধ গতিবিধি ছিল, তাহার প্রমাণের জন্য আমাদিগকে বেশীদূর যাইতে হইবে না। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং গ্রন্থে আছে, আদিশূর যখন যজ্ঞ করিবার অভিপ্রায় সভাস্থ ব্রাহ্মণদিগকে জানাইলেন, এবং তদুত্তরে ব্রাহ্মণগণ যখন বৈদিক যজ্ঞ করিবার অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন, তখন সভাস্থ একজন ব্রাহ্মণ নিবেদন করিলেন যে, তিনি ইতিপূর্ব্বে কান্যকুব্জে গিয়াছিলেন এবং সেখানে ব্রাহ্মণদিগকে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানে কৃতকার্য্য দেখিয়া অনতিপূর্ব্বেই বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন (১৯২)। সাধারণত এইরূপ অবাধ যাতায়াতের

ব্যবস্থা থাকিলেও জনশ্রুতি ও তাহার মূল কুলগ্রন্থসমূহ আলোচনা করিলে অনুমান হয় যে, অন্তত তিনবার তিনটী সুবৃহৎ যজ্ঞানুষ্ঠান উপলক্ষে পাঁচ-পাঁচটী ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে বিশেষভাবে সমানীত হন।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আদিশূর ও ভট্টনারায়ণ গ্রন্থে "পঞ্চব্রাহ্মণ কয়বার আসেন" বিষয়ক একাদশ কথা সমাপ্ত।

দ্বাদশ কথা—পঞ্চব্রাহ্মণ ও সাতশতী।

৮৩। কোন্ তিনবার পঞ্চব্রাহ্মণ আসেন?

প্রথম বিভাগে আদিশূরের কালনির্ণয় উপলক্ষে যে সকল মত আলোচনা করিয়া আসিয়াছি, সেই সকল মতে উল্লিখিত সংখ্যাগুলি সম্বতবাচী ধরিলে আমরা বিশেষভাবে পঞ্চব্রাহ্মণ আসিবার মোটামুটি তিনটী কালবিভাগ দেখিতে পাই—(১) সম্বত সপ্তম শতাব্দীর শেষাশেষি (আনুমানিক ৬৭৫ সম্বত); (২) সম্বত দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি (৯৩৯ সম্বত—৯৫৪ সম্বতের মধ্যবর্ত্তী); এবং (৩) সম্বত দশম শতাব্দীর শেষাশেষি (৯৮৯ সম্বত—৯৯৯ সম্বত)। আমরা দেখি যে, সমস্ত সংখ্যাগুলি সম্বতবাচী ধরিলে জনশ্রুতি ও কুলগ্রন্থসমূহের মধ্যে সুসঙ্গতি ও সামঞ্জস্য সুন্দর রক্ষিত হয়। সম্বত দশম শতাব্দীর শেষাশেষি অন্তত একবার পঞ্চব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, এই মত যাঁহারা পোষণ করেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই বলেন যে, ঐ সময়ে ভট্টনারায়ণ-

প্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণই আসিয়াছিলেন। যাঁহারা অপর দুই সময়ে পঞ্চব্রাহ্মণের আগমন সমর্থন করেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই ক্ষিতীশপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণেরই আগমন সমর্থন করিয়াছেন। আমাদের কিন্তু কুলগ্রন্থ ও জনশ্রুতি আলোচনার ফলে এই অনুমান হয় যে, সম্ভবতঃ সপ্তম শতাব্দীর শেষাশেষি যে একবার পঞ্চব্রাহ্মণ আসেন, তাঁহাদের নাম কুলগ্রন্থকারেরা বিস্মৃত হইয়া কেবল গোত্রমাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি আর একবার ক্ষিতীশপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন; এবং দশম শতাব্দীর শেষাশেষি তৃতীয়বার ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন। ক্ষিতীশপ্রমুখ এবং ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণেরা আদিশূরের রাজত্বকালের ভিতরে তাঁহারই আহ্বানে আসিয়াছিলেন।

৮২। শূদ্রক রাজার কথা।

আমরা উক্ত আলোচনায় দেখিয়া আসিয়াছি যে, কুলার্ণব-গ্রন্থে ৫৪ম শ্লোকে ৬৭৫ বৎসরে পঞ্চব্রাহ্মণের বঙ্গদেশে আসিবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। সেই স্থলে আমরা এই সংশয়ও ব্যক্ত করিয়াছি যে,

সম্ভবত কুলতত্ত্বার্ণব গ্রন্থ সমগ্র পাওয়া যায় নাই—পাওয়া গেলে হয়তো দেখা যাইত যে, গ্রন্থকার বিভিন্ন বৎসরে বিভিন্ন থাকে পাঁচ পাঁচ গোত্রের পাঁচ পাঁচ ব্রাহ্মণ আসিবার কথা বলিতে চাহিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের একাদশ ও দ্বাদশ শ্লোকে দেখা যায যে, "পুরা অর্থাৎ পূর্ব্বকালে অন্ধ্রবংশোদ্ভব অপুত্রক রাজা শূদ্রক কর্ত্তৃক পুত্রেষ্টিযজ্ঞের কারণেই সারস্বত দেশ হইতে ব্রাহ্মণেরা সমানীত হইয়া যজ্ঞান্তে এই ব্রাহ্মণবর্জ্জিত বঙ্গদেশে স্থাপিত হইয়াছিলেন" (১৯৩)। ইহার পর ৫৭ম শ্লোকে ৬৭৫ বৎসরে পঞ্চব্রাহ্মণের আগমন যাহা উল্লিখিত হইয়াছে (১৯৪), আমাদের বলবৎ অনুমান হয় যে, এই বৎসরের সহিত ঐ শূদ্রকসমানীত ব্রাহ্মণদিগের আগমনের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। সম্ভবত প্রতিলিপি করিবার সময় উক্ত বৎসরের উপর ক্ষিতীশ প্রভৃতির আগমন চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। "বিপ্রবর্জ্জিতে" বিশেষণের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, শূদ্রক রাজার সময় বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের অত্যন্ত প্রাবল্য হইয়াছিল—বৈদিক ধর্ম্ম তিরোহিতপ্রায় হইয়াছিল। আর, বঙ্গদেশে সারস্বত ব্রাহ্মণ স্থাপনের

কথা হইতে বুঝা যায় যে, যে সময়ে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, সে সময়ে শূদ্রক নামে অম্বু বংশীয় এক বঙ্গেশ্বর ছিলেন (১৯৫)।

৮৮। সারস্বত ও সপ্তশতী।

শূদ্রকসমানীত এই সারস্বত ব্রাহ্মণেরা কালে, অন্তত আদিশূরের সময়ে সপ্তশতী ব্রাহ্মণে পরিণত হন (১৯৬)। এদেশে "গাঁই" বা গ্রামীণ হইবার প্রণালী হইতে দেখা যায় যে, "গ্রাম" হইতেই "গাঁই"য়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সেই কারণে আমাদের অনুমান হয় যে, ঐ সারস্বত ব্রাহ্মণেরা সম্ভবত সপ্তশতী নামক এক বৃহৎ গণ্ডগ্রামে (১৯৭) বাস করাতে সপ্তশতী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অথবা এইরূপও হইতে পারে যে, আদিশূরের পূর্ব্বেই ঐ প্রথমাগত সারস্বত ব্রাহ্মণেরা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে হইতে ক্রমে সাতশতপ্রায় ঘরে বা পরিবারে দাঁড়াইয়াছিলেন। তখন ক্রমশ সেই সাতশত ঘর হইতে তাঁহাদের গ্রামও সাতশতী নাম পাইল; আবার সেই সাতশতী গ্রাম

হইতেই তথাকার সারস্বত ব্রাহ্মণেরাও সাতশতী ডাকনাম প্রাপ্ত হইলেন। উপরে ১৯৬ সংখ্যক পাদটীকায় উদ্ধৃত বংশীবিদ্যারত্ন-সংগৃহীত এইবিষয়ক কারিকার সত্যতা অনেকের মতে সন্দেহের অতীত না হইলেও উহা হইতে এটুকু বুঝা যায় যে, কুলগ্রন্থকারদের মধ্যে সারস্বত ও সপ্তশতী ব্রাহ্মণদের পরস্পরের একটা ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধের অস্তিত্ব জানা ছিল (১৯৮)।

৮১। বীরসিংহের নিকট সপ্তশতী ব্রাহ্মণপ্রেরণের আখ্যায়িকা।

কুলগ্রন্থে আদিশূর কর্ত্তৃক পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন সম্বন্ধে এই একটী আখ্যায়িকা লিখিত আছে (১৯৯)—'অন্যান্য দেশ জয় করিয়া আদিশূর কাশীরাজকে অধীনতা স্বীকার করিবার জন্য আহ্বান করিয়া তাঁহার নিকট দূত পাঠাইলেন। দূতের কথা শুনিয়া কাশীরাজ মহাক্রুদ্ধ হইলেন এবং "দ্বিজবেদযজ্ঞরহিত তোমার রাজ্য আমার মত লোকের নিকট কখনই মান্য নহে" বলিয়া আদিশূরকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। আদিশূর যুদ্ধ-সজ্জার আদেশ প্রদান করিলে সেই দূত তাঁহাকে

নিবেদন করিল—"আমার এই যুক্তি যে, আপনি কতকগুলি ব্রাহ্মণকে বৃষোপরি স্থাপন করিয়া যুদ্ধার্থে প্রেরণ করুন; গোব্রাহ্মণ দেখিয়া আর সেই রাজা যুদ্ধ করিতে পারিবেন না, কাজেই আপনার জয় হইবে"। তখন রাজা স্বরাজ্যবাসী নিরগ্নিক ব্রাহ্মণগণকে ডাকাইয়া তদনুযায়ী আদেশ করিলেন। গবারোহণ ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ বলিয়া সেই সকল ব্রাহ্মণ রাজার আদেশ পালন করিতে অস্বীকার করায় আদিশূর তাঁহাদিগকে বলিলেন—"আপনারা যদি সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনিতে পারেন, তবে আমি আপনাদের নিকট সত্য অঙ্গীকার করিতেছি যে, সাধু কার্য্যদ্বারা আপনাদিগকে গোবাহন জন্য দোষ হইতে মুক্ত করিয়া দিব"। রাজার আশ্বাস-বাক্যে সপ্তশত ব্রাহ্মণ গোবাহনে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা বীরসিংহপুরে গিয়া বীরসিংহের রাজ্যনাশে প্রবৃত্ত হইলেন। বীরসিংহ তখন পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণকে গৌড়দেশে পাঠাইলেন। আদিশূরের মৃত্যুসময়ে সেই সপ্তশত নিরগ্নিক ব্রাহ্মণের মধ্যে ২৮ জন জীবিত ছিলেন।'

২০। আখ্যায়িকা উল্লেখের কারণ।

এত সহজে যদি কান্যকুব্জ রাজ্য জয় করা যাইত, তবে তো ভাবনাই ছিল না। বীরসিংহের সহিত আদিশূরের এই যুদ্ধসংবাদ এতই হাস্যকর যে, ইহা উল্লেখযোগ্যই নহে। আশ্চর্য্য এই যে, ধ্রুবানন্দ মিশ্রের পুত্র সর্ব্বানন্দ মিশ্রও সম্ভবত বাচস্পতি মিশ্রের উক্তি অনুসরণ করিয়া তাঁহারও গ্রন্থে এই আখ্যায়িকাকে স্থান দিয়াছেন (২০০)। আমরা আখ্যায়িকাটীর উল্লেখ করিলাম ইহাই দেখাইবার জন্য যে, এখানে কান্যকুব্জেশ্বর বীরসিংহকে কাশীরও রাজা বলা হইয়াছে; দ্বিতীয়ত, কাশী ও কান্যকুব্জেরই মধ্যবর্ত্তী ভূভাগকে সম্ভবত কোলাঞ্চ বলা হইত; এবং তৃতীয়ত, বৌদ্ধধর্ম্মের পর ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম যখন আবার প্রবল হইতে লাগিল, সেই সময়ে সম্ভবত বৌদ্ধপ্রভাবে ব্রাহ্মণ্যহীন (২০১) সাতশতী ব্রাহ্মণদিগকে (২০২) জনসাধারণের নিকট নিতান্ত উপহাসের পাত্ররূপে দাঁড় করাইবার জন্যই এই আখ্যায়িকার অবতারণা করা হইয়াছে। আমাদের কিন্তু একটী কথা মনে হয় যে, সম্ভবত বীরসিংহের পরাজয়ে

সাতশতী ব্রাহ্মণেরা কোন-না-কোন বিশেষ উপায়ে আদিশূরকে সাহায্য করিয়াছিলেন। সেই ভিত্তির উপরেই ঐ উপহাস-উক্তি গ্রথিত হইয়াছে। নচেৎ, যে কনৌজরাজের লক্ষ লক্ষ সৈন্য সর্ব্বদাই যুদ্ধার্থে সুসজ্জিত থাকিত, তাঁহাকে করায়ত্ত করিবার জন্য যুদ্ধে অনভিজ্ঞ বৌদ্ধভাবে প্রবণ "অহিংসায় বড়" নিরীহ ৭০০ ব্রাহ্মণকে বৃথারোহণে প্রেরণ! আখ্যায়িকার ভিতর এতটুকু সত্য থাকিলে অথবা ইহার বিস্তৃত প্রচার থাকিলে প্রেমবিলাস ইহার একটুও উল্লেখ করিতেন—কিন্তু এবিষয়ে একটী কথাও উল্লেখ করেন নাই।

১১। বল্লাল কর্তৃক সাতশতী সৃষ্টি।

এড়ু মিশ্র বলেন—বল্লাল সেন রাজা হইলে ব্রাহ্মণগণকে স্বীয় রাজধানীতে আনাইয়া কিছু দান করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ দান লইতে অসম্মত হইলেন। বল্লাল তখন চণ্ডীর আরাধনা করিয়া ব্রাহ্মণ করিবার অধিকার লাভ করিলেন এবং সপ্তশত ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিলেন (২০৩)। এই আখ্যায়িকা হইতে আমাদের মনে হয়, কেবল সাতশতীদের

অ-যাজ্ঞিকতা ও অশ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইতেছে। আরও অনুমান হয় যে, সারস্বত বা সাতশতী ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেকেই বল্লালের দান গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাতশতী-গণের সঙ্গে যখন বহু "পুরা"কালীন রাজা অন্ধ্রক শূদ্রকের যোগ কুলগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, তখন বল্লাল কর্ত্তৃক তাহাদের নূতন সৃষ্টি সম্ভববোধ হয় না।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আদিশূর ও ভট্টনারায়ণ-গ্রন্থে পঞ্চব্রাহ্মণ ও সাতশতী-বিষয়ক
দ্বাদশ কথা সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ কথা—কোন্ বারে কোন্ পঞ্চব্রাহ্মণ আসেন ?

৬২। সম্ভবত সপ্তম শতাব্দীর শেষে কৌশিকাদিগোত্রীয় ব্রাহ্মণ আসেন।

আমরা দেখি যে, কোন কোন কুলগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, আদিশূরপত্নী চন্দ্রমুখীর চান্দ্রায়ণ ব্রত-সম্পাদনের জন্য পাঁচ গোত্রের পাঁচ ব্রাহ্মণ সমানীত হইয়াছিলেন—সর্ব্বপ্রথমে কোন্ "এক" স্বর্ণকৌশিক ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন; তৎপরে রজতকৌশিক ব্রাহ্মণ সমাহূত হইয়াছিলেন এবং তৎপরে কৌণ্ডিন্যকৌশিক, ঘৃতকৌশিক এবং কৌশিক আসিয়াছিলেন (২০৪)। উপরোক্ত নামগুলি কোন লোকের নাম নহে, ঐগুলি গোত্রের নাম (২০৫)। চান্দ্রায়ণের ব্রতসম্পাদনের জন্য এরূপ একে একে পাঁচ গোত্রের পাঁচ ব্রাহ্মণ আনা সম্ভব মনে হয় না। আদিশূরের সময়ে ক্ষিতীশ বা ভট্ট-নারায়ণপ্রমুখ যে পাঁচ-পাঁচজন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম কুলগ্রন্থে উল্লিখিত দেখা যায়; কিন্তু স্বর্ণকৌশিক প্রভৃতি পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণের আগমন

এত সুদূর অতীতে সংঘটিত হইয়াছিল যে, তাহা দু'একটী কুলগ্রন্থ ব্যতীত অন্য কোন কুলগ্রন্থেই উল্লিখিত দেখি না। যে কুলগ্রন্থেও বা ইহার উল্লেখ আছে, তাহাতেও ঐ পঞ্চব্রাহ্মণের নাম উল্লিখিত হয় নাই। অনুমান হয়, কুলগ্রন্থরচনার সময়ে ঐ পঞ্চব্রাহ্মণের নামগুলি বিস্মৃতিসাগরে সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া গিয়াছিল। প্রেমবিলাস প্রকৃতপক্ষে কুলগ্রন্থ নহে, তথাপি গ্রন্থকারের এ সকল পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান ছিল দেখা যায়। একমাত্র প্রেম-বিলাস গ্রন্থে ঐ পঞ্চব্রাহ্মণের নাম উল্লেখ আছে। প্রেম-বিলাস বলেন যে, ঐ পঞ্চব্রাহ্মণকে বিদেশ হইতে ডাকা হয় নাই। আদিশূরের রাজ্যেই যে সকল বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুলীন দেখিয়া পাঁচটী কৌশিক গোত্রের পাঁচটী ব্রাহ্মণকে ডাকাইলেন —স্বর্ণকৌশিক গোত্রের ধর্ম্মনারায়ণ, রজতকৌশিকের শিবশঙ্কর, কৌণ্ডিন্যকৌশিকের জনার্দ্দন, ঘৃতকৌশিকের ভুবনেশ্বর এবং কৌশিকগোত্রের কালিদাস (২০৬)। কেবল ডাকানো নহে; প্রেমবিলাসের মতে আদিশূর

তাঁহাদের দ্বারা একেবারে পুত্রেষ্টিযজ্ঞ করাইলেন, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল না হওয়ায় পত্নী চন্দ্রমুখীর পরামর্শে বৈদিক ক্রিয়াকলাপে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইবার জন্য বীরসিংহের নিকট লোক পাঠান। এই প্রেমবিলাসেই আবার দেখি যে, ক্ষিতীশ প্রভৃতি যে পঞ্চব্রাহ্মণ পুত্রেষ্টিযজ্ঞের নিমিত্ত আনীত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই চন্দ্রমুখীকে চান্দ্রায়ণ ব্রতের দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া লইবার পর সপত্নীক রাজার দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন (২০৭)। এই সকল আলোচনা করিয়া দেখি যে, প্রেমবিলাস লোকগুলির নাম প্রভৃতি ঠিক-ঠাক বলিলেও ঘটনাগুলি উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে চাপাইয়া সুন্দর একটী পুরাণ রচনা করিয়াছেন। আমাদের অনুমান হয় যে, সম্বত সপ্তম শতাব্দীর শেষে শূদ্রক রাজার সময়ে সম্ভবত পুত্রেষ্টি যাগ উপলক্ষেই স্বর্ণকৌশিক প্রভৃতি পঞ্চগোত্রের পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন। তাই না, আদিশূর তাঁহার সভাস্থ ব্রাহ্মণদিগকে সেই পুত্রেষ্টি যজ্ঞসম্পাদক সারস্বত ব্রাহ্মণদিগেরই বংশধররূপে সম্বোধন করিয়া তাঁহারও পুত্রেষ্টি-

যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন ? আদি-শূরের সময়েও পুত্রেষ্টিযজ্ঞ ও তৎসঙ্গে চান্দ্রায়ণব্রত অনুষ্ঠিত হওযায কোন কোন কুলগ্রন্থকার গোলমাল কবিয়া ঐ সাবস্বত ব্রাহ্মণদিগের আগমন আদিশূবেব সমযে সংঘটিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই পঞ্চগোত্রের ব্রাহ্মণ-আগমন এতই সুদূব অতীতে হইয়াছিল যে, অনেক কুলগ্রন্থের মতে ইহাঁদের বংশধরেরা উত্তরকালে আদিশূবানীত পঞ্চব্রাহ্মণেব বংশধবদিগেব সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন (২০৮)।

১০। ক্ষিতীশপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ কবে আসেন ?

আমরা উপবে দেখিয়া আসিয়াছি যে, সম্বত দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি (৯৩৯—৯৫৪ সম্বতের মধ্যে) এক-দল পঞ্চব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন বলিয়া কুলগ্রন্থে উল্লিখিত আছে (২০৯)। আমাদের অনুমান হয়, ক্ষিতীশপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণই সেই পঞ্চব্রাহ্মণ। মহেশ তাঁহার কুল-পঞ্জিকায় ভট্টনারায়ণ প্রভৃতির আগমনের কথা উল্লেখ করিয়া স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের পিতারাও অর্থাৎ ক্ষিতীশ প্রভৃতি পঞ্চব্রাহ্মণও পূর্ব্বে গৌড়দেশে

আসিয়াছিলেন (২১০)। সারাবলীগ্রন্থে মুলোপঞ্চানন-ধৃত কুলার্ণব-বচনে আছে ৮৫৪ (৯৫৪?) বৎসরে ক্ষিতীশপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের পুত্র ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ আদিশূরের পুত্রেষ্টিযজ্ঞ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন (২১১)। এই বচনে "বেদবাণাহিমে" অর্থাৎ ৮৫৪ বৎসর উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু "বেদবাণগ্রহে" কিম্বা ৯৫৪ বৎসরবাচক শব্দ থাকিলেই সকল দিকে সুসঙ্গতি হয়। সম্বন্ধনির্ণয়কার বলেন যে, দেবীবরের মতে ক্ষিতীশপ্রমুখ (২১২) এবং ধ্রুবানন্দাদির মতে ভট্টনারায়ণ প্রভৃতির আগমন দেখা যায়। আমরা কিন্তু দেবীবরের কারিকাতেও যখন ভট্টনারায়ণ প্রভৃতিরও আগমন উল্লিখিত দেখি (২১৩), তখন আমাদের এই অনুমান অন্যায় হইবে না যে, ক্ষিতীশপ্রমুখ এবং ভট্টনারায়ণপ্রমুখ উভয় দলই গৌড়ে আসিয়াছিলেন, কিন্তু বিভিন্ন সময়ে। আমাদের বিশ্বাস যে, সম্ভবত দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি যখন আদিশূর চন্দ্রমুখীকে বিবাহ করিবার পর গৌড়-রাজ্য জয় করিয়া অভিষিক্ত হইবার, সুতরাং রাজসূয়-

সদৃশ কোন এক বিরাট যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিলেন (২১৪), সেই সময়ে ক্ষিতীশপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন। বিপ্রকুলকল্পলতায় কারিকায় ৯৯৯ সম্বতে অভিষেকের উল্লেখ আছে। আমাদের কিন্তু অনুমান হয় যে, সম্বত দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি ঐ ঘটনা হইয়াছিল। ৯৯৯ সম্বতে যে পুত্রেষ্টিযজ্ঞ হইয়াছিল, তাহা মুলোপঞ্চানন খুব স্পষ্টরূপেই বলিয়াছেন; এবং আমরাও দেখি যে, জনশ্রুতি অনুসারে পুত্রেষ্টির পরেই তাঁহার পুত্র জন্মিয়াছিল। আদিশূরের কাল-নির্ণয়ের আলোচনায় আমরা এবিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। যে সকল কুলগ্রন্থে ক্ষিতীশ প্রভৃতির আগমন উল্লিখিত দেখি, তাহাদের অনেক-গুলিতেই ভট্টনারায়ণ প্রভৃতিরও, যে সূত্রেই হৌক না কেন, আগমনের কথা উল্লিখিত দেখি। সুতরাং উভয় দলেরই পঞ্চব্রাহ্মণের আগমন, কিন্তু বিভিন্ন সময়ে, ধরা অসঙ্গত হইবে বলিয়া মনে করি না। বিশেষত, ভট্টনারায়ণাদিকে পাঠাইবার জন্য আদিশূরের পত্র এবং বীরসিংহের প্রত্যুত্তর বলিয়া যাহা প্রসিদ্ধ আছে,

তাহাতে দেখা যায় যে, উক্ত পত্রে "পুনরপি" অর্থাৎ "আবরও" ব্রাহ্মণ পাঠাইবার কথা এবং উক্ত প্রত্যুত্তরে "পূর্ব্বসাথ্যের" কথা উল্লিখিত আছে (২১৫)।

১৪। ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণের বঙ্গে আগমন।

আদিশূরের পুত্রেষ্টিযজ্ঞে ক্ষিতীশ প্রভৃতি পঞ্চ-ব্রাহ্মণের আগমন কোন কোন কুলগ্রন্থে উল্লিখিত থাকিলেও অনেকগুলি কুলগ্রন্থেই ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি পঞ্চব্রাহ্মণেরই আগমন উল্লিখিত হইয়াছে দেখা যায়, এবং ইহার সমর্থক জনশ্রুতিও প্রবলতর দৃষ্ট হয়। ইতিপূর্ব্বে আমরা যে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি, তাহাতে আমাদের সিদ্ধান্ত অনেকবার ইঙ্গিত করিয়া আসিয়াছি যে, ৯৯৯ সম্বতে আদিশূর কর্ত্তৃক পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ উপলক্ষেই ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি পঞ্চব্রাহ্মণ আনীত হন। আমাদের ন্যায় সম্বন্ধনির্ণয়কার ৺লালমোহন বিদ্যানিধিমহাশয় (২১৬) এবং বল্লালমোহমুদ্গর-প্রণেতা ৺উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্নমহাশয়ও (২১৭) বিভিন্ন পন্থা অবলম্বনে ঐ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন দেখি। আমরা অবশ্য এমন কথা বলি না

যে, আমাদের সিদ্ধান্ত গণিতসিদ্ধান্তের ন্যায় নির্ভুল। আর একটী কথা ইতিপূর্ব্বেই উপরে বলিয়া আসিয়াছি যে, যে সকল কুলগ্রন্থে ক্ষিতীশপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণের আগমন সমর্থিত হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশেই ভট্ট-নারায়ণ প্রভৃতিরও আগমন উল্লিখিত হইয়াছে দেখা যায়। যে সকল কুলগ্রন্থকার ক্ষিতীশ প্রভৃতির পর ভট্টনারায়ণ প্রভৃতিরও আসিবার কথা বলিয়াছেন, তাঁহাদের উক্তি সম্বন্ধে আমাদের এই একটী প্রশ্ন উঠে যে, কুলগ্রন্থে দেখা যায় যে, ক্ষিতীশ প্রভৃতি পঞ্চ-ব্রাহ্মণের ৫৬টী পুত্র জন্মিয়াছিল (২১৮), কিন্তু তাঁহা-দিগকে গ্রাম দিবার কথা বা তাঁহাদিগের নামে কোন "গাঁই" হইবার কথা উঠে না কেন? ভট্টনারায়ণ প্রভৃতির পুত্রগণেরই বা নামে "গাঁই" হয় কেন? ইহা-তেই খুব দৃঢ় অনুমান হয় যে, ক্ষিতীশ প্রভৃতি পুত্রেষ্টি-যজ্ঞের সময়ে আসেন নাই, ভট্টনারায়ণ প্রভৃতিই আসিয়াছিলেন। যাঁহাদের মতে ক্ষিতীশ প্রভৃতি পুত্রেষ্টিযজ্ঞে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা আরও বলেন যে, তাঁহারা স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত

হওয়ায় স্ব-স্ব পুত্র ভট্টনারায়ণ প্রভৃতিকে সঙ্গে করিয়া গৌড়ে ফিরিয়া আসেন (২১৯)। কিন্তু কুলগ্রন্থে দেখা যায় যে, সে সময়ে শ্রীহর্ষের বয়স ৯০ বৎসর এবং ভট্টনারায়ণের বয়স ৮০ বৎসর (২২০)। ইহাঁরা যদি মেধাতিথি ও ক্ষিতীশের পুত্র হন, তবে তাঁহাদের বয়স অন্তত ১১০ ও ১০৫ বৎসরের কাছাকাছি হওয়া উচিত। কিন্তু সে বয়সে গৌড় হইতে তাঁহাদের পক্ষে কান্যকুব্জে ফিরিয়া গিয়া পুনরায় এদেশে প্রত্যাবর্ত্তন সাধারণত সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু যদি ৯৫৪ সম্বতে ক্ষিতীশ ও মেধাতিথির গৌড়ে আগমন, এবং যজ্ঞান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনও ধরা যায়, তবে তাহা অসঙ্গত হইবার পরিবর্ত্তে সুসঙ্গতই হয়। এইরূপ ধরিলে, ইতিপূর্ব্বে আদিশূর ও বীরসিংহের পরস্পারের মধ্যে যে পত্রব্যবহারের উল্লেখ করিয়াছি, তাহারও সহিত সুসঙ্গতি রক্ষিত হয়।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আদিশূর ও ভট্টনারায়ণগ্রন্থে কোন্ বারে কোন্ পঞ্চব্রাহ্মণ আসেন বিষয়ক ত্রয়োদশ কথা সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ কথা—ভট্টনারায়ণ প্রভৃতির বঙ্গে আগমনের কারণ।

আমাদের সিদ্ধান্ত আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, ভট্টনারায়ণ প্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ ৯৯৯ সম্বতে বঙ্গদেশে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আগমনকাল লইয়াও যেমন নানা মতভেদ দেখা যায়, সেইরূপ তাঁহাদের আগমনের কারণ লইয়াও মতভেদ আছে।

১৫। বাজপেয়-যজ্ঞ।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার "পৃথিবীর ইতিহাসের" অন্তর্গত "ভারতবর্ষ"-গ্রন্থে বলেন যে, দুর্গামঙ্গলের মতে অনাবৃষ্টিনিবারণকল্পে "বাজপেয়" যজ্ঞ সম্পাদনার্থ পঞ্চব্রাহ্মণ আনীত হন (২২১)। আমরা কিন্তু সাহিত্যপরিষৎ হইতে প্রকাশিত দুর্গামঙ্গল-গ্রন্থে এবিষয়ে কোন কথাই দেখিতে পাই নাই। মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মার রাজাবলী-গ্রন্থেও এই কারণই উল্লিখিত হইয়াছে (২২২)। "রাঢ়ীয়

ব্রাহ্মণের আদিবংশ"-লেখক ও কুলশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ৺শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁহার পুস্তিকাতে বলেন যে, "জনশ্রুতি এই যে, 'আদিশূর নামে বঙ্গ-দেশে রাজা ছিল। অনাবৃষ্টি হেতু পঞ্চব্রাহ্মণ আনিল' " (২২৩)। কিন্তু আমরা কোনও বিশ্বাসযোগ্য কুলগ্রন্থে এই কারণের উল্লেখ দেখি না। আর যদি বা সেরূপ কোন ঘটনা ঘটিয়াও থাকে, তাহাও আদিশূরের সময়ে হইয়াছিল বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। জনশ্রুতি-মূলক উপরোক্ত কারিকাতেও কোন্ পঞ্চব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। সম্ভবত আদিশূরের পিতৃপিতামহ কাহারও কর্ত্তৃক অনা-বৃষ্টি নিবারণকল্পে কোন যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সেই কারণে কোনও পঞ্চব্রাহ্মণ আনীত হইয়াছিলেন। সম্ভবত সেই কথাই উক্ত কারিকাতে ধ্বনিত হইয়াছে।

১৩। প্রাসাদে গৃধ্রপতন।

ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিতং গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, "আদিশূরের প্রাসাদের উপর এক গৃধ্র পড়িয়াছিল। রাজা ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া স্বদেশের পণ্ডিত-

দিগকে একসভায় আহ্বান করিয়া অমঙ্গল শান্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। পণ্ডিতেরা সেই গৃধ্রকে ধরিয়া তাহারই মাংসে হোম করাই একমাত্র উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন। তখন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—সেই গৃধ্রকে ধরিবার উপায় কি? সভাস্থ পণ্ডিতগণ সকলেই নিরুত্তর। সভাস্থ এক ব্রাহ্মণ অনতিপূর্ব্বেই কান্যকুব্জ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তিনিই সভার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া নিবেদন করিলেন—"মহারাজ, আমি তীর্থযাত্রা উপলক্ষে কান্যকুব্জে গিয়াছিলাম। সেখানেও রাজবাটীতে এক গৃধ্র পড়িয়াছিল। কান্যকুব্জ-রাজ ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগকে আনাইয়া তাঁহা-দের দ্বারা সেই গৃধ্রকে মন্ত্রবলে ধরাইয়া তাহারই মাংসে হোম করাইয়াছিলেন, ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আপনিও সেই ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগকে আনাইয়া সেই কার্য্য করান"। ইহা শুনিয়া আদি-শূর সেই ব্রাহ্মণের সঙ্গে দূত পাঠাইয়া ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ, ছান্দড় ও বেদগর্ভ নামক সাগ্নিক পঞ্চ-ব্রাহ্মণকে সপত্নীক ও যজ্ঞোপকরণসহ এদেশে আনাইয়া

পূর্ব্বাবধি রচিত স্থানে বহুমানপুরঃসর বাস করাইয়াছিলেন" (২২৪)।

১৭। আখ্যায়িকা সম্বন্ধে মন্তব্য।

এই আখ্যায়িকা হইতে দেখা যায় যে, ভারতের দেশ হইতে দেশান্তরে ব্রাহ্মণাদির অবাধ যাতায়াত বন্ধ ছিল না। গৃহের উপরে গৃধ্রপতন এখনকার মত তখনও গুরুতর অমঙ্গলের কারণ বলিয়া বিবেচিত হইত দেখা যায়। এই আখ্যায়িকাতেই তো দেখা যায় যে, কান্যকুব্জরাজ সম্বন্ধেও গৃধ্রপতনের এক আখ্যায়িকা সংযুক্ত করা হইয়াছে। আবার ১০০১ শকে বা ১১৩৬ সম্বতে আর একদলের পঞ্চগোত্রের পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়নের কারণস্বরূপে সম্ভবত বঙ্গদেশের বা বরেন্দ্রভূমির কোন এক অংশের অধিপতি শ্যামল বর্ম্মার সঙ্গে গৃধ্রপতনের এইরূপ একটী আখ্যায়িকা সংযুক্ত করা হইয়াছে (২২৫)। ইতিপূর্ব্বে আমরা ইঙ্গিত করিয়া আসিয়াছি যে, সম্বত দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি আদিশূর সম্ভবত রাজসূয়ের অনুরূপ কোন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকিবেন। আমাদের অনুমান হয় যে, গৃধ্রপতন জন্য যদি বা

কোন যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তবে তাহা ঐ বৃহত্তর যজ্ঞানুষ্ঠান উপলক্ষে আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের দ্বারা উহার পূর্ব্বেই শেষ করা হইয়াছিল। আমাদের কিন্তু মনে হয় যে, গৃধ্রপতনের জন্য কোন যজ্ঞই অনুষ্ঠিত হয় নাই। সম্ভবত কান্যকুব্জরাজ ঐরূপ একটা যজ্ঞ করিয়াছিলেন; তাঁহারই সঙ্গে সমকক্ষতা দেখাইবার জন্যই ঐরূপ একটা যজ্ঞানুষ্ঠান আদিশূরেরও স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া হইল; আবার পরে, তাঁহারই সঙ্গে সমকক্ষতা দেখাইবার জন্য অন্যতর রাজা শ্যামল-বর্ম্মার পারিষদগণ তাঁহারও স্কন্ধে ঐরূপ একটা যজ্ঞানুষ্ঠান চাপাইতে বিরত হইলেন না। আমাদের এরূপ অনুমান করিবার কারণ এই যে, কোনও প্রামাণিক কুলগ্রন্থে আমরা এই আখ্যায়িকা উল্লিখিত দেখি না।

১৮। ভগবৎপ্রীতির উদ্দেশ্যে যজ্ঞ।

দুই একটী কুলগ্রন্থে দেখি যে, ভগবৎপ্রীতিসাধনের ইচ্ছায় আদিশূর একবার যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহার সভাস্থ পণ্ডিতেরা তৎসাধনে অক্ষমতা

প্রকাশ করিলেন। তখন আদিশূর শ্বশুর বীরসিংহের নিকট হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ আনাইয়া লয়েন (২২৬)। এই ঘটনা যদি সত্যই ঘটিয়া থাকে, তবে তাহাও সম্ভবত সম্ভবত দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি অনুষ্ঠিত কোন বিরাট যজ্ঞানুষ্ঠানের সমসময়েই ঘটিয়া থাকিবে—সে সময়ে আদিশূর গৌড় জয় করিয়া একটু নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন; অথবা কান্যকুব্জ-জয়ে যাত্রা করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ভগবানের প্রীতিসাধনের জন্য ছোটখাটো এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এবং গৌড়জয়ের পর রাজসূয়সদৃশ এক বিরাট যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যাই হউক, মোটের উপর মনে হয় যে, এই ঘটনা যদি প্রকৃত হয়, তবে তাহা দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি ক্ষিতীশ প্রভৃতি দ্বারাই সংসাধিত হইয়াছিল। "ঠাকুরপরিবারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ"-পুস্তিকায় আছে যে, আদিশূর প্রজাগণের মধ্যে অধর্ম্মের (সম্ভবত বৌদ্ধধর্ম্মের) প্রসারনিবারণকল্পে যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য বীরসিংহের নিকট হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন (২২৭)। ইহাও উপরোক্ত প্রবাদের প্রকারান্তর বলিয়াই মনে হয়।

১৯। চান্দ্রায়ণ-ব্রতের জন্য ?

বারেন্দ্র কুলাচার্য্যদের মতে আদিশূরপত্নী চন্দ্রমুখী একবার চান্দ্রায়ণ ব্রত অনুষ্ঠানে কৃতসংকল্প হন। সেই ব্রতসম্পাদনের উপযুক্ত ব্রাহ্মণ সমস্ত গৌড়রাজ্যে না পাওয়ায় আদিশূর কান্যকুব্জ দেশ হইতে পাঁচ গোত্রের পাঁচ ব্রাহ্মণ আনান। কিন্তু ইঁহাদের মতে পূর্ব্বোক্ত কৌশিক প্রভৃতি গোত্রের পঞ্চব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন। আমাদের মতে, মাত্র এই পাপক্ষয়সাধক চান্দ্রায়ণ ব্রত-সম্পাদনের জন্য ঘনঘটার সহিত অন্য রাজ্য হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠানো সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছি যে, কুলগ্রন্থে উক্ত আছে যে, এই পঞ্চব্রাহ্মণ একসঙ্গে একযোগে আসেন নাই; কিন্তু আগে একজন, কিছুকাল পরে আর একজন, আরও কিছুকাল বাদে আর একজন, এইভাবে ক্রমে ক্রমে আসিয়াছিলেন। সুতরাং মনে হয় না যে, চান্দ্রায়ণ ব্রতের জন্য ইঁহাদিগকে বিশেষ-ভাবে আনা হইয়াছিল, [illegible] উল্লিখিত দেখি যে, [illegible]

কৌশিকাদি-গোত্রীয় পঞ্চব্রাহ্মণের দ্বারা পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ করাইয়া কোনও ফল না পাওয়াতেই অবশেষে তিনি বীরসিংহের নিকট পঞ্চব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠাইলেন, এবং ক্ষিতীশপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ আসিয়া প্রথমে চন্দ্রমুখীকে চান্দ্রায়ণ ব্রতের দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া লইয়া পরে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন করেন (২২৮)। এই পুত্রেষ্টি যে ক্ষিতীশপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নহে, ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি পঞ্চ-ব্রাহ্মণের দ্বারাই হওয়া সম্ভব, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে ইঙ্গিত করিয়া আসিয়াছি।

১০০। পুত্রেষ্টি-যজ্ঞের জন্য ?

পুত্রেষ্টি যজ্ঞের জন্য যে পঞ্চব্রাহ্মণ আনীত হইয়া-ছিলেন, এসম্বন্ধে জনশ্রুতিও প্রবল, এবং অনেক কুলগ্রন্থে তাহার সমর্থন পাওয়া যায়। কুলজ্ঞার্ণবে আছে যে, পুরাকালে, সম্ভবত আদিশূরের পূর্ব্বপুরুষ শালবান বঙ্গাধিপতি হইবার পূর্ব্বে, রাজা শূদ্রক কর্ত্তৃক যে সকল সারস্বত ব্রাহ্মণ বঙ্গে সংস্থাপিত হইয়াছিলেন, আদিশূর তাঁহাদিগকে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবার অভিপ্রায়ে

জানাইলে তাঁহারা সে বিষয়ে নিজেদের অক্ষমতা জানাইলেন। আদিশূর অগত্যা বীরসিংহের নিকট পঞ্চব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠাইলেন (২২৯)। প্রেমবিলাস গ্রন্থে এই কথাই সমর্থিত দেখি (২৩০)। নুলো পঞ্চাননও বলেন যে, পঞ্চব্রাহ্মণ কর্তৃক পুত্রেষ্টি যজ্ঞের ফলেই আদিশূরের পুত্রকন্যা জন্মে (২৩১)। অন্য কোন কুলগ্রন্থে কন্যা হইবার কথা উল্লিখিত দেখি নাই। ধ্রুবানন্দ মিশ্র হরিমিশ্র ও এড়ু মিশ্রের কারিকা অনুসরণ করিয়া পুত্রেষ্টির জন্য পঞ্চব্রাহ্মণের বঙ্গে আগমন সমর্থন করেন (২৩২)। রামজয়-কৃত বৈদ্যকুলপঞ্জিকায় আছে —"ভূশূর নামক পুত্র আদি নৃপতির। মুনিপঞ্চকের যজ্ঞে জন্ম যাঁর স্থির (২৩৩)॥" কুলার্ণব ও কুলপঞ্জিকায় আছে—পুত্রেষ্টি যজ্ঞের জন্য পুত্রদারসমন্বিত পঞ্চব্রাহ্মণ আদিশূর কর্তৃক যথাবিধি পূজিত হইয়াছিলেন (২৩৪)। আবার কুলরমাতে উক্ত হইয়াছে যে, আদিশূর কর্তৃক শ্রীহর্ষপ্রমুখ ব্রাহ্মণগণের সহিত ভট্টনারায়ণ যজ্ঞার্থে আনীত হন (২৩৫)। এই সমস্ত মিলাইয়া আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা

যায় যে, পুত্রেষ্টি যজ্ঞের জন্যই ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চ-ব্রাহ্মণ আদিশূর কর্ত্তৃক ৯৯৯সম্বতে বঙ্গদেশে সমানীত হইয়াছিলেন।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আদিশূর ও ভট্টনারায়ণ-গ্রন্থে ভট্টনারায়ণ প্রভৃতির বঙ্গে আগমনের কারণ-বিষয়ক চতুর্দ্দশ কথা সমাপ্ত।

পঞ্চদশ কথা—বঙ্গে পঞ্চব্রাহ্মণের আগমন-বিষয়ক আরও কয়েকটী কথা।

১৩১। কাল আসেন।

ফুলো পঞ্চানন বলেন যে, ৯৯৯ সম্বতের মাঘ মাসে শুক্লপক্ষের পুষ্যা নক্ষত্রে ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ উপলক্ষে রাজা আদিশূরের আহ্বানে বঙ্গদেশে আগমন করেন (২৩৬)। কিন্তু ভট্টগ্রন্থে আছে, ৯৯৪ শকে ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন (২৩৭)। আমরা কিন্তু ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়া দেখিয়া আসিয়াছি যে, এই সিদ্ধান্তের মূল বলিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার পাঠ বিশুদ্ধ নহে। "ঠাকুরপরিবারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ"-লেখক তো এবিষয়ে কোনও প্রমাণই দেন নাই। যদিও তিনি ভাটের কথার উপরেই নির্ভর করিয়া বলিয়াছেন যে, ৯৯৪ শকের (অর্থাৎ ১০৭২ খৃষ্টাব্দের বা ১১২৯ সম্বতের) কার্ত্তিক মাসে শুক্লপক্ষীয় বিতে বৃহস্পতিবারে ভট্টনারায়ণপ্রমুখ

পঞ্চব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন। ৯৯৯ সম্বত হইতে ১১২৯ সম্বতের ব্যবধান হইল ১৩০ বৎসর—প্রায় চারি পুরুষের ব্যবধান। আদিশূর হইতে চারি পুরুষের পরে আমরা প্রদ্যুম্নশূর ও বরেন্দ্রশূরের আবির্ভাব দেখি (২৩৮)। "গৌড়ে ব্রাহ্মণ"গ্রন্থে "কুলাচার্য্য-গ্রন্থ এবং প্রাচীন কুলাচার্য্যদিগের কথা" অনুসরণ করিয়া ইহাই সমর্থিত হইয়াছে (২৩৯) দেখি। কোন কোন কুলগ্রন্থে, বিশেষত বারেন্দ্রকুলশাস্ত্রে, আদিশূর হইতে চারি পুরুষ পরে না ধরিয়া তৃতীয় পুরুষে প্রদ্যুম্ন ও বরেন্দ্রের আবির্ভাব ধরা হয় (২৪০)। বিপ্রকুলকল্পলতায় প্রদ্যুম্ন ও বরেন্দ্র আদিশূরের জামাতা নিভুজ সেনের পুত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন (২৪১)। "বারেন্দ্র কুলশাস্ত্রগ্রন্থে এ বিষয়ে আরও একটী জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। আদিশূরের পর ভূশূর, এবং তৎপরে বরেন্দ্রশূর ও প্রদ্যুম্নশূর নামে দুই ভ্রাতা রাজা হন। তাঁহাদের সময়ে বিপ্লব সংঘটিত হইয়া বরেন্দ্র এক দেশে ও প্রদ্যুম্ন অন্য দেশে রাজ্যস্থাপন করায় কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগের অনুসরণ করিয়াছিলেন। বরেন্দ্রের আবাসানুসারে বরেন্দ্র-

দেশ এবং ভুরিশ্রেষ্ঠের রাজ্য রাঢ়দেশ নামে খ্যাত। বাসস্থানের নামানুসারে কালক্রমে ব্রাহ্মণগণ রাঢ়ী ও বারেন্দ্র নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা জনশ্রুতি মাত্র" (২৪২)। কিন্তু কুলতত্ত্বার্ণবে আছে যে, ভূশূর যখন ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া রাঢ়দেশে চলিয়া আসেন, সেই সময়ে তাঁহারই সঙ্গে ক্ষিতীশ প্রভৃতি পঞ্চব্রাহ্মণের ২৩ পুত্রের মধ্যে (আমরা কিন্তু দেখিয়াছি ৫৬ পুত্র) ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি পাঁচ ব্রাহ্মণই রাঢ়দেশে চলিয়া আসেন এবং পরে তাঁহাদেরই বংশধরেরা রাঢ়ী আখ্যা প্রাপ্ত হন (২৪৩)। এই সকল আলোচনা করিয়া এইটুকু বুঝিয়াছি যে, আদিশূরের মৃত্যুর পর ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক ভূশূরের পরাজয়ের ফলেই হউক বা জাতিবিরোধের কারণেই হউক, ছোটখাটো একটা বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল। অনুমান হয়, সেই বিপ্লবের সময়ে ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি পঞ্চব্রাহ্মণের বংশধরদিগের ভিতরেও জাতিবিরোধ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। কাজেই, সেই সকল বংশধরদিগের মধ্যে যিনি যে দেশে সুবিধা মনে করিয়াছিলেন, তিনি সেই

দেশেই উপনিবেশ করিয়াছিলেন। সেই অবধি রাঢ়ী ও বারেন্দ্রের মধ্যে একটা বিভেদরেখা ভালরূপ দাঁড়াইয়া গেল। ভট্টগ্রন্থে সম্ভবত বংশধরদিগের এই উপনিবেশ-কার্য্যটা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ পঞ্চব্রাহ্মণের উপর দিয়াই উক্ত হইয়াছে।

১০২। কোথা হইতে আসেন ?

এখন দেখা যাক্ যে, ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ কোন্ দেশ হইতে—কান্যকুব্জ দেশের কোন্ অংশ হইতে আসিয়াছিলেন ? কান্যকুব্জ যে কিরূপ সুসমৃদ্ধ ও সুবিস্তৃত রাজ্য ছিল, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি। বাচস্পতিমিশ্রের কুলরাম গ্রন্থে আছে যে, "কোলাঞ্চ হইতে ব্রাহ্মণগণ গৌড়ে মিলিত হইয়াছিলেন" (২৪৪)। হরিমিশ্রও ঐ কথা সমর্থন করেন (২৪৫)। কারিকা পড়িলে মনে হয়, কান্যকুব্জের কোন এক অংশ সাধারণতঃ কোলাঞ্চ নামে প্রসিদ্ধ ছিল; এবং সেই অংশের প্রধান গ্রামের নাম ছিল সম্ভবতঃ কোলাঞ্চ। সেই কোলাঞ্চ ও তাহার নিকটবর্ত্তী কয়েকটি গ্রামে ভট্ট-নারায়ণপ্রমুখ ব্রাহ্মণেরা পিতৃপিতামহক্রমে বাস

করিতেন। সর্ব্বানন্দ মিশ্রের কুলতত্ত্বার্ণব গ্রন্থেও ঐ কথাই উক্ত হইয়াছে (২৪৬)। প্রেমবিলাস বলেন, 'ক্ষিতীশ (সুতরাং তাঁহার পুত্র ভট্টনারায়ণও বটে) কাহারও মতে জম্বুভট্ট গ্রাম হইতে এবং কাহারও মতে ডিল্লিভট্টর গ্রাম হইতে আসেন (২৪৭)। বীতরাগ (সুতরাং তাঁহার পুত্র দক্ষও বটে) আসল কোলাঞ্চ গ্রাম হইতে আসেন। ইহাঁদিগকে সকলে কৌলাঞ্চ-গ্রামবাসী বলিয়া জানে। সুধানিধি (সুতরাং তাঁহার পুত্র ছান্দড়ও বটে) তাড়িত বা তাড়ি দেশ হইতে; মেধাতিথি (সুতরাং তাঁহার পুত্র শ্রীহর্ষও বটে) ওড়ম্বর গ্রাম হইতে, এবং সৌভরি (সুতরাং তাঁহার পুত্র বেদগর্ভও বটে) মন্ত্রগ্রাম হইতে আসেন।' কায়স্থকুলদীপিকাতে আছে যে, পঞ্চব্রাহ্মণের অনুচরেরাও আপনাদিগকে "কোলাঞ্চ হইতে আগত" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (২৪৮)। এদিকে ধ্রুবানন্দ মিশ্র বলেন যে, আদিশূরের দূত বৈজয়ন্তদেশ বা কাশীতে কান্যকুব্জরাজের নিকট পত্র লইয়া যায় (২৪৯)। এই সকল আলোচনা করিয়া অনুমান হয় যে, কান্য-

কুব্জরাজ্যের অন্তর্গত বৈজয়ন্ত বা কাশীদেশেরই এক অংশে কোলাঞ্চ প্রভৃতি পঞ্চগ্রাম অবস্থিত ছিল। উপরোক্ত পঞ্চগ্রামই কোলাঞ্চ গ্রামেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সাধারণতঃ কোলাঞ্চ নামেই চলিয়া যাইত বলিয়া অনুমান হয় (২৫০)।

১০৩। তাঁহাদের অনুচর কে?

পঞ্চব্রাহ্মণের সঙ্গে পাঁচজন অনুচর তাঁহাদের দেহ-রক্ষীরূপে আসিয়াছিলেন (২৫১)—ভট্টনারায়ণের সঙ্গে সৌকালীনগোত্রীয় মকরন্দ ঘোষ, শ্রীহর্ষের সহিত কাশ্যপগোত্রীয় বিরাট গুহ, দক্ষের সহিত গৌতম-গোত্রীয় দশরথ বসু, ছান্দড়ের সহিত মৌদগল্যগোত্রীয় পুরুষোত্তম দত্ত এবং বেদগর্ভের সহিত বিশ্বামিত্রগোত্রীয় কালিদাস মিত্র আসিয়াছিলেন (২৫২)। কুলতত্ত্বার্ণব এই অনুচরগণকে ব্রাহ্মণের ঔরসে ও ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে জাত বলিবার জন্য বিশেষ যত্ন লইয়াছেন দেখা যায় (২৫৩)। কেবল তাহাই নহে, উহাঁদিগকে ব্রাহ্মণ্যধর্মীও বলা হইয়াছে (২৫৪)। প্রেমবিলাসে

(২৫৫) পঞ্চব্রাহ্মণের সঙ্গে পঞ্চভৃত্য আসিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে—ক্ষিতীশের সঙ্গে মকরন্দ ঘোষ, বীতরাগের সঙ্গে দশরথ বসু, সুধানিধির সঙ্গে পুরুষোত্তম দত্ত, মেধাতিথির সঙ্গে বিরাট গুহ এবং সৌভরির সঙ্গে কালিদাস মিত্র। কায়স্থকুলদীপিকায় আছে যে, ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি পঞ্চব্রাহ্মণ যথাক্রমে পূর্ব্বোক্তমত দাস বা পরিচারক সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। সারাবলীগ্রন্থে নুলো পঞ্চাননধৃত কুলার্ণববচনে আছে যে ক্ষিতীশ প্রভৃতিরই সঙ্গে উপরোক্ত দাস বা পরিচারকগণ আসিয়াছিলেন (২৫৬)। কায়স্থকুলদীপিকাতেও সঙ্গীগণ আপনাদিগকে পরিচারকরূপে অভিহিত করিয়াছেন দেখা যায় (২৫৭)। আমরা এগুলি দেখাইলাম এই জন্য যে, কুলতত্ত্বার্ণবের উক্তি অনুযায়ী পঞ্চব্রাহ্মণের পঞ্চ সঙ্গীকে সঙ্কর জাতি বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। একটী বিশেষ কথা এই দেখি যে, কুলগ্রন্থের মধ্যে, ক্ষিতীশ প্রভৃতি আসেন বা ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি আসেন, তাঁহারা কখন্ আসেন, এ সকল বিষয়ে নানা মতভেদ থাকিলেও কোন্ গোত্রীয় ব্রাহ্মণের

সঙ্গে কোন্ গোত্রীয় কে সঙ্গী আসিয়াছিলেন, সে বিষয়ে এতটুকু মতভেদ দেখা যায় না।"

১৮৪। কোন্ বেশে আসেন?

বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার কুলরামে বলেন যে, পঞ্চ-ব্রাহ্মণ বর্ম্মপরিহিত দেহে অসি, বাণ, তূণীর, কোদণ্ড ধারণ করিয়া অশ্বারোহণে আসিয়াছিলেন (২৫৮)। পার্ব্বতীশঙ্কর রায় চৌধুরী তাঁহার 'আদিশূর ও বল্লালসেন' গ্রন্থে বলেন যে, এইরূপ প্রবাদ আছে যে, "ব্রাহ্মণপঞ্চক বর্ম্ম, চর্ম্ম ও ধনুর্বাণধারী যোদ্ধৃবেশে ভূষিত হইয়া অশ্বারোহণে রাজদ্বারে উপস্থিত হন" (২৫৯)। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং গ্রন্থে আছে যে, পঞ্চব্রাহ্মণ পরদিন চর্ম্মপাদুকা ধারণ করিয়া সূচীবিদ্ধ বস্ত্রে আবৃত-দেহে চর্ব্বিত তাম্বুলরসে অধরোষ্ঠ রঞ্জিত করিয়া রাজার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন (২৬০)। বাচস্পতি মিশ্রের কুলরামোক্ত উক্তি কুলতত্ত্বার্ণব সম্পূর্ণই সমর্থন করিয়াছেন (২৬১)। প্রেমবিলাস বলেন যে, যোদ্ধৃ-বেশে পঞ্চব্রাহ্মণ আসেন (২৬২)। এই সকল আলোচনা করিয়া মনে হয় যে, সে সময়ে প্রত্যেক

রাজ্যের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও রাজ্য হইতে রাজ্যান্তরে যাইবার পথঘাট নিতান্ত নিরাপদ ছিল না।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আদিশূর ও ভট্টনারায়ণ
গ্রন্থে বঙ্গে পঞ্চব্রাহ্মণের আগমন সম্বন্ধীয়
আরও কয়েকটী কথা বিষয়ক
পঞ্চদশ কথা সমাপ্ত।

ষোড়শ কথা—পুত্রেষ্টিযজ্ঞ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

১০৫। পঞ্চব্রাহ্মণ কোথায় আসেন?

পঞ্চব্রাহ্মণ কোথায় আসিয়া পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি না। কিন্তু এ সম্বন্ধে যাহা কিছু তথ্যের সন্ধান পাইয়াছি, তাহা কৌতূহলপ্রদ বলিয়া এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং গ্রন্থে আছে—রাজা আদিশূর পঞ্চব্রাহ্মণকে পূর্ব্বাবধি নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়াছিলেন(২৬৩)। এই নির্দ্দিষ্ট স্থান যে কোথায়, তাহা এ পর্য্যন্ত নির্ভুলরূপে স্থিরীকৃত হয় নাই। বলা বাহুল্য যে, আদিশূর তাঁহার গৌড়রাজ্যের ভিতরেই কোন স্থান তাঁহাদের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। বারেন্দ্রকুলপঞ্জীতে আছে—পঞ্চব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে "গঙ্গাবিধৌত মনোজ্ঞ গৌড়ে গমন করেন" (২৬৪)। বচনটীর মূল পড়িলেই বুঝা যায় যে, কারিকাকার এখানে

গৌড়নগরের পরিবর্ত্তে গৌড়রাজ্যেরই উল্লেখ করিয়াছেন। জনশ্রুতি এই যে, রামপাল নগরীতেই পঞ্চব্রাহ্মণ সর্ব্বপ্রথম আসিয়া বিশ্রাম করেন (২৬৫)। "রামপাল নগরী এক সময়ে বুড়ীগঙ্গার নিকটবর্ত্তী ছিল। এখন যেমন বড়গঙ্গা গৌড় হইতে সুদূরে রাজমহলের পশ্চিম দিয়া প্রবাহিত, পদ্মা ও বুড়ী-গঙ্গাও তদ্রূপ কালমাহাত্ম্যে রামপাল হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বে রামপাল নিশ্চয়ই পদ্মা (বড় গঙ্গা) বা বুড়ী গঙ্গার তীরবর্ত্তী ছিল" (২৬৬)। সম্বন্ধ-নির্ণয়কারেরও মতে পঞ্চব্রাহ্মণ বিক্রমপুরের রাজধানী রামপাল নগরেই আসিয়াছিলেন (২৬৭)। আদিশূরের সময়ে রামপাল যে তাঁহার রাজধানী ছিল, তাহা আমরা লঘুভারতে দেখিতে পাই (২৬৮)।

১০৬। মল্লকাষ্ঠের আখ্যায়িকা।

যাঁহাদের মতে পঞ্চব্রাহ্মণ সর্ব্বপ্রথম রামপালে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা নিজ মতসমর্থনে একটী আখ্যায়িকা উল্লেখ করেন। ব্রাহ্মণেরা "চরণে চর্ম্ম-পাদুকা, সর্ব্বাঙ্গ সূচীবিদ্ধ বস্ত্রে আবৃত, এইরূপ বেশে

তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে রাজবাটীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দ্বারবানকে কহিলেন, ত্বরায় রাজার নিকট আগমন সংবাদ দাও। * * * রাজা অবিলম্বেই তাঁহাদিগের সম্বর্দ্ধনা করিবেন, ইহা স্থির করিয়া ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিবার নিমিত্ত জলগণ্ডূষহস্তে দণ্ডায়মান হইলেন। এদিকে রাজা তাঁহাদের দেশের বর্ণনা শুনিয়া তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন না। তখন ব্রাহ্মণেরা করস্থিত আশীর্ব্বাদবারি নিকটস্থ এক মল্লকাষ্ঠে নিক্ষেপ করিলেন। চিরশুষ্ক মল্লকাষ্ঠ সঞ্জীবিত, পল্লবিত ও ফলফুলে সুশোভিত হইয়া উঠিল। * * * বিক্রমপুরের লোকে বলেন, বল্লালসেনের বাটীর দক্ষিণে যে দীঘি আছে, তাহার উত্তরপাড়ে পাকা ঘাটের উপর ঐ বৃক্ষ অদ্যাপি সজীব আছে। বৃক্ষ অতি বৃহৎ, নাম গজারি বৃক্ষ। এতজ্জাতীয় বৃক্ষ বিক্রমপুরে আর কোথাও নাই” (২৬৯)। বাচস্পতি এবং দেবীবরও এই আখ্যায়িকা সমর্থন করেন (২৭০)। বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার কুলরামেও এই আখ্যায়িকা সম্পূর্ণ সমর্থন

করেন (২৭১)। এই গজারি-বৃক্ষ সম্বন্ধে "আদিশূর ও বল্লালসেন" রচয়িতা পার্ব্বতীশঙ্কর বাবু বলেন— "বিক্রমপুরান্তর্গত মেঘনা নদীর পূর্ব্ব উপকূলে রামপাল নামক স্থানে প্রায় দুই মাইল দীর্ঘ এক প্রকাণ্ড সরোবরের খাত বিদ্যমান আছে। এই সরোবরের নাম রামপাল দীঘি এবং এই দীঘি হইতে উক্ত স্থানের নাম রামপাল হইযাছে। সরোবরের অনতিদূরে পরিখা-বেষ্টিত কতিপয় পুরাতন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসকলের অধিবাসীগণ এই ভগ্ন অট্টালিকা বল্লালের রাজপ্রাসাদ বলিয়া পরিচয় দেয়। পরিখার স্থানে স্থানে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বেষ্টিত ভূমিখণ্ডের বিস্তৃতি এবং বাহ্যাবয়ব দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, এই স্থানে এক অতি প্রবল পরাক্রান্ত ও ধনশালী রাজার রাজধানী ছিল। ভগ্ন প্রাসাদের পুরদ্বারে একটী প্রাচীন গজাড়ী বৃক্ষ বিদ্যমান আছে। সকলেই এই গজাড়ী বৃক্ষটীকে আদিশূরানীত পঞ্চব্রাহ্মণপ্রদত্ত আশীর্ব্বাদে জীবিত মল্লকাষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করে"(২৭২)। এই আখ্যায়িকার

ভিতর কোন্ ঐতিহাসিক সত্যের কতটুকু নিহিত আছে, তাহা বর্ত্তমানে বাহির করা অত্যন্ত দুরূহ। তবে এই-টুকু মনে হয় যে, রামপালে পঞ্চব্রাহ্মণের আগমন-সংক্রান্ত কোন একটা বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছিল। "রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের আদিবংশ" লেখক ৺শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, "পালবংশীয় রাজা-দিগের রাজত্বকালে গৌড়ের রাজধানী বগুড়ার নিকটবর্ত্তী স্থানে ছিল, শূরবংশীয় রাজাদিগের রাজধানী দিনাজপুরের অন্তর্গত মালাদহের (মালদহ) নিকটবর্ত্তী স্থানে কালিন্দী নদী ও মহানন্দা সংযোগে অবস্থিত ছিল ; বল্লালসেনের রাজধানী বিক্রমপুরে ছিল ; এবং লক্ষ্মণসেনের রাজধানী নবদ্বীপে ছিল" (২৭৩)। ইঁহার সমর্থনে তিনি কোন প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই।

১০৭। হোম কোথায় অনুষ্ঠিত হয় ?

আমাদের অনুমান হয় যে, পঞ্চব্রাহ্মণ সর্ব্বপ্রথম রামপালে উপস্থিত হইলেও সেখানে কোন যজ্ঞ, অন্তত পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ সম্পাদন করেন নাই ; পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ

সম্ভবত গৌড়ের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। নগেন্দ্র বাবু বলেন, "আদিশূর যে সময়ে গৌড়ের অধীশ্বর, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে তৎকালে রাজধানী ছিল" (২৭৪)। আদিশূর-পুত্র ভূ-শূরের ধর্ম্ম-পাল কর্ত্তৃক পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে বিতাড়িত হইবার কথা কুলগ্রন্থে উল্লিখিত হইবার কারণে আমাদের অনুমান হয় যে, গৌড়জয়ের পর অবধি রাজকার্য্য পরিচালনার জন্য পৌণ্ড্রবর্দ্ধনই রাজধানী নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, এবং রামপাল পৈত্রিক রাজধানী ছিল। এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের "এক ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে 'হোম দীঘী' বা 'হোমং দীঘী' নামে এক প্রাচীন স্থান আছে, কেহ কেহ মনে করেন এখানে আদিশূরানীত পঞ্চব্রাহ্মণ হোম করিতেন" (২৭৫)।

১০৮। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন কোথায়?

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর কোথায় অবস্থিত ছিল, তদ্বিষয়ে নানা মতভেদ আছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এবিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিয়া বলেন—"গৌড়

নামক বিস্তীর্ণ ভূভাগের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। কথা-সরিৎসাগরপাঠে কতকটা বুঝা যায়, পৌণ্ড্রনগরী গঙ্গার কিছু দূরে অবস্থিত ছিল। চীন-পরিব্রাজক হিউ-এন-সিয়াং এই নগরে আসিযাছিলেন, অনেক নৌ-কার্য্যালয় দেখিয়াছিলেন। তিনি গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-রাজ্যে প্রবেশ করেন। * * * প্রসিদ্ধ মালদহ নগরের দুই ক্রোশের উত্তরপূর্ব্বে ও গৌড় নগর হইতে ৮ ক্রোশ উত্তরে ফিরোজাবাদ নামে এক অতি প্রাচীন স্থান আছে। স্থানীয় লোকেরা এই স্থানকে 'পোঁড়োবা' বা 'পুঁড়োবা' (বড় পুঁড়ো) নামে অভিহিত করে। এই স্থানের এক ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে ও মালদহের আড়াই ক্রোশ উত্তরে 'বার-দোয়ারী' 'পুঁড়োবার' ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। পোঁড়োবা অথবা পুঁড়োবা শব্দ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অথবা পুণ্ড্রবর্দ্ধন শব্দেরই অপভ্রংশ বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। স্থায়ী লোকেরাও বলিয়া থাকেন যে, এখানে বহুকাল গৌড়ের রাজগণ আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন হিন্দু-কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ, বহুতর ভাস্কর ও শিল্পসমাযুক্ত

ভগ্ন মন্দিরাদির নিদর্শন, এবং বহুসংখ্যক কূপতড়াগাদির প্রাচীন গর্ত্ত এখানকার হিন্দু রাজত্বের অতীত কীর্ত্তি বিশেষরূপে ঘোষণা করিতেছে। এই ধ্বংসাবশেষ পুঁড়োয়ার 'বাবদোয়ারী' হইতে দক্ষিণপশ্চিমে গঙ্গাতট পর্য্যন্ত প্রায় ১২ ক্রোশের অধিক স্থান জুড়িয়া আছে। * * * এই স্থান এখনকার গঙ্গাস্রোত হইতে প্রায় ৭।৮ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। কিন্তু এখনকার নদীর অবস্থা যেরূপ দেখিতেছি, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। বর্ত্তমান মালদা সহরের পরপারে যে কালিন্দী নদী বহিতেছে, এক সময়ে ভাগীরথী এই অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত হইত। মালদহের দুই ক্রোশ পশ্চিমে ভাগীরথীপুর নামে একখানি গণ্ডগ্রাম রহিয়াছে। তাহারই কিছু দূরে ভাগীরথী নামে এক ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া বুড়ীগঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। অনেকের বিশ্বাস, পূর্ব্বকালে এই ভাগীরথী দিয়াই গঙ্গার মূলস্রোত বহিত ও মালদার পার্শ্বে প্রবাহিত মহানন্দার অদূরে কালিন্দীর সহিত মিলিত ছিল। সুতরাং বহুজনাকীর্ণ বিখ্যাত পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর

গঙ্গার অনতিদূরে ও মহানন্দার তট হইতে বর্ত্তমান 'বারদোয়ারী' পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত ছিল, তাহা অসম্ভব নহে" (২৭৬)।

১০৯। যজ্ঞান্তে দক্ষিণাপ্রাপ্ত পঞ্চগ্রাম।

প্রসিদ্ধি আছে, আদিশূর যজ্ঞসমাপনান্তে দক্ষিণা-স্বরূপে পঞ্চব্রাহ্মণকে পাঁচখানি গ্রাম প্রদান করেন (২৭৭)। সেই পাঁচখানি গ্রাম কি কি, এবং সেগুলি কোথায় অবস্থিত, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। হরিমিশ্র প্রভৃতি কুলাচার্য্যের মতে পঞ্চব্রাহ্মণ গৌড়ে আসিলে গৌড়াধিপ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁহাদিগকে যথাবিধি পূজা করিয়া বসবাসের জন্য পাঁচখানি "শাসন" গ্রাম দিয়াছিলেন (২৭৮)। সম্বন্ধনির্ণয়কার বলেন—ভট্টনারায়ণ পাইয়াছিলেন পঞ্চকোটি, দক্ষ পাইলেন কামকোটি, ছান্দড় পাইলেন হরিকোটি, শ্রীহর্ষ কঙ্কগ্রাম এবং বেদগর্ভ বটগ্রাম (২৭৯)। এই কয়টী গ্রাম যে আদিশূর বাছিয়া বাছিয়া ইহাঁকে উহাঁকে দিয়াছিলেন তাহা মনে হয় না। সম্ভবত আদিশূর যজ্ঞান্তে পঞ্চ-

ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের নিকট শুনিয়া যিনি যে গ্রাম নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে সেই গ্রামই দিয়াছিলেন (২৮০)। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং গ্রন্থে আছে, যজ্ঞান্তে আদিশূর পঞ্চব্রাহ্মণকে বহুসৌধশোভিত পুরপঞ্চকে বাস করাইলেন (২৮১)। মনে হয়, এখানে ঐ দক্ষিণা-স্বরূপে প্রদত্ত পঞ্চগ্রামই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

১৪০। পঞ্চগ্রামের অবস্থান।

নগেন্দ্র বাবু বহু অনুসন্ধান করিয়া কামঠী বা কামকোটি গ্রাম ব্যতীত অপর চারিটী গ্রামের অবস্থান যাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল (২৮২)।

(ক) ব্রহ্মপুরী।

ব্রহ্মপুরীর বর্ত্তমান নাম ব্রহ্মপুর। ইহা মালদহ হইতে ৫ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে ও ভাগীরথীর ১ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত (অক্ষাং ২৪°৫৩´৫৫´´ উঃ ও দ্রাঘি০ ৮৮°৮´৩৫´´ পূঃ)।

(খ) হরিকোটি।

হরিকোটির বর্ত্তমান নাম হরিপুর। ইহা ভাগীরথীপুরের অর্দ্ধক্রোশ উত্তরপশ্চিমে ও কালিন্দী নদীর দক্ষিণে বিদ্যমান (অক্ষাং ২৫°৩´ উঃ ও দ্রাঘিঃ ৮৮° ৬´৪৫´´ পূঃ)।

(গ) কঙ্কগ্রাম।

কঙ্কগ্রামের বর্ত্তমান নাম কাঁকড়ী। এখন রাজসাহী জেলায় ও গঙ্গার দেড় ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত (অক্ষাং ২৪°৩৮´৪৫´´ উঃ ও দ্রাঘিং ৮৮°২´ পূঃ)।

(ঘ) বটগ্রাম।

বটগ্রামের বর্ত্তমান নাম বটরিয়া বা বটোড়ি। মালদহ জেলায় গঙ্গার তটে অবস্থিত (অক্ষাং ২৪°৪৬´ ৪৫´´ উঃ ও দ্রাঘিং ৮৮°১৩´৫০´´ পূঃ)।

নুলোপঞ্চাননের গোষ্ঠীকথায় আমরা এ সম্বন্ধে পাই —হরিকোটি (মেদিনীপুর) কংসাবতী নদীর তীরবর্ত্তী ; পঞ্চকোটির সীমা মল্ল, বরাহ, শিখর, সিংহভূম প্রভৃতি মালক্ষেত্রের (মালভূমের ?) নগর ; কামকোটি হইল

নিশ্চিত বীরভূম; কঙ্কগ্রাম হইল "বাণকুণ্ডা, গঙ্গা হইতে দূর"; এবং বটগ্রাম বর্দ্ধমানে (২৮৩)।

এই চারি গ্রামেরও আর পূর্ব্বতন সমৃদ্ধির কিছুই নাই; সগুবাক নারিকেলাদিশোভিত (তাম্রশাসন-বর্ণিত) ব্রাহ্মণশাসন গ্রামের এখনও কতক কতক নিদর্শন রহিয়াছে। যাঁহারা উড়িষ্যায় ব্রাহ্মণশাসন গ্রামসমূহ দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসে উক্ত চতুর্গ্রামের প্রাচীন নিদর্শন কতকটা বুঝিতে পারিবেন (২৮৪)।

১১১। যজ্ঞান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন।

একটী প্রবাদ আছে যে, পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ যাঁহারা করিয়াছিলেন, তাঁহারা যজ্ঞ সমাপনান্তে স্বদেশে প্রত্যা-গমন করিয়াছিলেন। সেখানে অনাদৃত হইয়া গৌড়ে ফিরিয়া আসেন। কুলতত্ত্বার্ণব বলেন যে, ক্ষিতীশ প্রভৃতি পঞ্চব্রাহ্মণ যজ্ঞ সমাপনান্তে স্বদেশে ফিরিযা গেলেন। কিন্তু বঙ্গদেশে যাওয়া.এবং অজ্ঞাত জনের যাজকতার জন্য জ্ঞাতিগণ তাঁহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা রাজা বীরসিংহকে সেই বিষয়

জানাইলে বীরসিংহ জ্ঞাতিবর্গকে নানাপ্রকারে বুঝাই-লেও তাঁহারা সেই পঞ্চব্রাহ্মণকে বিনা প্রায়শ্চিত্তে কিছুতেই পুনর্গ্রহণে সম্মত হইলেন না। তখন তাঁহারা পুত্রকলত্র ও ভৃত্যগণের সহিত বঙ্গ-দেশে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহারা আদিশূরের নিকট সমস্ত বিবরণ বলিলে আদিশূর তাঁহাদিগকে গঙ্গার তীরবর্ত্তী পঞ্চগ্রাম দান করেন (২৮৫)। কিন্তু কুলতত্ত্বার্ণবের মতে ক্ষিতীশ প্রভৃতি স্বদেশ হইতে ফিরিয়া আসিবার পরই ঐ পঞ্চকোষ্ঠি (বা ব্রহ্মপুরী) প্রভৃতি পঞ্চগ্রাম পাইয়াছিলেন। সম্ভবত পঞ্চকোটির অপর নাম ছিল ব্রহ্মপুরী, অথবা ভট্টনারায়ণ পঞ্চকোটি গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া তাহার নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া ব্রহ্মপুরী রাখিয়াছিলেন। প্রেমবিলাস-গ্রন্থে কুল-তত্ত্বার্ণবের মতই সমর্থিত হইয়াছে দেখি (২৮৬)। প্রেমবিলাস-গ্রন্থে কিন্তু এই সঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে, ক্ষিতীশ প্রভৃতির সঙ্গে প্রথমে ভট্টনারায়ণ, সুসেন, ধরাধর, গৌতম এবং পরাশর আসিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে দামোদর, দক্ষ, ছান্দড়, শ্রীহর্ষ ও বেদগর্ভ

আসিলেন (২৮৭)। আমাদের মতে কুলতত্ত্বার্ণব বা প্রেমবিলাসের পঞ্চব্রাহ্মণের জাতিচ্যুতির আখ্যায়িকা যুক্তিসহ নহে।

১১২। জাতিচ্যুতির আখ্যায়িকা যুক্তিসহ নহে।

আদিশূরকে নীচ ক্ষত্রিয় বা অজ্ঞাত জন বলিয়া বলা হইয়াছে। ইহাতেই অনুমান হয়, কোনও অজ্ঞাত কারণে, সম্ভবত বৈদ্যজাতিকে সম্মানে একটু লঘু করিবার জন্যই, আদিশূরকাহিনীতে পঞ্চব্রাহ্মণের আগমনসূত্রে এই আখ্যায়িকার সমাবেশ করা হইয়াছে। কুলগ্রন্থ মতেই তো দেখা যায় যে, পুত্রেষ্টিযজ্ঞের জন্য দ্বিতীয়বার আদিশূর পঞ্চব্রাহ্মণ আনান। আর আদি-শূর তো বীরসিংহের জামাতা ছিলেন, বঙ্গের অধিপতি ছিলেন। যদি কোনও গোলযোগ হইয়াই ছিল, তাহা প্রথমবারে হইবার কথা। আর প্রথমবারে যদি বা তাহা হইয়াই থাকে, তবে বীরসিংহ এতবড় মূর্খ ছিলেন না যে, নিজে অপমানিত হইবার জন্য পুনরায় পঞ্চব্রাহ্মণ বঙ্গে পাঠাইতে স্বীকার করিবেন। হইলেও

হইতে পারে যে, সম্বত দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি ক্ষিতীশ প্রভৃতি যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া যখন দেশে ফিরিয়া যান, তখন জ্ঞাতিবিরোধের কারণে এবং আদি-শূরের নিকট তাঁহাদের "প্রাপ্তি" দেখিয়া জ্ঞাতিরা তাঁহাদিগকে স্বদেশে "কোণঠেসা" করিয়াছিলেন, কিন্তু বীরসিংহ নিশ্চয়ই তাহা মিটাইয়া দিয়াছিলেন অথবা কোন উপাযে তাহা চাপা পড়িয়াছিল। সম্ভবত সেই ঘটনাটী কোন কারণে পুত্রেষ্টি-যজ্ঞের সঙ্গে লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রেমবিলাসের উক্তি আমরা স্বীকার করিতে পারি না আরও এই কারণে যে, সমস্ত কুল-গ্রন্থে প্রেমবিলাসের বিপরীতে একবাক্যে ভট্টনারায়ণ, দক্ষ প্রভৃতি পঞ্চব্রাহ্মণের একত্র গৌড়ে আগমন বলা আছে। আমরা অনুমান করি যে, জাতিচ্যুতির কারণে নহে, কিন্তু বঙ্গদেশ রমণীয় অর্থাৎ আহারাদি-বিষয়ে সুখস্বাচ্ছন্দ্যপ্রদ বলিয়াই পঞ্চব্রাহ্মণের অন্যান্য পুত্রেরা ক্রমশ বঙ্গে আসিয়াছিলেন (২৮৮)। জাতিচ্যুত না হইলেও ক্ষিতীশ প্রভৃতিকে বোধ হয় দেশে বেশ একটু অসুবিধা ভোগ করিতে হইত, তাই বীরসিংহ

আদিশূরের প্রার্থনা ঘোষণা করিতেই ক্ষিতীশ প্রভৃতির বংশধরেরাই বঙ্গে যাইবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন।

১১৩। দক্ষিণা ব্যতীত পঞ্চ অনুগঙ্গ গ্রাম প্রদত্ত।

কুলগ্রন্থ আলোচনা করিলে অনুমান হয় যে, দক্ষিণাস্বরূপে পঞ্চব্রাহ্মণ যে পাঁচখানি গ্রাম পাইয়াছিলেন, তদ্ব্যতীত তাঁহাদের বসবাসের জন্যও গঙ্গার তীরবর্ত্তী আরও পাঁচখানি গ্রাম দেওয়া হইয়াছিল। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং গ্রন্থে আছে যে, "যজ্ঞান্তে পঞ্চব্রাহ্মণকে বহু সৌধশোভিত পুরপঞ্চকে বাস করাইলেন; সেই পুরপঞ্চকে এক বৎসর বাস করিবার পব রাজা ভট্টনারায়ণের নানা লোকাতীত কর্ম্মে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে (এবং সম্ভবত অন্য চারিজনকেও) গ্রাম দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন (২৮৯)। ক্ষিতীশবংশাবলীতে কেবলমাত্র ভট্টনারায়ণের কথা উল্লিখিত থাকিলেও আমাদের অনুমান যে, রাজা তাঁহাদের সকলকেই আরও একএকখানি গ্রাম দিয়াছিলেন। গোষ্ঠীকথায় আমাদের এই অনুমানের সমর্থন পাই। মুলোপঞ্চানন বলেন—ছান্দড় হরিকোটি হ্যঙীত্ব

গঙ্গাবাসের জন্য ত্রিবেণী পাইয়াছিলেন; ভট্টনারায়ণ পঞ্চকোটি ব্যতীত কালীঘাট পান; দক্ষ কামকোটি ব্যতীত জাহ্নবীনগর তর্ত্তীপুর (ছাপঘাটিয়া মহানা) পান; শ্রীহর্ষ কঙ্কগ্রাম ব্যতীত গঙ্গাবাসের জন্য অগ্রদ্বীপ পান; এবং বেদগর্ভ বটগ্রাম ব্যতীত শান্তি-পুরের অপর পারে গুপ্তপল্লী (গুপ্তিপাড়া) প্রাপ্ত হন (২৯০)।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আদিশূর ও ভট্টনারায়ণ গ্রন্থে পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বিষয়ক ষোড়শ কথা সমাপ্ত।

সপ্তদশ কথা—পঞ্চব্রাহ্মণের বংশপরিচয়।

১১৪। পাঁচ গোত্র।

উপরে যাহা কিছু আলোচনা করিয়া আসিয়াছি, তাহা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, ৯৯৯ সম্বতে ভট্টনারায়ণাদি পঞ্চব্রাহ্মণ আদিশূর কর্ত্তৃক বঙ্গে আনীত হইয়া এখানেই বসবাস করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ভট্টনারায়ণ ছিলেন শাণ্ডিল্যগোত্রীয়, দক্ষ কাশ্যপগোত্রীয়, শ্রীহর্ষ ভরদ্বাজগোত্রীয়, বেদগর্ভ সাবর্ণিগোত্রীয়, এবং ছান্দড় বাৎস্যগোত্রীয়।

১১৫। গোত্র কি?

সম্বন্ধনির্ণয়কার বলেন, পূর্ব্বে ঋষিরা নানা কার্য্যের জন্য অনেকগুলি করিয়া ধেনু রক্ষা করিতেন। সেগুলির নাম হোমধেনু। তাহাদের রক্ষার ভার শিষ্য ও সন্তানদের উপর অর্পিত হইত। হিংস্র জন্তু-দের হস্ত হইতে রক্ষার জন্য ঋষিরা নিজ নিজ আশ্রমের অনতিদূরে একএকটা গোচারণ স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া

লইতেন। ঐ স্থানগুলি বৃতি দ্বারা বেষ্টিত থাকিত, সুতরাং হিংস্র বন্যজন্তু সহসা সেগুলির মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না। এই সকল স্থানে গোধন ত্রাণ বা রক্ষা পাইত বলিযা এগুলির নাম হইল গোত্র। ক্রমে একস্থলে অনেকগুলি ঋষির “গোত্র” নির্দ্দিষ্ট হওযায বিভিন্ন গোত্রের পৃথক পৃথক নামকরণ হয। তখন সেই সেই ঋষিকে গোত্রপ্রবর্ত্তক বলিয়া ধরা হইল। তাঁহাদের সন্তান বা শিষ্যগণ তাঁহাদেব গোত্র-সম্ভূত বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে গোত্র শব্দে বংশ ও তদ্বংশসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিমাত্রকে বুঝাইতে লাগিল (২৯১)।

১১৩। প্রবর কি?

এদেশের ক্রিয়াকর্ম্মে ব্রাহ্মণদিগের গোত্র বলিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের প্রবরও উল্লেখ করিতে হয়। প্রবর কি? বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন—ঋষিদিগেব মধ্যে ক্রমে যখন নামসাদৃশ্য হইতে লাগিল, তখন সেই সদৃশনামা বিভিন্ন ঋষিদিগকে প্রবরের দ্বারা বিশেষিত করা হইতে লাগিল। ঐ সকল ঋষিদিগের

সন্তান বা শিষ্যদের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি শ্রেষ্ঠতা লাভ করিলেন, তাঁহাদিগেরই নামে 'প্রবর' প্রচলিত হইল। এইরূপে 'প্রবর' দ্বারা এক গোত্রে যতগুলি বংশের সংশ্রব থাকে, তাহা সহজে উপলব্ধ হয় (২৯২)।

১১৭। "বেদী" কি ?

সেকালে কোন ব্রাহ্মণের পরিচয় লইতে গেলে তাঁহার নাম, গোত্র ও প্রবর প্রভৃতির সঙ্গে তিনি কোন্ বেদী তাহাও জিজ্ঞাসা করা হইত। পুরাকালে কোন ব্রাহ্মণ চতুর্ব্বেদ না হউক, অন্তত একটী বেদেরও কোন এক অংশ না পড়িলে ব্রাহ্মণ বলিয়াই গণ্য হইতেন না। এখনও কোন ব্রাহ্মণের গৃহে কোন ক্রিয়া-কর্ম্ম হইলে তাহা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের অধীত বেদবিহিত প্রণালী অনুসারেই অনুষ্ঠিত হয়। সেই অনুষ্ঠানে "কুলক্রমাগত অবলম্বিত বেদ বা শাখা পরিত্যাগ পুরঃসর অন্য বেদের বা শাখার মন্ত্রাদি পাঠ হয় না, এবং পূর্ব্বপুরুষগণের অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকলাপ অনুসারে অন্য বেদাদির নিয়মানুযায়ী কার্য্যের অনুষ্ঠান

হয় না” (২৯৩)। যে ব্রাহ্মণের ক্রিয়াকলাপ যে বেদঃ বিহিত প্রণালী অনুসারে সাধারণত অনুষ্ঠিত হইত, তাঁহাকে তৎ-বেদী বলা যাইত।

১১৮। পঞ্চব্রাহ্মণের কে কোন্ বেদী?

বঙ্গদেশে ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণের যে বংশধরেরা আছেন, তাঁহারা রাঢ়ী ও বারেন্দ্রভেদে বিভক্ত। তন্মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসীগণ অধিকাংশই বারেন্দ্র এবং পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীগণ অধিকাংশই রাঢ়ী। রাঢ়ী ও বারেন্দ্রভেদের কারণ এখন আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সামবেদেরই চর্চ্চা অধিক। ইহাঁদিগের অধিকাংশই প্রায় সামবেদী ও কুথুমশাখী, অর্থাৎ সামবেদের কুথুমশাখাবিহিত প্রণালী অনুসারেই ক্রিয়াকার্য্য করেন। যাঁহারা ঋগ্বেদী, তাঁহাদিগের যাবতীয় বৈদিক ও গৃহ্য কর্ম্ম আশ্বলায়ন শাখার নিয়মে সম্পন্ন হয়। যজুর্ব্বেদীদিগের যাবতীয় বৈদিক গৃহ্যকর্ম্ম কাণ্বশাখার মন্ত্রে সম্পাদিত হয় (২৯৪)। সহেশ তাঁহার

কুলপঞ্জিকায় পঞ্চব্রাহ্মণকে সামবেদে লব্ধগৌরব বলিয়াছেন (২৯৫)। কুলার্ণবের বচন ধরিয়া নুলো পঞ্চানন তাঁহার সারাবলী গ্রন্থে বলেন—ভট্টনারায়ণ ও দক্ষ তিন বেদে অভিজ্ঞ ছিলেন, শ্রীহর্ষ অথর্ববেদে কুশল ছিলেন, চতুর্ব্বেদী ছান্দড় এবং তাঁহার সমতুল্য বেদগর্ভ সামবেদে পারগ ছিলেন (২৯৬)। প্রেমবিলাসের মতে ক্ষিতীশ ও বীতরাগ চতুর্ব্বেদে এবং সুধানিধি, মেধাতিথি ও সৌভরি ত্রিবেদে পারদর্শী ছিলেন (২৯৭)। আমরা এখানে তাঁহাদের পুত্রগণ উদ্দিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া ধরিতে পারি। "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" প্রণেতা বলেন যে, যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে অধ্বর্য্য, হোম ও উদ্গান, এই তিন ক্রিয়ার প্রয়োজন। তন্মধ্যে অধ্বর্য্যসম্বন্ধীয় কার্য্য যজুর্ব্বেদী দ্বারা, হোম ঋগ্বেদী দ্বারা, এবং উদ্গান সামবেদী দ্বারা নিষ্পন্ন হইবার বিধি পূর্ব্ব হইতেই আছে (২৯৮)। শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কেন যে বলিলেন (২৯৯)—"কান্যকুব্জে সামবেদী ও যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কোন বেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন না। সামবেদী ও যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ আদিশূরের যজ্ঞস্থলে

আসিয়াছিলেন” (৩০০), তাহা আমরা বুঝিতে পারি-লাম না।

১১৯। দক্ষের পূর্ব্বপুরুষ।

যে পঞ্চব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দক্ষ কাশ্যপগোত্রীয়। সেই কাশ্যপ গোত্রে মহাতপস্বী কৃষ্ণমিশ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র তমিস্র; তাঁহার পুত্র ওঙ্কার; তাঁহার পুত্র স্বর্ণ; তাঁহার পুত্র জয়; তাঁহার পুত্র বীতরাগ। ক্ষিতীশ প্রভৃতির সঙ্গে ইনি গৌড়ে গিয়াছিলেন (৩০১)। প্রেমবিলাসের মতে বীতরাগের সুপণ্ডিত দ্বাদশ পুত্র—সুসেন, দক্ষ, ভানু-মিশ্র, কৃপানিধি, ইন্দ্র, চন্দ্র, মহেশ, রুদ্র, জীব, হরিহর, বলদেব ও দানব (৩০২)। কিন্তু হরিমিশ্র ও কুলার্ণবের মতে বীতরাগের চারি পুত্র—সুসেন, দক্ষ, ভানুমিশ্র ও কৃপানিধি (৩০৩)। এড়ুমিশ্র ও কুলপঞ্জিকার মতে প্রথম চারি পুত্র সুভদ্রার গর্ভজাত (৩০৪)। বীতরাগের দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের মধ্যে ইন্দ্র প্রভৃতি পাঁচ-জন বিখ্যাত ছিলেন (৩০৫)। আমাদের অনুমান হয় যে, বীতরাগের পুত্রগণের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ খ্যাতি

লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই নাম হরিমিশ্র ও কুলার্ণব কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে।

১২০। শ্রীহর্ষের পূর্ব্বপুরুষ।

ভরদ্বাজগোত্রে মেধাতিথির অষ্টাদশ পুত্র—আদ্য, মধ্য, গৌতম, বিশ্রুত, শ্রীহর্ষ, শ্রীধর, শ্রীকৃষ্ণ, শিব, দুর্গাদাস, রবি, শশী, ধ্রুব, নিকর, প্রতাপ, প্রভাব, গণেশ, অক্ষ এবং বজ্র (৩০৬)। কুলতত্ত্বার্ণবের মতে মেধাতিথির শ্রীহর্ষ প্রভৃতি আট পুত্র (৩০৭)। এড়ুমিশ্র এবং কুলরমার মতে মেধাতিথির পুত্রগণের মধ্যে কয়েকজন বিখ্যাত ছিলেন এবং কয়েকজন "জঘন্য" ছিলেন। বিখ্যাত পুত্রগণের মধ্যে শ্রীহর্ষ "শ্রেষ্ঠ, সর্ব্ব-মান্য, কবিসভায় সর্ব্বপূজ্য, কৃতী ও তিলকস্বরূপ" ছিলেন (৩০৮)। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, কুল-তত্ত্বার্ণব ও হরিমিশ্রের কারিকায় কেবল বিশেষ বিখ্যাত পুত্রগণই স্থান পাইয়াছেন। মেধাতিথির পিতার নাম বীর এবং তিনিই পিতার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন (৩০৯)।

১২১। বেদগর্ভের পূর্ব্বপুরুষ।

সাবর্ণিগোত্রে সৌভরির রত্নগর্ভ প্রভৃতি দ্বাদশ পুত্র (৩১০)। কুলতত্ত্বার্ণবের মতে সৌভরির চারি পুত্র—বেদগর্ভ, রত্নগর্ভ, পরাশর, ও মহেশ্বর (৩১১)। কুলরমা এবং মহেশ্বর-ধৃত কুলপঞ্জিকার মতে সৌভরির ৯টী পুত্র (৩১২)। হরিমিশ্রও কুলতত্ত্বার্ণবের সমর্থন করিয়া চারি পুত্রেরই উল্লেখ করিয়াছেন (৩১৩)। আমাদের অনুমান হয, ইহাঁরা বিশেষ বিখ্যাত চারি পুত্রকেই স্বীকার করিয়াছেন।

১২২। ছান্দড়ের পূর্ব্বপুরুষ।

বাৎস্যগোত্রের সুধানিধির সাত পুত্র—ধরাধর, হৃষীকেশ, ছান্দড়, বিভূতি, ভূতভাবন, দেব, এবং কল্যাণমিত্র (৩১৪)। কুলতত্ত্বার্ণবের মতে দুই পুত্র—ছান্দড় এবং ধরাধর (৩১৫)। কুলপঞ্জিকা এবং বাচস্পতিমিশ্র-ধৃত কুলার্ণবের মতে সুধানিধির প্রথম স্ত্রীর গর্ভে ছান্দড় ব্যতীত অপর ছয়জন জন্মগ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে কেবল ছান্দড় জন্মগ্রহণ করেন (৩১৬)।

১২৩। ভট্টনারায়ণের পূর্ব্বপুরুষ।

ভট্টনারায়ণের এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের পরিচয় পরবর্ত্তী কথায় আলোচনা করিব।

১২৪। পঞ্চব্রাহ্মণের বয়স।

ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ যখন এদেশে আসেন, তখন তাঁহাদের বয়স কত ছিল, তাহা মুলো পঞ্চাননের গোষ্ঠীকথা, কুলপঞ্জিকা (৩১৭) এবং ভাটের কাহিনীতে (৩১৮) স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। শ্রীহর্ষের বয়স ছিল ৯০ বৎসর, ভট্টনারায়ণের ৮০ বৎসর, দক্ষের ৬০ বৎসর এবং বেদগর্ভের ৫০ বৎসর। কেবল ছান্দড় যুবাপুরুষ ছিলেন (৩১৯)। তাঁহাদের বয়স অধিক হইলেও তাঁহারা অসাধারণ বলশালী ছিলেন। মুলো পঞ্চানন বলেন যে, শ্রীহর্ষ বয়সে বৃদ্ধ হইলেও তাঁহার যথেষ্ট শারীরিক বল ছিল, এমন কি, তাঁহাকে যুবা-পুরুষ বলিয়া বোধ হইত (৩২০); তিনি অত্যন্ত কর্ম্মশীল ও ভীমসদৃশ ছিলেন। ভট্টনারায়ণ ৮০ বৎসর বয়স্ক হইলেও সপ্তর্ষির ন্যায় দিবানিশি জাগ্রত থাকি-

তেন (৩২১)। দক্ষ ৬০ বৎসর বয়স্ক হইলেও মনে ও দেহে ব্রহ্মার বল ধারণ করিতেন (৩২২)। বেদগর্ভের বয়স ৫০ হইলেও বীর্য্যে বশিষ্ঠসদৃশ ছিলেন এবং ছান্দড় যুবা হইলেও জিতেন্দ্রিয় ও জ্ঞানবৃদ্ধ ছিলেন (৩২৩)।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আদিশূর ও ভট্টনারায়ণ
গ্রন্থে পঞ্চব্রাহ্মণের বংশপরিচয় বিষয়ক
সপ্তদশ কথা সমাপ্ত।

অষ্টাদশ কথা—ভট্টনারায়ণপরিচয়।

১২৫। ভট্টনারায়ণের সাধারণ পরিচয়।

বিভিন্ন গ্রন্থে আমরা কুলগ্রন্থসমূহের যে সকল কারিকা উদ্ধৃত দেখি, তন্মধ্যে অধিকাংশ কারিকাতে ভট্টনারায়ণ ও তাঁহার বংশের মহিমা সুকীর্ত্তিত দেখি। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, পুত্রেষ্টি-যজ্ঞে সমানীত পঞ্চব্রাহ্মণের মধ্যে ভট্টনারায়ণ কিছু বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। হরিমিশ্রও আমাদের এই অনুমান সমর্থন করিয়া বলেন যে, পাঁচ গোত্রের যে পাঁচ ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় মুনিশ্রেষ্ঠই মান্যতম হইয়াছিলেন (৩২৪)। বাচস্পতিমিশ্র ভট্ট-নারায়ণকে "কবি" (৩২৫) ও "লোকবিখ্যাত" (৩২৬) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রেমবিলাসে ক্ষিতীশের সাত পুত্র উক্ত হইয়াছেন (৩২৭); কিন্তু কুলতত্ত্বার্ণবে ক্ষিতীশের ভট্টনারায়ণপ্রমুখ "বেদবিশারদ" পঞ্চপুত্রের উল্লেখ আছে (৩২৮)। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং গ্রন্থে

ভট্টনারায়ণকে "কান্যকুব্জে বিদিতপ্রভাব ক্ষিতীশ নামক নরেন্দ্রপুত্র" বলা হইয়াছে (৩২৯)। ভট্টনারায়ণ রাজপুত্র ছিলেন বলিয়া মনে হয় না; তবে মনে হয় যে তিনি বেশ একটু ধনবান ছিলেন, এবং সেই সূত্রে "ক্ষিতীশ" শব্দের অর্থ ধরিয়া তাঁহাকে নরেন্দ্রপুত্র বলা হইয়াছে। এড়ুমিশ্র এবং মহেশ তাঁহাকে "মুনি" বলিয়াছেন (৩৩০)। মহেশ বলেন—ভট্টনারায়ণ বেদ-বিদ্যাতে কাহা অপেক্ষাও হীন ছিলেন না, এবং সামবেদে বিশ্রুতগৌরব ছিলেন (৩৩১)। তিনি যজ্ঞ-নিপুণ এবং তিন বেদে পারদর্শী ছিলেন (৩৩২)। সমাগত পঞ্চব্রাহ্মণের মধ্যে ভট্টনারায়ণ একটু তেজস্বী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং গ্রন্থে আছে, যজ্ঞসমাপনান্তে রাজা পঞ্চব্রাহ্মণকে দক্ষিণাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া যখন স্বরাজ্যে বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, তখন উত্তরের জন্য সকলে ভট্ট-নারায়ণেরই মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। অনন্তর তাঁহার ইঙ্গিতে সকলে সম্মতি জ্ঞাপন করিলে রাজা বহু সৌধাদির দ্বারা পুরপঞ্চক গড়িয়া তুলিলে তাঁহারা

সেখানে এক বৎসর কাল বাস করিলেন। পরে ভট্টনারায়ণের নানা কার্য্যে লোকাতীত ক্ষমতা দেখিয়া রাজা তাঁহাকে কয়েকটী গ্রাম দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তেজস্বী ভট্টনারায়ণ যজ্ঞান্তে যথা-রীতি দক্ষিণাস্বরূপে গ্রাম বা ধনরত্ন গ্রহণ করিলেও রাজার অনুগ্রহদানস্বরূপে কোন গ্রাম লইবার অক্ষমতা জানাইয়া কিছু-না-কিছু মূল্য দিয়া সেই গ্রামগুলি ক্রয় করিতে সম্মত হইলেন (৩৩৩)। এরূপ কথা পঞ্চ-ব্রাহ্মণের অন্য কোনও ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে উঠে নাই, এবং বোধ হয়, ভট্টনারায়ণের মানসিক তেজস্বিতা সম্বন্ধে কোন-না-কোন প্রকার কিম্বদন্তী না চলিয়া আসিলে তাঁহার সম্বন্ধে এপ্রকার কথার প্রতিধ্বনিও উঠিতে পারিত না।

১২৩। ভট্টনারায়ণের পূর্ব্বপুরুষ।

শাণ্ডিল্যগোত্রে দ্বিতীয় বেদব্যাসতুল্য কলিব্যাস নামক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বামদেব; তাঁহার পুত্র মহাদেব; তাঁহার পুত্র ক্ষিতীশ বলিয়া উল্লেখ

আছে। মুদ্রিত কুলতত্ত্বার্ণবে বামদেবের পুত্র ক্ষিতীশ এবং ভট্টনারায়ণকে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বলিয়া উল্লেখ আছে। এই ক্ষিতীশ (সম্ভত দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি) গৌড়ে আসিয়াছিলেন (৩৩৪)। কলিব্যাস সম্ভবত তাঁহার সময়ে একজন প্রসিদ্ধ লেখক ও গ্রন্থকার ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার কোন গ্রন্থই এখন পাওয়া যায় না। প্রেমবিলাস বলেন, ক্ষিতীশের সাত পুত্র —দামোদর, ভট্টনারায়ণ, শৌরি, শঙ্কর, বিশ্বস্তব, লোকারণ্য ও হিরণ্য (৩৩৫)। হরিমিশ্র বলেন— ক্ষিতীশের সর্ব্বগুণান্বিত অনেক পুত্র জন্মিয়াছিলেন— দামোদর, শৌরি, মহামতি বিশ্বেশ্বর, লোকবিখ্যাত শঙ্কর এবং ভট্টনারায়ণ (৩৩৬)। কুলতত্ত্বার্ণবের মতে ক্ষিতীশের সর্ব্বগুণান্বিত পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন— সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও সুপণ্ডিত ভট্টনারায়ণ, দামোদর, বিশ্বেশ্বর, মহামতি শৌরি এবং লোকবিখ্যাত শঙ্কর (৩৩৭)। বাচস্পতি মিশ্রও ক্ষিতীশের পাঁচ পুত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন (৩৩৮)। তন্মধ্যে মহেশ্বর তাঁহার কুলপঞ্জিকায় (৩৩৯) বলেন যে, দামোদর বারেন্দ্র, শৌরি দাক্ষিণাত্য,

বিশ্বম্ভর বৈদিক, শঙ্কর পাশ্চাত্য এবং ভট্টনারায়ণ রাঢ়ী হইযাছিলেন। এড়ুমিশ্র কুলপঞ্জিকা সমর্থন করিয়াছেন (৩৪০), এবং বলেন যে ভট্টনারায়ণ অনুগঙ্গপ্রদেশ দেখিযা সহযোগী চারজনের সঙ্গে রাঢ়দেশে প্রবেশ করিলেন।

১২৭। পঞ্চব্রাহ্মণ সাতশতী কন্যা বিবাহ করেন কি না ?

কাহারো কাহারো মতে পঞ্চব্রাহ্মণ দক্ষিণার অতিরিক্ত অনুগঙ্গ পঞ্চগ্রাম পাইবার পর বঙ্গদেশে বসতি করিবার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশের পূর্ব্ববাসিন্দা সপ্তশতী ব্রাহ্মণদিগের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকায় আছে যে, রাজা ভাবিলেন যে, পঞ্চব্রাহ্মণের স্কন্ধে সাতশতী কন্যা চাপাইয়া দিতে পারিলে তাঁহারা আর এদেশ ছাড়িয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে পারিবেন না। ইহা ভাবিয়া তিনি সাতশতী ব্রাহ্মণগণকে পঞ্চব্রাহ্মণের করে কন্যা সমর্পণ করিতে অনুরোধ করিলে তাঁহারা সানন্দে পঞ্চব্রাহ্মণকে কন্যাদান করিলেন, এবং পঞ্চব্রাহ্মণ সাতশতী কন্যাগণের গর্ভে পুত্র উৎপাদন

করিলেন (৩৪১)। ইহা অবশ্য সম্ভবপর এবং সুলো পঞ্চানন আমাদের এই অনুমান সমর্থন করেন যে, উত্তরকালে পঞ্চব্রাহ্মণের সন্তানেরা সাতশতী ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বিবাহাদির দ্বারা অনেকটা মিশিয়া গিয়াছিলেন (৩৪২)। কিন্তু সাতশতী কন্যা দিয়া পঞ্চব্রাহ্মণকে বাঁধিয়া রাখিবার আখ্যায়িকা নিতান্তই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়া আসিয়াছি যে, পঞ্চব্রাহ্মণ যখন বঙ্গে আসেন, তখন শ্রীহর্ষের বয়স ৯০ বৎসর, ভট্টনারায়ণের বয়স ৮০ বৎসর এবং বেদগর্ভের বয়স ৬০ বৎসর। যাঁহারা জীবনের শেষভাগে আসিয়া পরলোকের সম্মুখে দণ্ডায়মান এবং যাঁহাদের নাম সমস্ত কুলগ্রন্থে একবাক্যে সম্ভ্রমের সহিত ঋষিকল্প, মুনি প্রভৃতি বিশেষণসহ উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সকল মহাপুরুষদিগের সম্বন্ধে স্ত্রীলোকের প্রলোভনে বিমূঢ়চিত্ত হইয়া আবদ্ধ থাকিবার আখ্যায়িকা কেবল অসম্ভব নহে, কিন্তু নিতান্ত হাস্যকর এবং রচয়িতার সহজ জ্ঞানের অভাবের সম্যক পরিচয়। বাচস্পতিমিশ্র ক্ষিতীশের ৫ পুত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন (৩৪৩)।

তন্মধ্যে মহেশ্বর তাঁহার কুলপঞ্জিকায় (৩৪৪) বলেন যে, দামোদর বারেন্দ্র, সৌরি দাক্ষিণাত্য, বিশ্বম্ভর বৈদিক, শঙ্কর পাশ্চাত্য এবং ভট্টনারায়ণ রাঢ়ী হইয়াছিলেন। এড়ুমিশ্র কুলপঞ্জিকা সমর্থন করিয়াছেন (৩৪৫) এবং বলেন যে, ভট্টনারায়ণ অনুগঙ্গ প্রদেশ দেখিয়া সহযোগী চারজনের সঙ্গে রাঢ়দেশে প্রবেশ করিলেন।

১২৮। এবিষয়ে যুক্তি ও খণ্ডন।

এ বিষয়ে কুলপঞ্জিকাকার যে স্বপক্ষে কাহাকেও পান না, তাহা নহে। যাঁহারা তাহাকে সমর্থন করেন, তাঁহাদের দুইটী প্রধান যুক্তি শোনা যায়।

(ক) বঙ্গদেশে সামবেদীর প্রসার।

তাঁহাদের প্রথম যুক্তি এই যে, বঙ্গদেশে সাত-শতীরাই একমাত্র সামবেদী ছিলেন (৩৪৬); পঞ্চব্রাহ্মণ বিভিন্নবেদী হইলেও তাঁহাদের সন্তানেরা উত্তরকালে কেবলমাত্র সামবেদী হইলেন কি প্রকারে? নিশ্চয়ই মাতুল সপ্তশতী ব্রাহ্মণদিগের প্রভাবে (৩৪৭)। এই যুক্তি নিরপেক্ষ বিচারে দাঁড়াইতে পারে বলিয়া মনে

হয় না। আমরা পঞ্চব্রাহ্মণ কোন্ বেদী আলোচনা করিবার কালে দেখিয়া আসিয়াছি যে, কুলগ্রন্থকারগণ স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, তাঁহারা বিভিন্ন বেদে অভ্যস্ত থাকিলেও সামবেদে লব্ধগৌরব ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে নামেমাত্র কেহ চতুর্ব্বেদী, কেহ বা ত্রিবেদী হইলেও সম্ভবত সামবেদেরই সমধিক অনুরাগী ছিলেন। পরে তাঁহাদের সন্তানেরা নানাপ্রকারে সাতশতী ব্রাহ্মণদিগের সংস্রবে আসিয়া, বিশেষত তাঁহাদের পৌরোহিত্যের কবলে আসিযা দাযে পডিযা ক্রমশ সম্পূর্ণরূপে সামবেদী হইয়া পড়িলেন, আমাদে ইহাই অনুমান হয়।

(খ) বংশবিস্তার।

তাঁহাদের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, পঞ্চব্রাহ্মণ যখন স্বদেশে জাতিপরিত্যক্ত হইয়া এদেশে আসিলেন, তখন তাঁহাদের যে ৫৬ পুত্র এক একটী গ্রাম পাইয়া গ্রামীণ বা "গাঁই" সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া কুলগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, সেই ৫৬ পুত্র আসিলেন কোথা হইতে?

সপ্তশতী কন্যা বিবাহ করিয়া ঐ ৫৬ পুত্র উৎপাদন করিলেই তবেই দু'দশ বৎসরে ঐ পঞ্চব্রাহ্মণের না হয় ৫৬ পুত্র হইয়াছিল, ধরা যাইতে পারে (৩৪৮)। ইহার প্রতিবাদে আমরা প্রথমেই বলিতে চাই যে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আদিশূরের সভায় ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি ৯৯৯ সম্বতে যখন আসেন, তখনই তাঁহাদের মধ্যে অন্তত তিনজন খুবই বয়োবৃদ্ধ ছিলেন—শ্রীহর্ষের ৯০ বৎসর, ভট্টনারায়ণের ৮০ বৎসর এবং দক্ষের ৬০ বৎসর হইয়াছিল। আদিশূরের জীবিতাবস্থায় পঞ্চব্রাহ্মণের পুত্রেরা "গাঁই" সংজ্ঞা পাইয়াছিলেন বলিয়া দেখা যায় না। আদিশূর যদি ১০০৯ সম্বতে অর্থাৎ পঞ্চ-ব্রাহ্মণের আগমনের প্রায় ১০ বৎসর পরে পরলোক গমন করিয়া থাকেন, তবে তো আদিশূরের মৃত্যুকালে বা ভূশূরের সিংহাসন আরোহণকালে শ্রীহর্ষের বয়স ১০০ এবং ভট্টনারায়ণের বয়স ৯০ এবং দক্ষের বয়স ৭০ হইয়াছিল। যতদূর দেখা যায়, তাহাতে মনে হয়, আদিশূরের দেহান্তের পরে ভূশূর ধর্ম্মপাল কর্তৃক পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে বিতাড়িত হইয়া রাঢ়ে ফিরিয়া

আসিলে পর "গাঁই"য়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই কারণেই বোধ হয় রাঢ়ীদের ন্যায় বারেন্দ্রদিগের ভিতর 'গাঁই"য়ের এ প্রকার প্রবল প্রভাব দৃষ্ট হয় না। সুতরাং পঞ্চব্রাহ্মণের ঐ বয়সে দশ-পনেরো বৎসরের ভিতর ৫৬টী পুত্র হওয়া অসম্ভব ছিল। প্রেমবিলাস-গ্রন্থে এই সমস্যার আরও সুস্পষ্ট মীমাংসা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পঞ্চব্রাহ্মণের প্রত্যেকের সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থে কি মীমাংসা করা হইযাছে দেখাইতে গেলে গ্রন্থ বড়ই বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। আমরা তাই কেবল দৃষ্টান্তস্বরূপে ভট্টনারায়ণ সম্বন্ধেই প্রেমবিলাস-গ্রন্থের মীমাংসা আলোচনা করিয়া দেখিব। প্রেম-বিলাস ভট্টনারায়ণের স্পষ্টরূপে ২১ পুত্র উল্লেখ ও তাঁহাদের নাম নির্দ্দেশ করিলেও অন্যান্য গ্রন্থে তাঁহার ১৬ পুত্র বলিয়াই উল্লেখ আছে। ধ্রুবানন্দের মিশ্রীগ্রন্থে আছে—ভট্টনারায়ণের ১৬ পুত্র (৩৪৯)। সম্বন্ধনির্ণয় কুলদীপিকা ও আনন্দভট্টকৃত বল্লালচরিত ধরিয়া ভট্টনারায়ণের ১৬ পুত্র বলেন। ইহা ঠিক নহে। উপরোক্ত দুই গ্রন্থে কেবলমাত্র যে ১৬ পুত্র

গাঁই হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগেরই নাম উল্লেখ করা হইয়াছে।

১২৯। ভট্টনারায়ণের কয় পত্নী ও কয় পুত্র ?

সত্য কথা বলিতে কি, প্রেমবিলাস-গ্রন্থে কি কারণে জানি না, ভট্টনারায়ণ ব্যতীত অপর চারিজন ব্রাহ্মণের পুত্রগণ সম্বন্ধে সাধারণত "পুত্রগণ" বলিয়া বলা হইয়াছে, কিন্তু একমাত্র ভট্টনারায়ণের স্ত্রী-পুত্র সম্বন্ধেই গ্রন্থকার বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া উপরোক্ত সমস্যার সুন্দর সমাধান করিয়াছেন। প্রেমবিলাস বলেন—ভট্টনারায়ণের তিন পত্নী ছিলেন এবং সেই তিন পত্নীর গর্ভে ২১ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন (৩৫০)। প্রথম স্ত্রীর গর্ভে ৫ জন, দ্বিতীয়ার গর্ভে ১০ জন এবং তৃতীয়ার গর্ভে ৬ জন জন্মে।

১৩০। প্রথম পত্নীর গর্ভজাত কে কে ?

প্রথম পত্নীর গর্ভে পাঁচজন জন্মগ্রহণ করেন—আদি-গাঁই ওঝা, আদিবিভাকর, আদিনাথ, আদিদেব এবং আদিভাস্কর। কেহ কেহ বলেন—"আদিগাঁই" ওঝা

সর্ব্বপ্রথম গ্রাম পাইয়া গ্রামীণ হইয়াছিলেন বলিয়া "আদিগাঁই" নামে খ্যাত হইয়াছিলেন"। আমরা কিন্তু তাহা মনে করি না। আমরা দেখি যে, ভট্ট-নারায়ণের প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত পাঁচ পুত্রেরই নামের সহিত "আদি" শব্দ সংযুক্ত আছে। কেবল তাহাই নহে, তাঁহার দ্বিতীয় পত্নীরও গর্ভজাত পুত্রগণের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠের নাম হইতেছে আদিবরাহ। ইহা হইতে বোধ হইতেছে, বঙ্গদেশে আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহার ঐ সকল পুত্রের ঐরূপ নামকরণ হইয়া গিয়াছিল।

১৩১। দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভজাত কে কে?

দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে দশপুত্র জন্মগ্রহণ করেন—আদিবরাহ, নানো, গুপ্ত, মহামতি, গুণ, সহ, বটুক, শুভকান, নিহ্নো এবং গুই।

১৩২। তৃতীয় পত্নীর গর্ভজাত কে কে?

তৃতীয় পত্নীর গর্ভে ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন—রাম, বিভু, পণ, নীপ, বিক এবং মধুসূদন।

এইরূপে আমরা দেখি যে, ভট্টনারায়ণের পশ্চিক

দেশীয় তিন পত্নীরই গর্ভে ২১টী পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় ভট্টনারায়ণের ৮০ বৎসর বয়সে পুনরায় এদেশের সপ্তশতী কন্যার সহিত চতুর্থ পক্ষ করিবার কথা নিতান্তই হাস্যকর নহে কি? ঋষিতুল্য পূর্ব্বপুরুষের প্রতি নিতান্ত অপমানজনক নহে কি?

১৩৩। তৃতীয় পত্নী সপ্তশতী কন্যা হওয়া সম্ভব কি না?

ভট্টনারায়ণের প্রথম দুই পত্নী তো সপ্তশতী কন্যা নহেনই; তাঁহার তৃতীয় পত্নী সপ্তশতী কন্যা হওয়া সম্ভব কিনা? আমাদের মতে তাহাও সম্ভব নহে। প্রেমবিলাসগ্রন্থে আমরা দেখি, ভট্টনারায়ণের একুশ পুত্রের মধ্যে প্রথম পত্নীজাত পাঁচ পুত্র বরেন্দ্রে ছিলেন, এবং বাকী ষোল পুত্র রাঢ়ে গিয়া বাস করেন (৩৫১)। আমরা উপরে দেখিয়া আসিয়াছি— প্রেমবিলাসের মতে ক্ষিতীশ প্রভৃতি পঞ্চব্রাহ্মণের ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি ৫৬টী পুত্র—ক্ষিতীশের ৭, বীতরাগের ১২, সুধানিধির ৭, মেধাতিথির ১৮, এবং সৌভরির ১২ (৩৫২)। কুলতত্ত্বার্ণবের মতে ক্ষিতীশ প্রভৃতির

২৩টী পুত্র — ক্ষিতীশের ৫, বীতরাগের ৪, সুধানিধির ২ মেধাতিথির ৮, এবং সৌভরিরও ৪ (৩৫৩)। আমরা ইতিপূর্ব্বে যথাস্থানে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে ক্ষিতীশ প্রভৃতির পুত্রগণের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই নাম কুলতত্ত্বার্ণবে স্থান-প্রাপ্ত হইয়াছে। আদিশূরের পুত্র ভূশূর যখন ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বা বরেন্দ্রভূমি হইতে বিতাড়িত হন, কুলতত্ত্বার্ণবের মতে তখন ক্ষিতীশ প্রভৃতি পঞ্চব্রাহ্মণের ৫৬ পুত্রই বা ২৩ পুত্রই হউন, সেই পুত্রগণের মধ্যে ভট্টনারায়ণপ্রমুখ মাত্র পাঁচ ব্রাহ্মণই ভূশূরের সঙ্গে রাঢ়ে চলিয়া আসেন (৩৫৪)। পুত্রেষ্টি-যজ্ঞের পর ভট্টনারায়ণ ২৩ বৎসর জীবিত থাকিয়া (৩৫৫) ১০৩ বৎসর বয়সে উপরত হন। যাঁহারা বলেন যে, আদি-শূর ক্ষিতীশ প্রভৃতি বা ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি যে পঞ্চ-ব্রাহ্মণকে সাতশতী কন্যা দেওয়াইয়াছিলেন, তাঁহারা বলেন যে, সেই পঞ্চব্রাহ্মণের ৫৬ পুত্রকে ৫৬টী গ্রাম দিয়া গ্রামীণ বা "গাঁই" করিয়া দিয়াছিলেন। আদিশূর যদি ৯৯৯ সম্বতে পুত্রেষ্টি-যজ্ঞের পঞ্চবৎসরের মধ্যেই

পরলোকগমন করিয়াছিলেন ধরা যায়, তাহা হইলে তো এ সকল কথাই উঠিতে পারে না ; কারণ কথিত আছে যে সেই পঞ্চব্রাহ্মণ স্বদেশে গিয়া সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলে তবে সাতশতী কন্যাদান করা হইয়াছিল —এদেশে ফিরিয়া আসিতে কোন্-না তিন-চার বৎসর লাগিয়াছিল ? আর যদি ধরা যায় যে যজ্ঞের ১০ বৎসর বাদে ১০০৯ সম্বতে আদিশূর উপরত হন, তাহা হইলেও তিন-চার বৎসর বাদে সেই পঞ্চব্রাহ্মণ ফিরিয়া আসিলে বাকী পাঁচ-ছয় বৎসরের ভিতর পঞ্চব্রাহ্মণের সহিত সাতশতী কন্যা বিবাহ দেওয়াইয়া তাঁহাদের ৫৬টী পুত্র দেখিয়া, অন্তত ভট্টনারায়ণের ছয় পুত্র দেখিয়া তাঁহাদিগকে গ্রামীণ করিয়াছিলেন, অথবা ভট্টনারায়ণের ঐ ছয় বৎসরে প্রতি বৎসর একটী করিয়া সন্তান জন্মিয়াছিল ধরিতে হয় ! ইহার স্বাভাবিক অসম্ভবত্ব স্পষ্ট উপলব্ধ হইবে। তদ্ব্যতীত, একদিকে কুলতত্ত্বার্ণবে দেখি যে, ভূশূর কর্ত্তৃক রাঢ়দেশে আনীত ভট্টনারায়ণ প্রমুখ ঐ পঞ্চব্রাহ্মণের (পুত্রগণের মধ্যে) যে ৫৬ পুত্র রাঢ়ে বাস করিয়াছিলেন, ভূশূরের পুত্র ক্ষিতিশূর সেই

৫৬ পুত্রকে ৫৬টী গ্রাম দিয়াছিলেন (৩৫৬)। অপর দিকে, প্রেমবিলাস বলেন, বল্লাল সেনের সময়ে পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সপ্তশতী ব্রাহ্মণদের আদানপ্রদান হইয়াছিল (৩৫৭)। এই সকল কথার ভিতর যতটুকু সত্য থাক, ইহা হইতে আমরা অন্তত এটুকু সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছি যে, ভট্টনারায়ণের তৃতীয় পত্নীকেও কথনই সাতশতী কন্যা বলিয়া ধরা যাইতে পারে না।

১৩৪। ভট্টনারায়ণের পুত্রগণ।

ভট্টনারায়ণ গ্রাম প্রভৃতি পাইবার পর ২৪ বৎসর উহা নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার ষোল পুত্রের নাম ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং গ্রন্থে (৩৫৮) দেখি—আদিবরাহ, বাটু, বাম, (রাম ?) নান, নীপু, গুঁই, গুণ্টু, অশাস্ত্র, গুণ, বিক, অনিল, মধু, কাম, দেব, সোম, অদীন। এই গ্রন্থের সংস্করণকর্ত্তা জর্ম্মাণ পণ্ডিত হইলেও আমার মনে হয় যে, অন্তত ভট্টনারায়ণের ষোল পুত্রের নামে কিছু ভুল করিয়াছেন। যাই হোক, ভট্টনারায়ণের মাত্র ষোল পুত্র যে গাঁই হইয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারি-

ভেছি—কেবল নাম ও উপাধি লইয়া বিভিন্ন গ্রন্থে কিছু কিছু পার্থক্য দেখি। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং-রচয়িতা বলেন যে উক্ত ষোল পুত্রের সকলেই সদাচারী, বিনয়ী, বিদ্বান ও সর্ব্বমান্য ছিলেন। তন্মধ্যে প্রথম চারি পুত্র বিষয়ে অত্যন্ত অনাসক্ত ছিলেন। তাঁহারা স্নেহাধিক্য বশত দয়াশীল পঞ্চম পুত্র নীপুকে রাজনীতিকুশল ও বিষয়রক্ষণে সক্ষম দেখিয়া তাঁহাকেই নিজেদের রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। নীপু কেশরগ্রামে সুন্দর নগর নির্ম্মাণ করিয়া নানাবিধ ক্রিয়াকর্ম্মতৎপর হইয়া যথাধর্ম্ম ২৮ বৎসর প্রজাপালন করিয়াছিলেন। সেই অবধি নীপুর বংশ কেশরগ্রামী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল (৩৫৯)।

১০৫। ভট্টনারায়ণ গ্রন্থকার।

কুলগ্রন্থে ভট্টনারায়ণকে মুনিসত্তম, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি মহত্ত্বব্যঞ্জক নানা বিশেষণে বিশেষিত করিলেও কোথাও তাঁহাকে গ্রন্থকার বলিয়া অভিহিত করিতে দেখি না। কিন্তু "ঠাকুরগোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ" পুস্তিকায় এবং অন্যান্য আধুনিক পুস্তকে তাঁহাকে অনেকগুলি

গ্রন্থের রচয়িতা বলা হইয়াছে। উক্ত পুস্তিকায় তাঁহার রচিত বলিয়া চারিখানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে— কাশীমরণমুক্তিবিচার, প্রয়োগরত্ন (ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত), বেণীসংহার নাটক এবং গোভিলসূত্রভাষ্য। ভট্টনারায়ণ-রচিত বলিয়া যে সকল গ্রন্থ শ্রুত আছে, তন্মধ্যে বেণীসংহার নাটকই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। আমরা জানি না, এই বেণীসংহার নাটককে শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় ক্ষিতীশপুত্র ভট্টনারায়ণ-রচিত বলিয়া নিশ্চিত-রূপে ধরিতে পারি কি না। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতপ্রবর জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহার সংস্করণের মুখবন্ধে যতদূর বুঝা যায় বেণীসংহারপ্রণেতা ভট্ট-নারায়ণকে ভট্ট-রামেশ্বরসুত বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থের মধ্যে গ্রন্থকার নিজ গ্রন্থকে "মৃগরাজ-লক্ষ্মণ কবি ভট্টনারায়ণের রচিত" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (৩৬০)। এ পর্য্যন্ত অপর কোন ব্যক্তিকে ঠিক "ভট্ট-নারায়ণ"রূপে পরিচিত হইতে দেখি নাই। এই কারণে অধিক সম্ভব মনে হয় এই যে, বেণীসংহার নাটক ক্ষিতীশপুত্র ভট্টনারায়ণেরই রচিত এবং সম্ভবতঃ

ক্ষিতীশেরই প্রকৃত নাম ছিল রামেশ্বর, উপাধি বা ডাকনাম ছিল ক্ষিতীশ। এমনও কি হইতে পারে না যে, রামেশ্বর বিশেষরূপে পণ্ডিত হইয়াছিলেন বলিয়া একসঙ্গে পিতা ও পুত্রের পরিচয় দিবার জন্য "ভট্টরামেশ্বর পুত্র যাঁহার" এইরূপ বহুব্রীহি সমাস করা হইয়াছে? বারেন্দ্রবংশাবলী বিচার করিলে মনে হয় আদিবরাহ ও রামুর (রাম বা রামেশ্বর) মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বিচার চলিয়াছিল।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আদিশূর ও ভট্টনারায়ণ গ্রন্থে ভট্টনারায়ণপরিচয় বিষয়ক অষ্টাদশ কথা সমাপ্ত।

ঊনবিংশ কথা—কুশারিকথা ও রাঢ়ীবারেন্দ্র-ভেদ।

১৩৩। ভট্টনারায়ণের বংশের "গাঁই"।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছি যে, ভট্টনারায়ণের ২১ পুত্রের মধ্যে ১৬ জন পুত্র রাঢ়ে বসতি করিয়াছিলেন (৩৬১)। কুলতত্ত্বার্ণব বলেন, সেই ষোড়শ পুত্র ১৬টী গ্রাম পাইয়া "গাঁই" হইয়াছিলেন—বন্দ্য, কুসুমকুলি, কুলভি, গড়গড়ি, ঘোষাল, সেউ, দীর্ঘ, কড়ি, মাস, বড়াল, কেশরকোনি, পারি, বসু, কুশো, ঝিক, এবং বোকট্টাল (৩৬২)। এইগুলি গ্রামের নাম, এবং গ্রামের নাম হইতেই গাঁইয়েরও উৎপত্তি হইয়াছে। গ্রামের নাম বলিয়াই বিভিন্ন গ্রন্থে অল্পস্বল্প নামপার্থক্যও দেখা যায়। কুলদীপিকায় নিম্নোক্ত কয়েকটী নামে পার্থক্য দেখা যায়—কুসুমকুলির স্থলে

কুসুম, দীর্ঘব স্থলে দীর্ঘাঙ্গী, ঘোষালের স্থলে ঘোষলী, বড়ালের স্থলে বটব্যাল, কড়ির স্থলে কুলী, গড়গড়ির স্থলে গড়, সেউর স্থলে সেয়ক, কুশোর স্থলে কুশারি, কেশরকোনির স্থলে কেশরী, বসুর স্থলে বসুয়ারি, ঝিকর স্থলে আকাশ (?) এবং বোকট্টালের স্থলে করাল (?) (৩৬৩)। আমাদের দেশে একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে "পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই, তা ছাড়া বামন নাই"। ইহার মধ্যে অবশ্য ভট্টনারায়ণের ১৬ গাঁই অন্তর্ভুক্ত আছে। কিন্তু বারেন্দ্রদিগের ভিতর এই ছাপ্পান্ন গাঁইয়ের একটীও প্রচলিত নাই। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ভট্টনারায়ণ ও তাঁহার ঐ ১৬ গাঁই পুত্র ভূশূরের সময়ে রাঢ়ে চলিয়া আসিবার পরই গাঁইয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। উক্ত প্রবাদের মধ্যে কেহ কেহ রাঢ়ী-বারেন্দ্রের মধ্যে বিদ্বেষের গন্ধ পান। আমরা তাহা মনে করি না। উক্ত প্রবাদ কেবল রাঢ়ীদিগের সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে, বারেন্দ্রদিগের সম্বন্ধে তো উহা প্রযুক্তই হয় নাই, তখন উহা বিদ্বেষভাব-প্রণোদিত কি প্রকারে বলা যায়?

১৩৭। ভেদের কারণ কি?

কেহ কেহ বলেন, ভট্টনারায়ণের পুত্রগণের পরস্পরের মধ্যে অপ্রণয় হইবার কারণেই কয়েকজন রাঢ়দেশে চলিয়া আসেন (৩৬৪)। আমাদের তাহা যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। রাঢ়ী-বারেন্দ্রভেদ এক সময়েই ঘটিয়াছিল দেখা যায়; এবং সকলগোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগেরই মধ্যে উহা সংঘটিত হইয়াছিল। এমন কি কথা আছে যে, সেই একই সময়ে পাঁচ পাঁচ গোত্রেরই মধ্যে সহসা গৃহ-বিবাদ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল? গৃহবিবাদের কথা যে নিতান্তই অসম্ভব, তাহাও আমরা বলি না। তবে আমাদের নিকট অধিকতর সম্ভব মনে হয় যে, যাঁহারা আদিশূরের বংশীয়দিগের অধিক অনুরক্ত ছিলেন, এবং যাহারা পূর্ব্ব নৃপতির নিকটে থাকিলে অধিকতর উন্নতির সম্ভাবনা বুঝিলেন, তাঁহারাই ভূশূরের সঙ্গে রাঢ়দেশে চলিয়া আসিয়াছিলেন। শাণ্ডিল্যগোত্রে ক্ষিতীশবংশে দামোদর ও তাঁহার সন্তানগণ এবং ভট্টনারায়ণের প্রথম স্ত্রীর পাঁচপুত্র বরেন্দ্রে রহিলেন। কিন্তু আমাদের একটী জিজ্ঞাসা এই যে, বারেন্দ্র কুল-

শাস্ত্রে দামোদরকে বরেন্দ্রভূমির শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া উল্লিখিত দেখি না কেন ? আমরা দেখি যে, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র উভয় শ্রেণীরই কুলশাস্ত্রমতে ভট্টনারায়ণ বা নারায়ণভট্ট উভয় শ্রেণীরই মূল পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া উক্ত হন (৩৬৫)। প্রেমবিলাস বলেন যে, ক্ষিতীশপুত্র ভট্টনারায়ণকেই কেহ বা নারায়ণভট্ট বলিয়াও উল্লেখ করেন (৩৬৬)। ইহা হইতে আমাদের অনুমান হয় যে, ভট্টনারায়ণের পূর্ব্বে যদিও সম্ভবত তাঁহার ভ্রাতা দামোদর বরেন্দ্রে বাস করিয়া তিনি ও তাঁহার পুত্রেরা বারেন্দ্র নাম পাইয়াছিলেন, তথাপি ভট্টনারায়ণের ও তাঁহার সন্তান-সন্ততির রাঢ়ে আসিবার পূর্ব্বে রাঢ়ীবারেন্দ্রভেদ প্রবল হইয়া উঠে নাই। অনুমান হয় যে, ভূশূরের সিংহাসনে আরোহণের পূর্ব্বেই পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ হইতে বৎসর দশের ভিতরে আদিশূরের জীবনকালেই দামোদরের পরলোক-গমন ঘটিয়াছিল, এবং তাঁহার পুত্রগণও বোধ হয় বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণে বা অন্য কোন কারণে তাঁহাদের ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন হইতে এতই বিচ্ছিন্ন হইয়া

পড়িয়াছিলেন যে, প্রেমবিলাসগ্রন্থেও তাঁহাদের নাম পর্য্যন্ত উল্লিখিত হয় নাই। কাজেই ভট্টনারায়ণ হইতেই শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা নিজেদের উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। পরে, একদিকে যখন ভট্টনারায়ণের আদিবরাহ প্রভৃতি ষোল পুত্রেরা রাঢে এবং অপরদিকে তাঁহার আদিগাঁই ওঝা প্রভৃতি পুত্রেরা বরেন্দ্রদেশে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বাস করিতে লাগিলেন, তখন ক্রমে ক্রমে উভয়শ্রেণীর পার্থক্য পরিস্ফুট হইতে লাগিল। উভয় শ্রেণীর মধ্যে বিবাহাদি বহুকাল যাবৎ প্রচলিত ছিল (৩৬৭); কিন্তু অনুমান হয় যে, বল্লালসেনের সময়ে যখন রাঢ়ীদের ভিতরে কুলীন প্রভৃতি নানা থাকের সৃষ্টি হইল, তখন অবধি রাঢ়ীরা বারেন্দ্রদিগের সহিত ক্রিয়াকলাপে আদান-প্রদানে অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না।

এড়ুমিশ্র ও হরিমিশ্রের সময় পর্য্যন্ত বোধ হয় রাঢ়ীবারেন্দ্রের ভেদ খুব পরিস্ফুট হয় নাই এবং সম্ভবত তাঁহাদের সময়ে উভয় শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ প্রচলিত ছিল। পরে বিবাদকলহের জন্যই প্রভেদ

খুব দৃঢ়রূপে দাঁড়াইয়া গেল। শুলো পঞ্চাননের সময়ে রাঢ়ীবারেন্দ্রে বিবাহে খুব প্রবল আপত্তি না থাকিলেও বিবাহ বোধ হয় দু'একটী ছাড়া বন্ধ হইয়াই গিয়াছিল (৩৬৮)। প্রেমবিলাস বলেন, রাঢ়ী-বারেন্দ্রে অনেক বিবাহ হইয়া গিয়াছে (৩৬৯)।

১৩৮। রাঢ় ও বরেন্দ্র।

বঙ্গদেশে, কি পূর্ব্ববঙ্গে কি পশ্চিমবঙ্গে, শাণ্ডিল্য-প্রমুখ পঞ্চগোত্রের যে সকল ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদের মধ্যে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র-ভেদ দেখা যায়—পাঁচ গোত্রেরই ব্রাহ্মণদের মধ্যে দেখা যায় যে, রাঢ়ীও আছেন, বারেন্দ্রও আছেন। ইহা তো প্রসিদ্ধই আছে যে, ক্ষিতীশপ্রমুখই হৌক বা ভট্টনারায়ণপ্রমুখই হৌক, যে পঞ্চব্রাহ্মণ আদিশূর কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে সমানীত হইয়াছিলেন, তাঁহা-দেরই মধ্যে কেহ কেহ বা রাঢ়ী এবং কেহ কেহ বা বারেন্দ্র হইয়াছিলেন। এই রাঢ়ী ও বারেন্দ্রের ভেদ রাঢ় ও বরেন্দ্র দেশ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। যাঁহারা রাঢ়ে গিয়াছিলেন, তাঁহারা রাঢ়ী হইলেন; যাঁহারা বরেন্দ্রভূমিতে বাস করিলেন, তাঁহারা বারেন্দ্র হইলেন।

প্রেমবিলাস বলেন—জাহ্নবীর পশ্চিম পার রাঢ় এবং উহার পূর্ব্বতীর ও পদ্মার উত্তরতীর বরেন্দ্র; তন্মধ্যে পদ্মার দক্ষিণ পার রাঢ়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশ। গঙ্গার পূর্ব্ব ও পশ্চিম পার লইয়া গৌড়রাজ্য (৩৭০)।

১৩৯। রাঢ়ী কাহারা হইলেন?

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে প্রেমবিলাসের মতে ক্ষিতীশের সাত পুত্র, এবং সেই সাত পুত্রের মধ্যে, প্রেমবিলাস বলেন, দামোদরের সন্তান বরেন্দ্রে থাকিলেন, এবং শৌরি প্রভৃতি পাঁচজনের সন্তান রাঢ়দেশে গমন করিলেন। এতদ্ব্যতীত, ভট্টনারায়ণের প্রথম পত্নীজাত পাঁচ সন্তানই বরেন্দ্রে থাকিলেন; অবশিষ্ট দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্নীর গর্ভজাত ষোল সন্তান রাঢ়ে আসিয়া বাস করিলেন (৩৭১)। কুলতত্ত্বার্ণবেরও মতে দেশের নাম অনুসারেই রাঢ়ী-বারেন্দ্র-ভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি যাঁহারা রাঢ়ে গেলেন, তাঁহারা রাঢ়ী হইলেন; এবং দামোদরপ্রমুখ যাঁহারা পূর্ব্ববাস অর্থাৎ বরেন্দ্রদেশ ত্যাগ না করিলেন, তাঁহারা বারেন্দ্র হইলেন (৩৭২)।

১৪৮। কে কোন্ গাঁই ?

বাচস্পতি মিশ্রের অনুসরণ করিয়া সম্ভবত আনন্দ-ভট্ট তাঁহার বল্লালচরিতে স্পষ্টরূপে বলিয়া দিয়াছেন —কে কোন্ গাঁই হইয়াছিলেন। তাঁহার মতে— আদিবরাহ বন্দ্য, রাম গড়গড়ি, নীপ (বাচস্পতির মতে নৃপ) কেশরী, নান কুসুমকুলি, বটু (বাচস্পতির মতে বাটু) পারিহাল (কুলদীপিকার মতে পারি), গুই কুলভি, গণ ঘোষলি (কুলদীপিকার মতে ঘোষাল), শান্তেশ্বর (বাচস্পতির মতে সান্তেশ্বর ?) সেয়ু, বুড়ো আশ্চটক (কুলদীপিকার মতে সাস), বিকর্ত্তন বটব্যাল, নীল বসুয়ারি, মধুসূদন করাল, কোয় (বাচস্পতির মতে কোয়র) কুশারি, বাসু কুলিশ (কুলদীপিকার মতে কুলী এবং বাচস্পতির মতে কুলকুলি), মাধব আকাশ, এবং মহামতি দীর্ঘগ্রামী (কুলদীপিকার মতে দীর্ঘাঙ্গী) (৩৭৩)। ইহার মধ্যে আটটী গাঁই সম্বন্ধে বিভিন্ন কুলগ্রন্থে কিছু মতভেদ দৃষ্ট হয়। হরিমিশ্র ও রাজ-ভাটের মতে মহামতির (আনন্দভট্টের মতে) স্থলে গুঁই দীর্ঘাঙ্গী ; রাজভাটের মতে মহামতি বটব্যাল ; হরি-

মিশ্রের মতে গূঢ় (রাজভাটের মতে গণ) মাশ্চটক; হরিমিশ্রের মতে নিনো (রাজভাটের মতে বিকর্ত্তন) বসুয়ারি; হরিমিশ্রের মতে দেব (রাজভাটের মতে সাহ বা সাড়ু) সেউ; হরিমিশ্রের মতে দীন কুশি (রাজভাটের মতে নিহ্নো কুশারি); হরিমিশ্রের মতে কাম ঝিকরাড়ি; রাজভাটের মতে শুভ কুলকুাল; হরিমিশ্রের মতে সোম বোকট্টাল; রাজভাটের মতে বিভু আকাশ (৩৭৪)। সম্বন্ধনির্ণয়কার তাঁহার গ্রন্থের ৩৮৬ পৃষ্ঠায় ভট্টনারায়ণের পুত্ররূপে যে ষোলটী নাম দিয়াছেন, তাহার সহিত অন্যান্য গ্রন্থোক্ত কতকগুলি নামের সাদৃশ্য নাই। তিনি সেগুলি কোথায় পাইলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। বারেন্দ্রবংশাবলীতে পাওয়া যায় যে ক্ষিতীশের দুই তনয়—নারায়ণ ও দামু (দামোদর); তন্মধ্যে নারায়ণের পুত্র ১৬—সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হইলেন রামু। "কেহ বলে জ্যেষ্ঠ ওঝা হন আদি, কেহ কহে [illegible] শ্রেষ্ঠ সর্ব্ববাদী" (৩৭৫)। অন্য কোন গ্রন্থে কিন্তু আমরা রামকে জ্যেষ্ঠ বলিয়া উল্লিখিত দেখি না।

কুলতত্ত্বার্ণবের মতে বরাহ বন্দ্যঘটী, নান কুসুমকুলি, গুয়ি কুলভি, রাম গড়গড়ি, গণ ঘোষলী, দেব সেউড়ি, মাধব দীর্ঘবাটী, মধুসূদন কড়িল, গূঢ় মাশ্চটক, বিকর্ত্তন বটব্যাল, নৃপ কেশরকোণি, বাটু পারিহাল, নীল বসুয়ারি, দীন কুশারি, কাম ঝিকরাড়ি, বাসুদেব বোকট্ট। (কুল ত ১১২-১১৫ শ্লোক)।

১৪১। প্রথম কুশারি কে ?

আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়া আসিয়াছি যে ভট্টনারায়ণেরই এক পুত্র কুশারি গ্রাম লাভ করিয়া কুশারি গাঁইয়ের প্রবর্ত্তক হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নাম সম্বন্ধেও বিভিন্ন কুলগ্রন্থে বিভিন্ন মত দেখি। হরিমিশ্রের এবং কুলতত্ত্বার্ণবের মতে দীন, বল্লাল চরিতের মতে কোয়, রাজভাটের মতে নিহ্নো এবং "ঠাকুরগোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত বিবরণের" মতে নৃসিংহ বা নান্নু কুশারি গাঁইয়ের মূল (৩৭৬)। কুলশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ৺শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাচস্পতি মিশ্রেরই অনুসরণ করিয়া কোয়কেই কুশারি বলিয়াছেন (৩৭৭)। কুলতত্ত্বার্ণবে

দীন প্রথম কুশারি বলিয়া উক্ত হইযাছেন (৩৭৮)। আমাদেরও মনে হয় যে যাঁহার নাম দীন, তাঁহারই ডাকনাম কোয় ও নিহ্নো ছিল। কুলশাস্ত্রে অভিজ্ঞ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় ষষ্ঠ বৎসর ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা "কল্পনা" মাসিক পত্রে যে বংশাবলি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোয়কেই আদি কুশারি বলিয়া তাঁহাকেই নিহ্নো বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

১৪২। কুশারি গ্রাম কোথায়?

কুশগ্রাম হইতে কুশারি বা কুশাড়ি গ্রাম হইয়াছে। এই গ্রামকে এখন সাধারণে 'কুশো' বলে। বৰ্দ্ধমান জেলাস্থ বৰ্দ্ধমান সহর হইতে ৩ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে ও গোবিন্দপুর হইতে ½ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত (অক্ষাং ২৩° ১৬′ ১৫″ উঃ ও দ্রাঘিঃ ৮৮° ১′ ১৫″ পূঃ) (৩৭৯)।

১৪৩। কুশারিদিগের অবস্থান কোথায়?

বাঁকুড়ার সোনামুখী, ঢাকাজেলার পিঠাভোগ ও কয়কীর্ত্তন, যশোহরের দামুরহুদা, খুলনাজেলায় ঘাট-ভোগ প্রভৃতি স্থানে কুশারিদিগের অনেকের প্রধান

বাসস্থান ছিল। কয়কীর্ত্তন ও পিঠাভোগের কুশারিরা গোষ্ঠীপতির বংশ (৩৮০)।

১৪৪। কুশারিগণ সিদ্ধ শ্রোত্রিয়।

আমরা উপরে বলিয়া আসিয়াছি যে, ভট্টনারায়ণ-প্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণের বহু সন্তানসন্ততির মধ্যে ৫৬ জন ৫৬টী গ্রাম পাইয়া ৫৬ গাঁই প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই ৫৬ গাঁইয়ের মধ্যে কয়েকজন কৌলীন্য প্রাপ্ত হইলেন, কয়েকজন সিদ্ধ শ্রোত্রিয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন এবং কয়েকজন গৌণ কুলীন হইলেন। তৎসঙ্গে এই একটী নিয়মও স্থাপিত হইল যে, কুলীনেরা কুলীনেরই সঙ্গে আদানপ্রদান করিবেন; শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবেন, কিন্তু শ্রোত্রিয়কে কন্যা দান করিতে পারিবেন না, করিলে কুলভ্রষ্ট ও বংশজভাবাপন্ন হইবেন; আর, গৌণকুলীনের কন্যা গ্রহণ করিলে একেকালে কুলক্ষয় হইবে—এই নিমিত্ত গৌণকুলীনেরা অরি অর্থাৎ কুলের শত্রু বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন (৩৮১)। দু'একটী বংশ ব্যতীত সাধারণত কুশারিগণ সিদ্ধ বা সুসিদ্ধশ্রোত্রিয় মধ্যে স্থাপিত হইয়াছিলেন (৩৮২)।

"কালক্রমে গৌণকুলীনেরা শ্রোত্রিয়শ্রেণীতে নিবেশিত হইলেন। কিন্তু সর্ব্বাংশে শ্রোত্রিয়দিগের সমান হইতে পারিলেন না। প্রকৃত শ্রোত্রিয়েরা শুদ্ধ* শ্রোত্রিয় ও গৌণকুলীনেরা কষ্টশ্রোত্রিয় বলিয়া উল্লিখিত হইতে লাগিলেন"(৩৮৩)। এই প্রবাদ সুপ্রসিদ্ধ যে, বল্লালসেনই এই সকল ব্যবস্থার মূল প্রবর্ত্তক। আমরা এই সকল বিষয়ে সুবিস্তৃত আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না, কারণ এগুলি আমাদের মূল বিষয়ের বাহিরে। তবে এবিষয়ে একটী কৌতূহলজনক আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে, তাহা এস্থলে উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়া মনে করি।

১৪৫। কৌলীন্যপ্রবর্ত্তনের আখ্যায়িকা।

"রাজা বল্লালসেন কৌলীন্য ব্যবস্থাপনের দিন স্থির করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে রাজসভায় উপস্থিত হইতে আদেশ করেন। তাহাতে কতকগুলি ব্রাহ্মণ এক প্রহরের সময়, কতকগুলি দেড়প্রহরের

* সম্ভবতঃ 'সিদ্ধ শব্দ' উচ্চারণদোষে শুদ্ধ শব্দে রূপান্তরিত হইয়াছে।

সময়, আর কতকগুলি আড়াই প্রহরের সময় উপস্থিত হন। যাঁহারা আড়াই প্রহরের সময় উপস্থিত হন, তাঁহারা কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলেন; যাঁহারা দেড় প্রহরের সময়, তাঁহারা শ্রোত্রিয়; আর যাঁহারা এক প্রহরের সময়,তাঁহারা গৌণ কুলীন হইলেন”(৩৮৪)। এই আখ্যায়িকা সর্ব্বাংশে সত্য বলিয়া মনে হয় না, কারণ এই প্রণালীতে মর্য্যাদার বিভাগ হইলে পরস্পারের মধ্যে একেবারে আদান-প্রদান বন্ধ হইবে, তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। যাই হউক, উপরোক্ত আখ্যায়িকার ভাবার্থ এই যে, যে ব্রাহ্মণ যত শীঘ্র রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, ধরিয়া লওয়া হইল যে, তিনি রাজসভায় উপস্থিত হইবার জন্য নিত্য-কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানের প্রতি তত বেশী অমনোযোগী হইয়াছিলেন।

এই প্রকারে আদিশূর সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে করিতে যেমন ইতিহাস ও কুলগ্রন্থ অবলম্বনে নানা ঐতিহাসিক তথ্যসংগ্রহে সক্ষম হইয়াছি, সেইরূপ ভট্ট-নারায়ণ সম্বন্ধেও নানা ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া

সহৃদয় পাঠকগণের সম্মুখে ধারণ করিতে সক্ষম হইলাম।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আদিশূর ও ভট্টনারায়ণ গ্রন্থে কুশারিকথা ও রাঢ়ীবারেন্দ্র-ভেদ বিষয়ক উনবিংশ কথা সমাপ্ত।

বিংশ কথা—শাণ্ডিল্যকথা।

১৪৬। পূর্ব্বপুরুষ ও ইতিহাস।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বর্ত্তমানে আমরা যাহাকে ইতিহাস বলি, সে প্রকার ইতিহাসপ্রণয়নে বড়ই উদাসীন ছিলেন। ইতিহাসের উপকরণস্বরূপে তাঁহারা আপনাপন মহৎ কার্য্যসকল রাখিয়া গিয়াছেন—সেই সকল কার্য্য আজ সহস্র সহস্র বৎসর পরেও আমাদের জীবনকে নবতর শক্তিমন্ত্রের সঞ্জীবনী শক্তিতে সঞ্জীবিত করিয়া তোলে। তাই বর্ত্তমান যুগে আমরা দিনক্ষণের হিসাবসহ এবং মহাপুরুষদিগের ও বড় বড় রাজ্যের দৈনন্দিন ঘটনার উল্লেখসহ যেরূপ বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থকে ইতিহাস নামে গৌরবান্বিত করি, সে ভাবের ইতিহাস সংগ্রহ করা অতীব দুঃসাধ্য—সংগৃহীত হইলেও তাহা নির্ভুল হওয়া একেবারেই অসম্ভব। অসম্ভব হইলেও পূর্ব্বপুরুষগণের ইতিহাসসংগ্রহে আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। যে দেশের অধিবাসীগণ পূর্ব্ব-

পুরুষদিগের কীর্ত্তিকলাপ স্মরণে এবং তাঁহাদের নাম-কীর্ত্তনে গৌরব অনুভব না করে, সে দেশ নিশ্চয়ই সভ্যতার অতি নিম্নস্তরে অবস্থিত এবং সে দেশের অধিবাসীগণ অতীব কৃপাপাত্র, ইহা আমরা ইতিপূর্ব্বে একাধিকবার ইঙ্গিত করিয়া আসিয়াছি।

১৪৭। ভট্টনারায়ণ শাণ্ডিল্যগোত্রীয়।

বঙ্গদেশে আজ যে এত উন্নতি দেখা যাইতেছে, ইহার মূল যে সেই সুদূর অতীতকালে আগত পঞ্চব্রাহ্মণ ও তাঁহাদের সঙ্গে আগত সঙ্গীপঞ্চক, ইহা সর্ব্ববাদসম্মত। তাঁহাদের বংশগৌরবে আমরা যে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বোধ করিব, ইহা কি কিছু আশ্চর্য্য? আমরা উপরে বলিয়া আসিয়াছি যে, কাহারও মতে কান্যকুব্জ হইতে ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, এবং কাহারও মতে তাঁহাদের পিতা ক্ষিতীশপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, এবং অপর কাহারও কাহারও মতে দুই বিভিন্ন সময়ে উক্ত দুই বিভিন্ন দল পঞ্চব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন—এক সময়ে ক্ষিতীশ প্রভৃতি এবং পরবর্ত্তী সময়ে ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি। এ সম্বন্ধে অনেক

আলোচনা হইয়া গিয়াছে এবং এখনও হইতেছে। আমরাও এই গ্রন্থে এবিষয়ে যথাসম্ভব সবিস্তার আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। এই সকল আলোচনার মধ্যে এইটুকু সার পাওয়া যায় যে, ভট্টনারায়ণ-প্রমুখ ব্রাহ্মণগণই সমধিক খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। আবার এই ব্রাহ্মণপঞ্চকের মধ্যে ভট্টনারায়ণ বিশেষ খ্যাতি ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। কুলগ্রন্থে দেখা যায়, সেই ভট্টনারায়ণ শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ছিলেন।

১৪৮। শাণ্ডিল্য ঋষি ও শাণ্ডিল্যগোত্র।

হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন এবং ধরেন যে, শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণমাত্রেরই মূল উৎপত্তি শাণ্ডিল্য ঋষি হইতে।

১৪৯। গোত্রশব্দের অর্থ।

গোত্রশব্দের মূল ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ কি ছিল, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে সংক্ষেপে বলিয়া আসিয়াছি —এখানে তাহা পুনরায় আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি না। মোটামুটি এইটুকু এখানে বলিলেই যথেষ্ট যে, বর্ত্তমানে গোত্রশব্দের অর্থে মূলে যে বংশ

হইতে তদন্তুস্থত বংশসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে, সেই সমস্ত বংশের মূল বংশকেই ধরা হয়। যেমন, শাণ্ডিল্যগোত্রীয় যত বংশই হৌক, সকলই সেই মূল শাণ্ডিল্যবংশ হইতেই নামিয়া আসিয়াছে। এই শাণ্ডিল্যের পিতা কশ্যপ ঋষি। এই কশ্যপ ঋষি ব্রহ্মার মানসপুত্র বলিয়া শাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ গোত্রপ্রবর্ত্তনের সময়ে কশ্যপ ঋষির পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

১৫০। শাণ্ডিল্য গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি।

শাণ্ডিল্য গোত্রকর্ত্তা বা বংশপ্রতিষ্ঠাতা ঋষি ছিলেন। তিনি তাঁহার সময়ে এত বড় মহাপুরুষ হইয়াছিলেন যে, তাঁহার বংশোৎপন্ন অধস্তন পুরুষগণ তাঁহার নামে পরিচিত হইতে লাগিলেন। সর্ব্বপ্রথম আটজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ দেখি—যমদগ্নি, গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অত্রি ও অগস্ত্য। এই আট ঋষি হইতে আট গোত্র উৎপন্ন হইয়া কাল-ক্রমে ঊনপঞ্চাশ গোত্রে বিভক্ত হয়। শাণ্ডিল্যগোত্র এই ঊনপঞ্চাশ গোত্রের অন্তর্গত একটী গোত্র।

১৫১। শাণ্ডিল্যগোত্রে তিন প্রবর।

এই উনপঞ্চাশ গোত্রের প্রত্যেকটীর ভিন্ন ভিন্ন প্রবর উল্লিখিত হয়। ইহা সর্ব্ববিদিত যে, পূর্ব্বকালে আর্য্যদিগের প্রত্যেক গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানেই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। যজ্ঞকালে যজ্ঞকর্ত্তার স্বীয় পিতৃপুরুষদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও নাম উল্লেখ করা প্রচলিত ছিল। কোন গোত্রের তিন, কোন গোত্রের চার, এইরূপ যে গোত্রের যতসংখ্যক পিতৃপুরুষের নাম উল্লেখ করা বিধি ছিল, যজ্ঞানুষ্ঠান উপলক্ষে সেই সেই গোত্রীয় যজ্ঞকর্ত্তার ততসংখ্যক পিতৃপুরুষের নামোল্লেখ করিতে হইত। বিভিন্ন গোত্রের বিভিন্নসংখ্যক পিতৃপুরুষদিগের নামোল্লেখ করিবার নিয়ম থাকাতে প্রতীয়মান হয় যে, এই ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ বা সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে যে গোত্রে বা মুল বংশে সেই বৈদিককালে যে কয়েকজন মহাপুরুষ বা ঋষি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই গোত্রের সেই কয়জন ঋষিরই নামোল্লেখ করিবার বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ সেই সর্ব্বপ্রথম নামোল্লেখযোগ্য ঋষিগণই প্রবর নামে অভিহিত হইতেন।

১৫২। প্রবর'শব্দের অর্থ।

'প্রবর'শব্দের ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ (প্র+বর=প্রকৃষ্টরূপে শ্রেষ্ঠ) আমাদের এই অনুমানকে বিশেষভাবে সমর্থন করিতেছে। ক্রমে যতসংখ্যক ঋষিদিগের নামোল্লেখপূর্ব্বক যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত, সেই যজ্ঞকেও ততসংখ্যক ঋষিসম্বন্ধীয় প্রবর বলা হইত—যথা, দ্ব্যার্ষেয় প্রবর, ত্র্যার্ষেয় প্রবর ইত্যাদি (৩৮৫)। শাণ্ডিল্যগোত্রে অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি ত্র্যার্ষেয় প্রবর অর্থাৎ শাণ্ডিল্যগোত্রীয় কেহ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলে তাঁহাকে সেই যজ্ঞ উপলক্ষে স্বগোত্রের তিন ঋষির নাম উল্লেখ করিতে হয়—শাণ্ডিল্য, আসিত এবং দেবল।

১৫৩। শাণ্ডিল্য ঋষি "ব্রাহ্মণের" প্রবক্তা।

শাণ্ডিল্য ঋষি যে গোত্রকর্ত্তা হইয়াছিলেন, তাঁহার নামে যে একটা বংশ ধারাবাহিকরূপে অভিহিত হইবার অধিকার লাভ করিয়াছিল, তাহার যথেষ্ট কারণ আছে। তিনি অনেক গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। অধ্যাত্মবিষয়ক অনেক নূতন তত্ত্ব তিনি উত্তরবংশীয়দিগের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। লাট্যায়ন ও

দ্রাহ্যায়ণ শ্রৌতসূত্রের মধ্যে আমরা তাঁহার অনেক উক্তি উদ্ধৃত দেখি। লাট্যায়ন সূত্রের ২৫ম "ব্রাহ্মণের" (বেদবিভাগবিশেষের) এক প্রবক্তা বলিয়াই তাঁহাকে দেখিতে পাই।

১৫৪। শাণ্ডিল্য আচার্য্য।

১৫৫। বেদীনির্ম্মাণ ও শাণ্ডিল্য।

শতপথ-ব্রাহ্মণে তাঁহাকে আচার্য্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। অগ্নিরক্ষার জন্য বেদীনির্ম্মাণপ্রণালী সম্বন্ধে শাণ্ডিল্য ঋষিই সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইতেন। ইহা হইতে আমাদের অনুমান হয় যে, গৃহাদিনির্ম্মাণ প্রভৃতি বাস্তুবিদ্যা সম্বন্ধে শাণ্ডিল্য ঋষি একজন গুরুকল্প বা authority ছিলেন।

১৫৬। শাণ্ডিল্য ঋষির অধ্যাত্মতত্ত্বের আবিষ্কার।

তিনি আর একটী বিষয় আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, যাহার জন্য তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। জগতের নিয়ন্তা ও আমাদের অন্তরাত্মা* (৩৮৬), উভয়েই

* ছান্দোগ্যে আছে "আত্মা", কিন্তু সেই স্থানটী (৩য় প্রপাঠক, ১৪ খ) পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, "আত্মার আত্মা"কে "আত্মা" বলিয়া বলা হইয়াছে।

যে সেই একই ব্রহ্ম, ইহা শাণ্ডিল্য ঋষিই সর্ব্বপ্রথম অন্তরে অনুভব করিয়া জগতে প্রকাশ করেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে এই সম্বন্ধে বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে—"ইহা শাণ্ডিল্য কহিয়াছেন, ইহা শাণ্ডিল্য কহিয়াছেন"। শতপথ-ব্রাহ্মণেও (১০-৬-৩) এই জ্ঞান শাণ্ডিল্যকথিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

১৫৭। শাণ্ডিল্যসূত্র।

শাণ্ডিল্যসূত্র নামক ভক্তিতত্ত্ববোধক একখানি গ্রন্থও তাঁহার বিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কাহারও কাহারও মতে গ্রন্থখানি শাণ্ডিল্য ঋষির বিরচিত নহে, তদ্‌বংশীয় শাণ্ডিল্য নামে অন্য কোন ব্যক্তির লিখিত। কিন্তু তাঁহাদের এই উক্তির সপক্ষে বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

১৫৮। আসিত ও দেবল।

আসিত এবং দেবল, ইহাঁরা উভয়েও বেদমন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের পঞ্চম অবধি চতুর্ব্বিংশতিতম সূক্ত পর্য্যন্ত কুড়িটী সূক্ত ইহাঁদের উভয়ের রচিত দেখা যায়। দেবল ঋষি একটী

সংহিতাওরচনা করিয়াছেন—সেই সংহিতা তাঁহারই নামে দেবলসংহিতা বলিয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

১৫১। শাণ্ডিল্য ঋষির অধিষ্ঠান কোথায় ?

শাণ্ডিল্য ঋষি ভারতের কোন্ স্থলে আসিয়া অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে স্থির নির্ণয় করা অসম্ভব। তবে দেখা যায় যে, হর্দয় (Hardoi) জেলার অন্তঃপাতী ব্রহ্মাবর্ত্তের অন্তর্ভুক্ত একটী স্থান "শাণ্ডিল্য" নামে অভিহিত। "এই হর্দয়প্রদেশের চারিদিকে শাণ্ডিল্যনাম ধ্বনিত। এখানকার প্রধান তহশিল শাণ্ডিল্য। এখানকার সর্ব্বপ্রধান পরগণার নাম শাণ্ডিল্য। প্রধান রেলওয়ে ষ্টেশন শাণ্ডিল্য। এই জেলার সর্ব্বপ্রধান তড়াগের নাম শাণ্ডি—শাণ্ডিল্যেরই সংক্ষিপ্ত আকার মাত্র। এই ব্রহ্মাবর্ত্তে, এই হর্দয়-প্রদেশে কেবল কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণদিগের বাস—অন্য কোনও ব্রাহ্মণ নাই। তাই মনে হয়, এই হর্দয়প্রদেশ, এই ব্রহ্মাবর্ত্ত কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণদিগের আদিপুরুষ বৈদিক ঋষি শাণ্ডিল্যের স্থান ছিল। মহর্ষি শাণ্ডিল্যের

নামে এই স্থান প্রসিদ্ধ হইয়া থাকিবে; তাই যুগ-যুগান্তর পরে এখনও এই স্থানের শাণ্ডিল্যনাম স্পষ্টাক্ষরে তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী প্রদেশেই যে শাণ্ডিল্যের আশ্রম ছিল, তাহা মহাভারতে শল্যপর্ব্বোক্ত নিম্নলিখিত আখ্যান হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়। বলরাম কুরুক্ষেত্র দেখিয়া একটী আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে আশ্রমটী কাহার, বলরাম সেই স্থানের ঋষিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা বলিলেন—এই স্থানে মহাত্মা শাণ্ডিল্যের ধৃতব্রতা, সাধ্বী, সংযতা ও ব্রহ্মচারিণী কন্যা শ্রীমতী ছিলেন" (৩৮৭)। এই সমস্ত আলোচনা করিয়া আমাদের অনুমান হয় যে, শাণ্ডিল্য ঋষি কোন না কোন সময়ে এই শাণ্ডিল্য নামক স্থানে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন।

১৬০। উপসংহার।

আদিশূর ও ভট্টনারায়ণ সম্বন্ধে আমাদের যাহা কিছু বক্তব্য ছিল, সে সমস্তই প্রায় বলিয়া আসিয়াছি।

এক্ষণে পূর্ব্বপুরুষদিগের চরণে ভক্তিশ্রদ্ধা সহকারে শতকোটী প্রণাম করিয়া আমার এই গ্রন্থের উপসংহার করি।

ওঁ নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যো নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যঃ

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আদিশূর ও
ভট্টনারায়ণ গ্রন্থে "শাণ্ডিল্য-কথা" বিষয়ক
বিংশ কথা সমাপ্ত।

"আদিশূর ও ভট্টনারায়ণ" গ্রন্থ
সমাপ্ত হইল।

ওঁ ব্রহ্মার্পণমস্তু ওঁ।

ওঁ

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট।



১। গ্রন্থোদ্ধৃত উক্তিসমূহের প্রমাণোদ্দিষ্ট গ্রন্থতালিকা।

১। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—১ম ভাগ, ব্রাহ্মণকাণ্ড প্রথমাংশ প্রথম সংস্করণ—প্রাচ্যবিদ্যার্ণব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু (=ব্রাং কাং)।

২। গৌড়রাজমালা—রায় বাহাদুর শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ ১৩১৯ (=গৌং ড়াং)।

৩। বেণীসংহারনাটকম্—শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার সম্পাদিত—সম্বৎ ১৯২৪। (=বেং সং)।

৪। কল্পনা—ষষ্ঠ বৎসর, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ—৪।৫ সংখ্যা শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১২৯৬ সাল।

ঐ ঐ শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যা ১২৯৬ সাল।

৫। Brief History of The Tagore family, 1868 A. D.

৬। বল্লালমোহমুদ্গর—৺উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন, ১৩১২ সাল (=বং মোং)।

৭। প্রেমবিলাস—নিত্যানন্দ দাস বিরচিত; শ্রীযশোদা লাল তালুকদার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩২০ সাল, বাগবাজার ১৩ নং আনন্দ চাটুর্জ্জের লেন (=প্রেং বিং)।

৮। সম্বন্ধনির্ণয়—৺লালমোহন বিদ্যানিধি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৯৬ খৃঃ (=সং নিঃ)।

৯। কুলতত্ত্বার্ণব—সর্ব্বানন্দ মিশ্র সংগৃহীত; মেদিনীপুর প্রাদেশিক ব্রাহ্মণসভা হইতে প্রকাশিত, ১৯১৭ খৃঃ (=কুঃ তঃ)।

১০। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের আদিবংশ—৺শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত, ১৮১৭ শক, বলরাম বসুর লেন, ভবানীপুর কলিকাতা (=রাং ব্রাং)।

১১। আইন ই-আকবরী—শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ কর্ত্তৃক অনুবাদিত, বসুমতী সংস্করণ ১৩০৬ সাল। (=আং আং)।

(১২) ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিতম্—Edited Pertsch Berline 1852 A.D. Published by Herd Dummler Germany=(ক্ষিং বং)।

(১৩) মেদিনীপুর হিতৈষী ২২ ভাদ্র ১৩৩১ সাল।

(১৪) Indo Aryans Vol, II. by Rajendra Lal Mittra 1881 A.D.

২। গ্রন্থোক্ত বিষয়সমূহের প্রমাণসংগ্রহ।

[গ্রন্থে যে সকল বিষয়ের পার্শ্বে ( ) বন্ধনীযুক্ত সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, পরিশিষ্টে সেই সংখ্যা উল্লেখে বিষয়গুলির প্রমাণাদি প্রদত্ত হইল এবং গ্রন্থগুলির নাম উপরোক্ত তালিকামত সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে।]

(১) ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর যিনি ইউরোপের নানাদেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং যিনি অনেকগুলি ইউরোপীয় ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৯৭ শক, শ্রাবণ।

(২) "A people that could feel no pride in the past, in its history and literature, lost the mainstay of its national character. When Germany was in the very depth of its political degradation, it turned to its ancient literature and drew hope for the future from the study of the past. Something of the same kind was now passing in India." International Congress of Orientalists—Professor Max Muller's Address

৺লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয়ের সম্বন্ধনির্ণয় উদ্ধৃত।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৯৭ শক, শ্রাবণ।

(৩) গৌঃ রাঃ—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিত উপক্রমণিকা পৃঃ ।• ।

(৪) গৌঃ রাঃ ১৭ পৃঃ ।

(৫) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সম্পাদিত ঐতিহাসিক চিত্র ২৯৩ পৃঃ—বং মোঃ ১৫৬ পৃষ্ঠায় ধৃত ।

(৬) ঐতিহাসিক চিত্র ২৯৪-৯৫ পৃঃ—বং মোঃ ১৬ পৃষ্ঠায় ধৃত ।

(৭) ব্রাঃ কাঃ ৵• পৃঃ ।

(৮) বং মোঃ ১৩-১৪ পৃঃ ।

(৯) বং মোঃ ১৪ পৃঃ ।

(১০) ব্রাঃ কাঃ ৵• পৃঃ পাদটীকা ।

(১১) ব্রাঃ কাঃ ৵• পৃঃ ; বং মোঃ ১৪ পৃঃ ।

(১২) বং মোঃ ১৪ পৃঃ ।

(১৩) বং মোঃ ১৭ পৃঃ ।

(১৪) বং মোঃ ১৪, ১৭ পৃঃ ।

(১৫) বং মোঃ ১৪ পৃঃ ; ব্রাঃ কাঃ ৵• পৃঃ ।

(১৬) বং মোঃ ১৪ পৃঃ ।

(১৭) বং মোঃ ১৪ পৃঃ ।

(১৮) বং মোঃ ১৫ পৃঃ ।

(১৯) বং মোঃ ১৫ পৃঃ ।

(২০) গৌঃ রাঃ ৫৭ পৃঃ ।

(২১) গৌঃ রাঃ ৫৭ পৃঃ।

(২২) বঃ মোঃ ২৬ পৃঃ।

(২৩) বঃ মোঃ ১৪, ২৬ পৃঃ।

(২৪) "যবনৈশ্চ হৃতং সর্ব্বং পূর্ব্বং বৈ কুলপুস্তকম্। ১"

কুঃ তঃ ৮৭৬ শ্লোক।

(২৫) বঃ মোঃ ২৬ পৃঃ।

(২৬) উপরে ৬নং টীকা দেখ।

(২৭) উপরে ১৮ নং টীকা দেখ।

(২৮) গৌঃ রাঃ উপক্রমণিকা ।০ পৃঃ।

(২৯) গৌঃ রাঃ ৫৯ পৃঃ।

(৩০) গৌঃ রাঃ ৫৭ পৃঃ; বঃ মোঃ ১৭ পৃঃ।

(৩১) বঃ মোঃ ২৬ পৃঃ।

(৩২) বর্ব্বিকেণ হৃতং সর্ব্বং পুস্তকং বিমলং মহৎ।
তত্তোপি বহুকালেন কৃতা বিপ্রপ্রাসদত॥

গোপালশর্ম্মা-বচন, বঃ মোঃ ২৬ পৃঃ পাদটীকা।

উপরে ২৪ নং টীকা দেখ।

(৩৩) মেদিনীপুর হিতৈষী ২২ ভাদ্র, ১৩৩২ সাল।

(৩৪) (ক) আদিশূর রাজা বৈদ্য বৈশ্য তার জাতি।
একছত্রী রাজা ছিল ক্ষত্রবৎ ভাতি॥

নুলো পঞ্চানন-কৃত গোষ্ঠীকথা বঃ মোঃ ২২ পৃঃ।

(খ) গৌড়েশ্বরো নরবরোঽভবদাদিশূরঃ—
বাচস্পতি মিশ্রের কুলরাম—ব্রাং কাং ৮০ পৃঃ।

(গ) বিপ্রান্ * * বিভুঃ * * শাকে * * রাজাদিশূর,
সচ—বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকা ব্রাং কাং ৮৩ পৃঃ পাদটীকা।

(ঘ) মহারাজাদিশূরেণ সমানীতাঃ—
হরিমিশ্র—ব্রাং কাং ১০১ পৃঃ পাদটীকা।

(ঙ) গৌড়েশ্বরো নরোবরোঽভবদাদিশূরঃ
কুং তং ৫ শ্লোক।

(চ) আদিশূরো * * পঞ্চব্রাহ্মণানানয়ামাস—
কৃষ্ণচন্দ্রচরিত—৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ
বিষয়ক প্রস্তাবে ধৃত সং নিং ১৫ পৃঃ পাদটীকা।

(৩৫) (ক) আদিশূরো মহারাজঃ—
প্রেং বিং ২৬০ পৃঃ ২য় স্তম্ভ।

(খ) আদিশূরের বংশ ধ্বংস—
রামজয়ের বৈদ্যকুলপঞ্জিকা সং নিং ৩৩২ পৃঃ।

(গ) রামজীবন-কৃত কুলপঞ্জিকা—সং নিং ১২৮ পৃঃ
বং মোং ২০ পৃঃ।

(৩৬) (ক) আদিশূরানীতাম্ বিপ্রান্—
রামানন্দ-কৃত কায়স্থকুলদীপিকা বং মোং ৩০ পৃঃ
পাদটীকা।

যে জয়তি শ্রীমহারাজ আদিশূরাখ্য কীর্ত্তিতঃ।

জয়বিশ্বাস কৃত কুলচন্দ্রিকা—বং মোং ১৭০ পৃঃ।

(৩৭) শব্দকল্পদ্রুম, H. H. Wilson এবং V. Apte দেখ।

(৩৮) বিপ্রান্ বেদবিধানবর্হিতচ্ছন্দো বিজ্ঞায় বিজ্ঞো বিভুঃ
গৌড়স্থান্ সকলান্ কলিপ্রকলিতান্ বিপ্রোপশাস্ত্রক্রমান্
আচারী সুবিচার-চার চতুরশ্চারক্রিয়াচাবকঃ
শাকে বেদকলঙ্কষট্‌কবিমিতে রাজাদিশূরঃ স চ ॥

ব্রাং কাং ৮৩ পৃঃ।

৩৮। ক। সাহিত্য ১৩২১

(৩৯) বেদবাণাঙ্গশাকে তু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতা।

বাচস্পতি মিশ্রের কুলরাম; ব্রাং কাং

৮৩ পৃঃ পাদটীকা।

(৪০) শ্রীক্ষিতীশস্তিথিমেধা বীতরাগঃ সুধানিধিঃ।
সৌভরিঃ পঞ্চ ধর্ম্মাত্মা আগতো গৌড়মণ্ডলে ॥

কুলরমা; সং নিং ২৮৪ ও তাহার পূর্ব্ব কয়েক পৃঃ।

(৪১) রাজা শ্রীধর্ম্মপালঃ সুখমমরধুনীতীরদেশে বিধাতুং
নারায়ণিগ্রাম্রবিপ্রং গুণযুতভবনং ভট্টনারায়ণস্য।
বঙ্গাব্দে দক্ষিণার্থং সকলকরজটৈর্ধামসারাভিধানং
গ্রামং তস্মৈ বিচিত্রং সুরপুরসদৃশং প্রাদদৎ পুণ্যকামঃ ॥

আঢ়িত্রী বংশাবলী, ব্রাং কাং ৯৮ পৃঃ পাদটীকা।

(৪২) ব্রাং কাং ৯৮ পৃঃ।

(৪৩) ব্রাং কাং ১০১ পৃঃ।

(৪৪) ততো বৈ মগধাধীশো ধর্ম্মপালাখ্যকো নৃপঃ।
ভূশূরং তাড়য়ামাস নগরাৎ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনাৎ ॥
৮৫ শ্লোক, কুং তং।

(৪৫) গৌড়ে সমাগতঃ শাকে স বেদাষ্টশতাব্দকে ॥
দত্তবংশমালা ব্রাং কাং ৯৭ পৃঃ পাদটীকা।

(৪৬) ব্রাং কাং ৯৭ পৃঃ।

(৪৭) ব্রাং কাং ৯৭ পৃঃ।

(৪৮) বেদবাণাহিমে শাকে বিপ্রাঃ পঞ্চ সমাগতাঃ।
ক্ষিতীশস্তিথিমেধশ্চ বীতরাগঃ সুধানিধিঃ ॥
সারাবলী-ধৃত কুলার্ণব-বচন, সং নিং ৫০৭ পৃঃ।

(৪৯) Indo-Aryans—by Raja Rajendra Lal Mittra
Vol, II. p. 25.

(৫০) সং নিং ২২৯, ২৩১ পৃঃ।

(৫১) গৌং ব্রাং ৫৮ পৃঃ।

(৫২) শক ব্যবধান কর অবধান ব্রাহ্মণ পশ্চাৎ যদা।
অঙ্কে অঙ্কে বামা গতি বেদ যুক্তা তদা ॥
কন্যাগত ভুলাঙ্ক অঙ্কে গুরুপূর্ণ দিনে।
সহর পহর ত্যজিয়ে গৌড়ে প্রবেশিলেন এসে ॥
ব্রাং কাং ৯৭ পৃঃ।

(৫৩) বং মোং ৩৪১ পৃঃ।

(৫৪) শুনিয়াছি, ইহা ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সাহায্যে প্রকাশিত।

(৫৫) আদিশূরো নবনবত্যধিকনবশতীশকাব্দে পঞ্চব্রাহ্মণানানয়ামাস—ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং edited by W. Pertsch,

(৫৬) সং নিঃ ১৫ পৃঃ পাদটীকা।

(৫৭) কোলাঞ্চতো দ্বিজবরা মিলিতা হি বঙ্গে।
শাকে শরাব্ধিঋতুমে জ্বলদগ্নিতুল্যাঃ॥
কুং তং ৫৪ শ্লোক।

(৫৮) ইতি রাজগিরঃ শ্রুত্বা ক্ষিতীশস্তমুবাচ হ।
কুং তং ৬৪ শ্লোক।

(৫৯) শ্রীলাদিশূর-নৃপতেঃ পুত্রেষ্টি-যজ্ঞহেতবে।
কান্যকুব্জাদাগতা যে পঞ্চবিপ্রাশ্চ সাগ্নিকাঃ॥
কুং তং ২ শ্লোক।

(৬০) কান্যকুব্জ মহাঋষি আসে বঙ্গে পঞ্চ। * * বিক্রমের ঊন বর্ষ দশ শত অব্দ॥ সং নিং ৩১০ পৃঃ।

(৬১) নবেষ্টদেবতাং ভক্ত্যা ধ্রুবানন্দাখ্যকো দ্বিজঃ।
সর্ব্বানন্দাভিধেয়স্ত মিশ্রবংশসমুদ্ভবঃ॥ কুং তং শ্লোক।

(৬২) বং মোং ৩০৮ পৃঃ।

(৬৩) আসীৎ বৈদ্যো মহাবীর্য্যঃ শালবান্ নাম ভূপতিঃ ।১
তৎকুলে জনিতশ্চাসীত্তেজঃশেখরসংজ্ঞকঃ ॥
বিধুবাণগ্রহমিতে শকাব্দে বিগতে পুরা ।
তদ্বংশে জনিতঃ শ্রীমান্ আদিশূরো মহীপতিঃ । ৩
বেদষট্কণিমানাব্দে শাকে সদ্গুণসাগরঃ ।
গৌড়রাজ্যাধিরাজঃ সন্নভিষিক্তো মহামতিঃ ॥ ৪
বিপ্রকুলকল্পলতা বং মোং ৩৪৫ পৃঃ ।

(৬৪) বং মোং ৩৩৯ পৃঃ ।

(৬৫) শূন্য-বহ্নি-বিধু-বেদমিতে কল্যব্দকে গতে ।
তেজঃশেখর-বংশৈক আদিশূরো নৃপোঽভবৎ ॥
লঘুভারত বং মোং ৩৩৮ পৃঃ ।

(৬৬) আদিশূরাৎ কুলে জাতা পুরুষাৎ সপ্তমাৎ পরে ।
কন্যকা সুন্দরী সাধ্বী নাম্না ভাগ্যবতী শুভা ॥
বেদোহি তদ্বচঃ শ্রুত্বা তাং কন্যাং স উদূঢ়বান্ ।
কালে তদ্গর্ভজাতো জাতো বল্লালসেন ভূপতিঃ ॥
লঘুভারত বং মোং ৩৫৮ পৃঃ ।

(৬৭) বেদবাণ নবমান (৯৫৪) শকাব্দে যখন ।
পঞ্চ মহর্ষি কৈলা গৌড়ে আগমন ॥
প্রেং বিং ২৪ম বিলাস ২৬২ পৃঃ ২য় স্তম্ভ ।

(৬৮)

শুনি মহারাজ অতি ত্রস্তব্যস্তে আইল ॥
আসি ঋষিগণের কৈল চরণ বন্দন।
পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী দ্বারা করিল পূজন ॥
বেদ বাণনবমান ৯৫৪ শকাব্দের যখন।
পঞ্চ মহর্ষি কৈলা গৌড়ে আগমন ॥
পঞ্চ ঋষি রাজা আর রাণীরে আনিল।
যজ্ঞের আগে চন্দ্রায়ণ ব্রত করাইল ॥

প্রেং বিং ২৪ম বিলাস ২৬২ পৃঃ ২য় স্তম্ভ।

(৬৯) রাং ব্রাং ৬ পৃঃ।

(৭০) Epigraphia Indica Vol. viii. App. II. p. 3—
গৌঃ রাং ২৩ পৃঃ।

(৭১) গৌঃ রাং ২৩ পৃঃ।

(৭২) গৌঃ রাং ২২ ও ২৪ পৃঃ।

(৭৩) গৌঃ রাং ৩২ পৃঃ।

(৭৪) গৌঃ রাং ৩৪ পৃঃ।

(৭৫) গৌঃ রাং ৪১ পৃঃ ও ভারতবর্ষের ইতিহাস।

(৭৬) সং নিঃ ৩৩১ পৃঃ।

(৭৭) ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় অনুবাদিত আইন-ই আকবরী, বসুমতী সংস্করণ ৩৯ পৃঃ।

(৭৮) শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহারী।
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দ শত ছাপ্পান্নে প্রভুর অন্তর্দ্ধান॥
চৈতন্যচরিতামৃত—সং নিং ২২৯ পৃঃ পাদটীকা।

(৭৯) সং নিং ২২৯ পৃঃ।

(৮০) [১] আদি বরাহ, [২] সুবুদ্ধি, [৩] বৈনতেয়, [৪] বিবুধেশ, [৫] গাউ, [৬] গঙ্গাধর, [৭] শিশু, [৮] শকুনি [৯] মহেশ্বর, [১০] মহাদেব, [১১] দুর্ব্বলি, [১২] হরি, [১৩] উদয়ন, [১৪] মুরারি, [১৫] ধ্রুবানন্দ মিশ্র ও পৃথ্বীধর, [১৬] পৃথ্বীধর-পুত্র গঙ্গাধর, [১৭] হরিহর, [১৮] স্মার্ত্ত রঘুনন্দন। বং মোং ২০৪ পৃঃ।

(৮১) জাহ্লনাখ্যস্তথা বন্দ্যো মহেশ্বর উদারধীঃ।
* * *
এতে সর্ব্বে মহাত্মানঃ সভায়াং বল্লালস্য চ॥
* * * প্রতিগ্রহপরাংমুখাঃ॥
কুলরমা—সং নিং ২২৬ পৃঃ।
ধ্রুবানন্দ—সং নিং ২২০ পৃঃ।

(৮২) সং নিং ৫৮৪ পৃঃ ফুলো পঞ্চাননের গোষ্ঠীকথা—বং মোং ১০৪ পৃঃ।

(৮৩) নিখিল-নৃপচক্রতিলকশ্রীবল্লালসেন-দেবেন।
পূর্ণে শশিনবদশমিতে দানসাগরো রচিতঃ॥
দানসাগর—সং নিং ২৮০ পৃঃ।

(৮৪) উপরে ৮০নং টীকা দেখ।

(৮৫) উপরে ৬৬নং টীকা দেখ।

(৮৬) গৌং রাং ৪১৬ পৃঃ।

(৮৭) গৌং রাং ১৩ পৃঃ।

(৮৮) গৌং রাং ১৭ পৃঃ।

(৮৯) গৌং রাং ৬ পৃঃ।

(৯০) গৌং রাং ১৯ পৃঃ।

(৯১) শুভক্ষণ শুভ তিথি, যে অঙ্কের নানা গতি
ত্রিরাবৃত্তি, তার মাঘ মাসে।
শুক্লায় পুষ্যায় আসি, পঞ্চ ভৃত্য পঞ্চ ঋষি
প্রদীপ্ত করে রাজার বাসে॥
ফুলো পঞ্চাননের বচন—সং নিং ৩২৭-২৮ পৃঃ।

(৯২) আমরা তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ পাই নাই, কিন্তু
ফুলো পঞ্চানন বলেন—
কি কহ গণকরাজ যুধিষ্ঠির মতে কাজ
ভারতে আছে যে নিরূপণ॥
ফুলো পঞ্চানন বচন—সং নিং ৩২৮ পৃঃ।

(৯৩) কাশীতে যখন উদয় এদেশে দুরন্ত কয়
অতএব সবিনয় করি।
জিজ্ঞাসে মহর্ষিচয় কাহার বৎসর কয়
গণয়ে কাহার মত ধরি॥৭
দ্বিজ বলে সেই মত, বিক্রম যে মতে গত
গণনা করি সৌর সম্মত।
দেশে দেশে কাল, বেদ, তিথি তারা হয় ভেদ
অধম্ম খ্যাক্রিয়া চান্দ্রগত। ৮
ফুলো পঞ্চানন বচন—সং নিং ৩২৮ পৃঃ।

(৯৪) নব নব নক্ষত্র উদয় মনে হয়।
কৈ কবি নবরত্ন বিক্রম এ সময় ॥
কহে কাটাগাম আজি আয়ু কত দিন।
ভৃত্যো কহে, বিক্রমেতে কেন হও ক্ষীণ॥
বৃদ্ধ বলে, আজো করি ঘট পট শব্দ।
বিক্রমের উনশত দশশত অব্দ॥
ধ্রুবানন্দ মিশ্র—সং নিং ৩৩০ পৃঃ।

(৯৫) ব্রাং কাং ৩৪১ পৃঃ।

(৯৬) [ক] সাবর্ণস্য মুনের্মহীয়সি কুলে যে জজ্ঞিরে শ্রোত্রিয়া-
স্তেষাং শাসনভূমযোঽজনি গৃহং গ্রামাঃ শতং সন্ততেঃ।
অ.র্য্যাবর্ত্তভুবাং বিভূষণমিব খ্যাতস্ত সর্ব্বাগ্রিমো

গ্রামঃ সিদ্দলঃ ৩৩ কেবলমলঙ্কারোঽস্তি রাঢ়াশ্রিয়ঃ ॥৩॥

[খ]——শ্রীহস্তিনীদিষ্টমহীষ্টভূমিঃ ॥

[গ] কন্যাং বন্দ্যঘটীয়স্য ব্রহ্মণঃ প্রথতাং সুতাং ॥

সাঙ্গকামঙ্গনারত্নং পত্নীং সপরিণীতবান্ ॥১৩॥

ব্রাঃ কাং ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৩,

৩৪৬ ও ৩৪৭ পৃঃ দেখ।

(৯) গৌঃ রাঃ ৫৯ পৃঃ।

(৯৮) গৌঃ রাঃ ৫৯ পৃঃ।

(৯৯) শাণ্ডিল্যঃ কাশ্যপশ্চৈব বাৎস্যঃ সাবর্ণকস্তথা।

ভরদ্বাজো গৌতমশ্চ সৌকালিনস্তথাপরঃ ॥

ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি

সং নিঃ ৪৪ পৃঃ ও সং নি° ৫৯ পৃঃ।

(১০০) সং নিঃ ২১৫ পৃঃ।

(১০১) দুর্ব্বারারিবরূথিনীপ্রমথনে চ বিদ্যাধরৈঃ

সানন্দং দিবি যস্য মার্গণ-গুণ-গ্রামগ্রহো গীয়তে।

কাম্বোজান্বয়জেন গৌড়পতিনা তেনেন্দুমৌলেরয়ং

প্রাসাদো নিরমারি কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ ভূভূষণঃ ॥

সং নিং ২১৫; গৌঃ রাং ৬৫ পৃঃ।

(১০২) গৌঃ রাং ৬৬ পৃঃ।

(১০৩) গৌঃ রাং ৬৬ পৃঃ।

(১০৪) হতসকলবিপক্ষঃ সঙ্গরে বাহুদর্পাৎ
অনধিকৃত-বিলুপ্তং রাজ্যমাসাদ্য পিত্র্যং।
নিহিতচরণপদ্মো ভূভৃতাং মূর্দ্ধ্নি তস্মাৎ
অভবদবনিপালঃ শ্রীমহীপালদেবঃ॥

গৌঃ রাঃ উপক্র, ।৶০ পৃঃ।

(১০৫) গৌঃ রাঃ ।৶ পৃঃ

(১০৬) গৌঃ রাঃ ৫৯ পৃঃ।

(১০৭) গৌঃ রাঃ ।৶০ পৃঃ; ৩৮ পৃঃ

(১০৮) গৌঃ রাঃ ৫৯ পৃঃ।

(১০৯) গৌঃ রাঃ উপক্র; ।৵০ ও ।৶০ পৃঃ ২০-২৩ পৃঃ; ৩৪ পৃঃ।
ব্রঃ কাঃ ৯৯ পৃঃ।

(১১০) V. A. Smith's Early History of India 2nd Ed. p. 173 গৌঃ রাঃ ৩৭ পৃঃ।

(১১১) গৌঃ রাঃ ২৩-২৪ পৃঃ।

(১১২) গৌঃ রাঃ ২৩ পৃঃ।

(১১৩) গৌঃ রাঃ ২৪ পৃঃ।

(১১৪) গৌঃ রাঃ ২৯ পৃঃ।

(১১৫) সং নিং ২১৫ পৃঃ।

(১১৬) গৌঃ রাঃ ।৶০ পৃঃ ৩৮ পৃঃ।

(১১৭) ততো বৈ মগধাধীশো ধর্ম্মপালাখ্যকো নৃপঃ।
ভূশূরং তাড়য়ামাস নগরাৎ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনাৎ ॥
কুং তং ৮৫ শ্লোক।

(১১৮) ও (১১৯) [ক] অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ।
ধন্বন্তরি-সেনখ্যাতো বিখ্যাতো ধরণীতলে ॥
চন্দ্রকান্ত হড়প্রদত্ত দেবীবর বচন অংশে, বং মোং ২৩ পৃঃ;
শব্দকল্পদ্রুমধৃত দেবীবর বচন বং মোং ২১ পৃঃ; সং নিং ৩২৪ পৃঃ।

[খ] আদিশূর রাজা বৈদ্য, বৈশ্য তার জাতি।
মুলো পঞ্চাননের গোষ্ঠীকথা বং মোং ২২ পৃঃ;
সং নিং ৫৮৫ পৃঃ।

[গ] আদিশূর নাম রাজা সদ্বৈদ্যকুলোদ্ভবঃ।
বারেন্দ্রপঞ্জী বং মোং ২১ পৃঃ।

[ঘ] অম্বষ্ঠানাং কুলেহংসৌ * * নাম্নাদিশূরঃ * *
ধনঞ্জয়ের কুলপ্রদীপ বং মোং ২১ ও ১৭০ পৃঃ।

(১২০) শতদ্রু-চন্দ্রভাগাদ্যা হিমবৎপাদনির্গতাঃ ॥ ৯

* * *

আসাং নদ্যাপদ্যশ্চ সন্ত্যন্যাশ্চ সহস্রশঃ।
তাভিষে ভূকপাকালদধ্যদেশাধিপো যদাঃ ॥১৪॥

* * *

মদ্রাবাম্বষ্ঠাঃ পাঞ্চালীকাদরথা ॥ ১৭

আসাং পিবন্তি সলিলং বসন্তি সরিতাং সদা। ১৮
বিষ্ণুপুরাণ, ৩ অ, ২ অংশ বং মোং ১২৪ পৃঃ।

(১২১) বং মোং ১২৫-১২৬ পৃঃ।

(১২২) [ক] শিবান্ ত্রিগর্ত্তান্ অম্বষ্ঠান্ মালবান্ পঞ্চকর্পটান্ ॥৭
বং মোং ১২৭ পৃঃ মভা, সভাপর্ব্ব ৫২ অঃ।

[খ] অম্বষ্ঠাঃ কৌকুরা তার্ক্ষ্যা বস্ত্রপাঃ পহ্লবৈঃ সহ ॥১৫
বং মোং ১২৭ পৃঃ মভা, সভাপর্ব্ব ৫২ অঃ।

(গ) শম্বাঃ মৎস্যাস্তথাম্বষ্ঠা ত্রৈগর্ত্তাঃ কেকয়াস্তথা। ১৩
বং মোং ১২৭ পৃঃ; মভা. ভীষ্মপর্ব্ব ১৮ অঃ।

(ঘ) অম্বষ্ঠস্য সুতঃ শ্রীমান্ মিত্রহেতোঃ পরাক্রমন্।১১
মভা, কর্ণপর্ব্ব ৬ অঃ, বং মোং ১২৮-১২৯ পৃঃ।

(১২৩) বং মোং ১২৯ পৃঃ।

(১২৪) "The Vishnu Puran alludes to them (the race of kshatryas of the name of Ambastha) when enumerating the several races of the North-West provinces (মদ্রারামাস্তথাম্বষ্ঠাঃ পারসীকাদয়স্তথা) and Panini quotes Ambastha as an example of the same word meaning a kshatrya race and a country where they lived (Panini IV, I. 171), The Mahabharata uses the word both as the name of a race of

kshatryas, and that of a kshatrya king, and the Medini, the Viswaprokash and the shabdaratnakar explain it as the name of a country." Indo Aryans P. 262-265, বং মোং ১১২-১৩ পৃঃ ; ৩১৫-১৬ পৃঃ।

(১২৫) বং মোং ১১৩-১১৬ পৃঃ ; ১২৪-১২৯ পৃঃ।

(১২৬) বং মোং ১২৯ পৃঃ।

(১২৭) আসীৎ বৈদ্যো মহাবীর্য্যঃ শালবান্ নাম ভূপতিঃ।
বঙ্গরাজ্যাধিরাজঃ স স্বধর্ম্মপ্রতিপালকঃ॥
তদ্বংশে জনিতঃ শ্রীমান্ আদিশূরো মহীপতিঃ।

বিপ্র কুং, বং মোং ৩৪৫ পৃঃ।

(১২৮) অম্বষ্ঠানাং কুলেঽসৌ প্রথমনরপতির্বীর্য্যশৌর্য্যাদিযুক্ত
স্তস্মাৎ নাম্নাদিশূরো বিমলমতিরিতিখ্যাতিযুক্তোবভূব।

ধনঞ্জয়ের কুলপ্রদীপ—বং মোং ২১, ১১০ পৃঃ।

(১২৯) উপরে ১২৭নং টীকা দেখ।

(১৩০) শ্রীমদ্রাজাদিশূরোঽভবদবনিপতিস্তত্র বঙ্গাদিদেশে।
ধনঞ্জয়ের কুলপ্রদীপ—বং মোং ২১ পৃঃ।

(১৩১) [ক] তত্রাদিশূরঃ শূরবংশসিংহো
বিজিত্য গৌড়ং কিল পালবংশং।

শশাস গৌড়ং দিতিজান্ বিজিত্য
যথা সুরেন্দ্রস্ত্রিদিবং শশাস ॥

ঐতিহাসিক-চিত্রধৃত বরেন্দ্র কুলপঞ্জী ৮৪ পৃঃ;
বং মোং ৩১৯ পৃঃ।

[খ] শ্রীমদ্‌রাজাদিশূরোঽভবদবনিপতিস্তত্র বঙ্গাদিদেশে
সল্লোকঃ সদ্বিচারৈর্দিতিসুতপতিঃ
স্বর্যথ সীৎ তথাসীৎ।
প্রাতাপাদিত্যতপ্তাখিলতিমররিপুস্তত্ত্ববেত্তা মহাত্মা
জিত্বা বুদ্ধান্ চকার স্বয়মপি নৃপতি
র্গৌড়রাজ্যাদ্রিবস্তান্ ॥
অম্বষ্ঠানাং কুলেঽসৌ প্রথমনরপতির্বীর্য্যশৌর্য্যাদিযুক্ত
স্তস্মাৎ নাম্নাদিশূরো বিমলমতিরিতি খ্যাতিযুক্তো বভূব ॥
ধনঞ্জয়ের রাঢ়ীয়পঞ্জী কুলপ্রদীপ বং মোং ২১ পৃঃ।

[গ] গৌড়ে পালমহীপালবংশাদুচ্ছিদ্য তৎপরে।
পালবংশাসনে গৌড়ে স্বয়ং স্বাধীনতাং গতঃ ॥
গৌং ব্রাং ৪৬ পৃঃ—বং মোং ৩১৯ পৃঃ।

(১৩৯) গৌড়েশ্বরো নরবরোঽভবদাদিশূরঃ।
[illegible] কুলাভিজাতাং দ্বিজঃ ॥
যেতা সমুদ্রলিপ্ত-বৈরিকুলঃ কুলীনঃ। -
কুলরত্না—বং মোং ৩২০ পৃঃ।

(১৩৩) অঙ্গান্ বঙ্গান্ কলিঙ্গান্ বিবিধনৃপবরান্
স্বীয়দেশান্ বিদেশান্
কর্ণাটং কেরলাখ্যং নববরভটকৈরন্বিতং কামরূপং।
সৌরাষ্ট্রং মাগধান্তং নৃপমপি জিতবান্ মালবং গুর্জ্জরঞ্চ
হিত্বা বৈ কান্যকুব্জাধিপতিমথ নৃপাস্তস্য
বশ্যাস্তদাসন্ ॥৬
কুং তং ৬ শ্লোক।

(১৩৪) আদিশূরস্তথা তস্য সভাসন্মন্ত্রিণাং বরঃ।
সহায়ঃ শ্বশুরস্যৈব বীরসিংহং নিরস্তবান্ ॥
লং ভাং—বং মোং ৩২৮ পৃঃ।
গৌড়ে পাল-মহীপালবংশামুচ্ছিদ্য তৎপরে।
পালবংশাসনে গৌড়ে স্বয়ং স্বাধীনতাং গতঃ ॥
গৌং ব্রাং ধৃত লং ভাং ৪৬ পৃঃ;
বং মোং ৩২৮ পৃঃ।

(১৩৫) Epigraphica Vol. I. pp. 122-135,
গৌং ব্রাং ৩৪ পৃঃ।

(১৩৬) গৌং ব্রাং ৩৪ পৃঃ।

(১৩৭) উপরে উদ্ধৃত ১৩৪নং টীকা দেখ।

(১৩৮) বং মোং ৩২৮ পৃঃ।

(১৩৯) ঠাং বাং ২ ও ৩ পৃঃ ; Tagore family ৩ পৃঃ।

(১৪০) উপরে ১০৪ নং টীকা দেখ।

(১৪১) তদ্বংশে জনিতঃ শ্রীমান্ আদিশূরো মহীপতিঃ।
গৌড়রাজ্যাধিরাজঃ সমভিষিক্তো মহামতিঃ॥
কান্যকুব্জেশ্বরস্যৈব সদ্বৈদ্যকুলসম্ভবেঃ।
শ্রীচন্দ্রদেবভূপস্য নাম্না চন্দ্রমুখীং সুতাং।
উপযেমে স মহাত্মা যথাবিধি বিধানতঃ॥
বিপ্র কুং, বং মোং ৩৩৭, ৩৪৫ পৃঃ।

(১৪২) এই কারণে রামচন্দ্র সীতাদেবীর সুবর্ণপ্রতিমা গড়াইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

(১৪৩) শ্রীচন্দ্রদেব-ভূপস্য নাম্না চন্দ্রমুখীং সুতাং।
বিপ্র কুং, বং মোং ৩৪৫ পৃঃ।
নাম্না চন্দ্রমুখী নৃপেন্দ্রতিলক-শ্রীচন্দ্রকেতোঃ সুতা।
বিপ্র কুং, বং মোং ৩৩৬ পৃঃ।

(১৪৪) কান্যকুব্জের অধিপতি নাম চন্দ্রকেতু।
* * *
চন্দ্রকেতুর অন্য নাম বীরসিংহ হয়।
প্রেং বিং ২৪শ বিলাস ২৬২ পৃঃ ১ম স্তম্ভ।

(১৪৫) যেনানীতাঃ দ্বিজাঃ পূর্ব্বং লক্ষ্মীনারায়ণেন চ।
জয়তি শ্রীমহারাজ আদিশূরাখ্য-কীর্ত্তিতঃ॥
জয়সেন বিশ্বাসের বৈদ্যকুলচন্দ্রিকা
বং মোং ৩১৭ পৃঃ।

(১৪৬) ব্রাঃ কাঃ ৪র্থ অধ্যায় ৯৯ পৃঃ।

(১৪৭) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার "ব্রাহ্মণকাণ্ডে" (১০১ পৃঃ) আদিশূরকে "পঞ্চগৌড়াধিপ"রূপে উল্লেখ করিয়াই তাঁহাকে কহ্লণোক্ত "জয়ন্তের" সহিত অভিন্ন প্রতিপন্ন করিতে যত্ন পাইয়াছেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ঠিকই প্রশ্ন করিয়াছেন—"কহ্লণই বা জয়ন্তকে পঞ্চগৌড়াধিপ বলিলেন কোথায়? কহ্লণ বহুবচনান্ত "পঞ্চগৌড়াধিপান্" গৌড়ের পাঁচজন নৃপতির উল্লেখ করিয়াছেন; এক-বচনান্ত "পঞ্চগৌড়াধিপং" লিখিয়া যান নাই।" তদ্ব্যতীত, চন্দ মহাশয় আর একটী গুরুতর কথা উঠাইয়াছেন। তিনি বলেন যে, ব্রাহ্মণকাণ্ডের ১১৪ পৃষ্ঠার ২নং পাদটীকায় বসুমহাশয় ব্রাহ্মণ-ডাঙ্গানিবাসী ৺বংশী বিদ্যারত্ন ঘটকের সংগৃহীত কুলপঞ্জিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন—

ভূশূরেণ রাজ্ঞাপি শ্রীজয়ন্তসুতেন চ।
নাম্নাপি দেশভেদৈস্ত রাঢ়ীবারেন্দ্রসাতশতী ॥

এই টীকার টীকায় আবার লিখিয়াছেন " "আদিশূর-সুতেন চ" এইরূপ পাঠান্তর লক্ষিত হয়। অন্য

কোন পুস্তকে এই পাঠান্তর লক্ষিত হয়, না একই পুস্তকের টীকায় পাঠান্তর প্রদত্ত হইয়াছে, এবিষয়ে বসু মহাশয় কিছুই বলেন নাই। আর ৺বংশী বিদ্যারত্ন ঘটক ঊনবিংশ শতাব্দীর লোক। ৺বংশী বিদ্যারত্ন কোন্ মূল গ্রন্থ হইতে এই তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই মূলগ্রন্থ কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল, এবং উহার ঐতিহাসিক মূল্যই বা কত, ইত্যাদি বিষয়ের সম্যক বিচার না করিয়া এতবড় একটা কথা স্বীকার করা যায় না।"

গৌঃ রাঃ ১৮-১৯ পৃঃ পাদটীকা।

(১৪৮) বং মোঃ ১৭২-৭৪ পৃঃ।

(১৪৯) ৺উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মতে ব্রাহ্মণ ছিলেন।

বং মোঃ ১৫৭ পৃঃ।

(১৫০) সং নিং ৫৮৪-৮৯ পৃঃ; বং মোঃ ১০৪ পৃঃ।

(১৫১) আদিশূর রাজা বৈদ্য বৈশ্য তার জাতি।
একচ্ছত্রী রাজা ছিল ক্ষত্রবৎ ভাতি ॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন বৌদ্ধ রাজা জগন্নাথে কীর্ত্তি।
সাম্যবাদী তবু বলায় ক্ষত্রিয় বৃত্তি ॥
রাজা বলে ব্রাহ্মণ্য সে—না তারে অন্যথা।
পণ্ডিত [illegible] গৌড়ে কত কথা ॥

ভূপাল, অনঙ্গপাল, আর মহীপাল।
জাতিভ্রষ্ট, ক্ষত্র নহে—রাজন্য প্রবল॥
তারাও বিভা করিত তিন জাতি মেয়ে।

* * *

বৈদ্য হলেও রাজন্য আচরণে র'ত॥
ভূমিপ হলে সবারি ইচ্ছা হয় ক্ষত্র।
গৌরব হেতু রাজন্য বলায় যত্র তত্র॥
সবারি অভিলাষ সে উচ্চ হয় নিজে।
দেবত্ব পেলেও ইচ্ছা ব্রহ্মত্বে বিরাজে॥

* * *

বিশ্বামিত্রের ইচ্ছা সদ্য লভে ব্রাহ্মণ্য।
তেমনি বৈশ্য ভাবে সে হয় রাজন্য॥

* * *

বৈদ্য রাজা আদিশূর ক্ষত্রিয় আচার।
বেদে ব্রহ্মবৎ কার্য্যে মাতৃব্যবহার॥
রাজপুত ক্ষত্র বলতে বদ্ধপরিকর।
আজি শুদ্ধ ক্ষত্র নাই বর্ণের সঙ্কর॥
আদিশূর বৈদ্য বটে ক্ষত্রকন্যা পত্নী।
শূদ্রকন্যা ব্রহ্মজারী না লাগে অরুচি॥
কলির ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র সব সমান।
বিশেষত্ব রাজা হলে নাহি থাকে জ্ঞান॥

রাজার রাজার বিভা সবাই ক্ষত্রিয়।
পিতৃ-মাতৃ এক পক্ষ—রাজন্যগোত্রীয়॥
ভূপের ক্ষত্রত্ব হয় শৌর্য্যের প্রকাশ।
নৃপমাত্র ক্ষত্রাচার কলিতে সহাস॥

* * *

হাত ঘুরায়ে নুলো কয়। সবাই ত উচ্চ হতে চায়॥
গোষ্ঠীকথা—বং মোং ১০৪-৮ পৃঃ,
সং নিং ৫৮৪-৮৯ পৃঃ॥

(১৫২) (ক) অম্বষ্ঠানাং কুলেশ্বরৌ * * * নাম্নাদিশূরঃ,
* * * ধনঞ্জয়ের কুলপ্রদীপ বং মোং ১৬ পৃঃ।

(খ) অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ;
দেবীবর—বং মোং ২১, ২৩ পৃঃ;
সং নিং ৩২৪, ৫৮৫ পৃঃ।

(গ) আদিশূর নাম রাজা সদ্বৈদ্যকুলোদ্ভবঃ।
গৌঃ ব্রাং-ধৃত বারেন্দ্রপঞ্জী বং মোং ২১ পৃঃ।

(১৫৩) বং মোং ৩৩-৩৪ পৃঃ।

(১৫৪) অঙ্গান্ বঙ্গান্ কলিঙ্গান্ বিবিধনৃপবরান্ বীরদেশান্
বিদেশান্—৬ শ্লোক, কুঃ ভঃ।

(১৫৫) (ক) প্রথমনরপতির্বীর্য্যশৌর্য্যাদিযুক্তঃ
—ধনঞ্জয়ের কুলপ্রদীপ বং মোং ২১ পৃঃ।

(খ) শাস্ত্রজ্ঞো বিনয়ী শান্তঃ সদা ধর্ম্মপরায়ণঃ।
রাজনীত্যনুসারেণাপালয়ৎ পুত্রবৎ প্রজাঃ ॥

৭ শ্লোক—কুং তং।

(১৫৬) একচ্ছত্রী রাজা ছিল ক্ষত্রবৎ ভাতি।

গোষ্ঠীকথা বং মোং ২২ পৃঃ।

(১৫৭) রাঢ়গৌড়বারেন্দ্রাশ্চ বঙ্গদেশস্তথৈব চ।
এতেষাং নৃপাশ্চৈব সর্ব্বভূমীশ্বরো যথা ॥

দেবীবরের রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা—
বং মোং ২১ পৃঃ।

(১৫৮) বং মোং ৩১৮ পৃঃ।

(১৫৯) আসীৎ বৈদ্যো মহাবীর্য্যঃ শালবান্ নাম ভূপতিঃ।
বঙ্গরাজ্যাধিরাজঃ স স্বধর্ম্মপ্রতিপালকঃ ॥

* * *

তদ্বংশে জনিতশ্চৈকঃ প্রতাপচন্দ্রভূপতিঃ।
তৎকুলে জনিতশ্চানাদ্ধেজঃশেখরসংজ্ঞকঃ ॥

* * *

তদ্বংশে জনিতঃ শ্রীমান্ আদিশূরো মহীপতিঃ ॥

বিপ্র কুং, বং মোং ৫৪৫ পৃঃ।

(১৬০) গৌড়েশ্বরো নরবরোঽভবদাদিশূরঃ * *
কুলাববাত নৃপ মাধবপুরস্থঃ ॥

কুলরমা—বং মোং ৬২০ পৃঃ।

(১৬১) বৈদ্য রাজা আদিশূর ক্ষত্রিয় আচার।
বেদে ব্রহ্মবৎ কার্য্যে মাতৃব্যবহার ॥
গোষ্ঠীকথা—সং নিং ৫৮৮—৮৯ পৃঃ।

(১৬২) বং মোং ৩১৮ পৃঃ।

(১৬৩) সংপুণ্যাশ্রয়-কান্যকুব্জবসতেঃ কন্যা চ পুণ্যার্থিনী।
পত্নী গাঢ়তমপ্রতাপনিবহখ্যাতাদিশূরস্য চ
ক্ষোণীন্দ্রস্য বভূব সাপি চতুরা চান্দ্রায়ণাচারিণী ॥
বিপ্র কুং, বং মোং ৩৩৬ পৃঃ।

(১৬৪) কান্যকুব্জেশ্বরস্যৈব সদ্বৈদ্যকুলসন্ততেঃ।
শ্রীচন্দ্রদেবভূপস্য নাম্না চন্দ্রমুখীং সুতাং ॥
বিপ্র কুং, বং মোং ৩৩৬—৩৭ পৃঃ।

(১৬৫) আদিশূর বৈদ্য বটে ক্ষত্রকন্যা পত্নী।
গোষ্ঠীকথা সং নিং ৫৮৮-৮৯ ; বং মোং ১০৭ পৃঃ।

(১৬৬) বং মোং ৩৩৬ পৃঃ।

(১৬৭) সং নিং ৫৮৯ পৃঃ।

(১৬৮) সং নি ৫৮৮ পৃঃ।

(১৬৯) বল্লালের ব্যবহারে ব্রাহ্মণগণ বড়ই ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। সেই বিবাদে আদিকুলীন মহেশ্বর বন্দ্য এবং বল্লালের

যে তর্ক হয়, তাহা মুলো পঞ্চানন গোষ্ঠীকথায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উক্ত কারিকাটী অতীব মান্য নিঃসন্দেহ। পূর্ব্বস্থলীর প্রসিদ্ধ স্মার্ত্তচূড়ামণি দুর্গাদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় উহা কুশী—কক্ষশিলানিবাসী হুগলীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকীল শিবনাথ রায় মহাশয় হইতে লইয়া সম্বন্ধনির্ণয়কার লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয়কে দেন। উপরেক পাদটীকায় প্রয়োজনীয় অংশগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে।

সং নিং ৫৮৯ পৃঃ।

(১৭০) বং মোং ৯৫ পৃঃ।

(১৭১) শ্রীচন্দ্রদেব-ভূপস্য নাম্না চন্দ্রমুখীং সুতাং।
উপযেমে স মহাত্মা যথাবিধি বিধানতঃ ॥

বিপ্রং কুং, বং মোং ৩৪৫।

(১৭২) ভূশূর নামক পুত্র আদিনৃপতির।
মুনিপঞ্চকের যজ্ঞে জন্ম যাঁর স্থির ॥

সং নিং ৩৩১ পৃঃ।

ভূশূরে না দেখি পুত্র আদিশূপমণি।
নিজ তনয়া লক্ষ্মীকে পুত্রিকার গণি ॥

তাঁহার তনয় দেখি যান স্বর্গপুর।
পুত্র বা কন্যার পুত্র নাহি কিছু দূর॥
অশোক দৌহিত্র জান আদি নৃপতির।

*　　*　　* বং মোং ৩২৪ পৃঃ।
রামজয়ের বৈদ্যকুলপঞ্জিকা সং নিং ৩২৪ পৃঃ।

(১৭৩) বং মোং ৩৫৭-৫৮ পৃঃ।

১৭৪) দাক্ষিণাত্য-বৈদ্যরাজশ্চৈকোঽশ্বপতিসেনকঃ।
তদ্বংশে জনিতশ্চন্দ্রকেতুসেনো মহাধনঃ॥
তস্য বংশে বীরসেনো ভূপঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
তদ্বংশে বিক্রমসেনো জাতঃ পরমধার্ম্মিকঃ॥
কৃতবান্ বিক্রমপুরীং স্বনাম্নাভিহিতাং সুধীঃ।
তস্য পুত্র শুকদেবসেনঃ খ্যাতগুণোৎকরঃ॥
তৎপুত্রো নিভুজঃ সেনঃ শত্রুপক্ষবিমর্দনঃ।
আদিশূরস্য তনয়াং স এব পরিণীতবান্॥
বিপ্রং কুং, বং মোং ৩২২ পৃঃ।

(১৭৫) কুং তং ১১ শ্লোক।

(১৭৬) পুত্রেষ্টিযজ্ঞং ভূদেবাঃ করোমি পুত্রহেতবে। হইতে—
পূর্ণং কুরুত বান্ধবাঃ॥ ১০-১৩ শ্লোক
* * * "বয়ং নৈব জানীমহে" হইতে "নৃদেব"॥
কুং তং ১৩-১৬।

(১৭৭) রাজার প্রতি রাণী কহেন একদিন ।
কান্যকুব্জে লোক পাঠাও আনিতে ব্রাহ্মণ॥
সাগ্নিক বেদজ্ঞ বহু আছে সেইখানে ।
পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনি যজ্ঞ করাও যতনে ॥
রাণীর উপদেশে আদিশূর মহারাজ
কান্যকুব্জে লোক পাঠায় না করিয়া ব্যাজ ॥
প্রেং বিং ২৪ম বিলাস । ২৬১ পৃঃ ২য় স্তম্ভ ।

(১৭৮) রাং ব্রাং ৮ পৃঃ, পৃঃ ইঃ ভারতবর্ষ-খণ্ড ২৪৫ পৃঃ ।

(১৭৯) পঞ্চ ঋষি রাজা আর রাণীরে আনিল ।
যজ্ঞের আগে চান্দ্রায়ণ ব্রত করাইল ॥
প্রেং বিং ২৪ম বিলাস ২৬২ পৃঃ ২য় স্তম্ভ ।

(১৮০) সং নিং ৩৩১-৩৩২ পৃঃ ।

(১৮১) স্পেনের অন্তর্গত Valadolid নামক স্থানে লোরেঞ্জা নাম্নী একটী স্ত্রীলোক ৬৮ বৎসর বয়সে একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছেন । এই পুত্রটী তাঁহার ঊনত্রিংশৎ প্রসব । তিনি কন্যা একটীও প্রসব করেন নাই—২৯টী সন্তানই পুত্র । * * * আয়র্লণ্ডে টমাস বি. আর্ট নামক এক ব্যক্তি ১০২ বৎসর বয়সে পুত্রের পিতা হইয়াছেন । *
আনন্দবাজার পত্রিকা ১১ ভাদ্র ১৩৩২ ।

(১৮২) সং নিং ২৮১ পৃঃ।

(১৮৩) * * কিয়ৎকালগতে আদিশূরে নৃপে মৃতে।
পিতৃরাজ্যেঽভিষিক্তোঽভূৎ তৎপুত্রো ভূশূরাখ্যকঃ ॥৮৪
ততো বৈ মগধাধীশো ধর্ম্মপালাখ্যকো নৃপঃ।
ভূশ[illegible] তাড়য়ামাস নগরাৎ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনাৎ ॥৮৫
বরেন্দ্রভূমিং [illegible] স রাঢ়দেশে সমাগতঃ।
দুর্গং নির্ম্ময় সুদৃঢ়ং তত্র বাসমকল্পয়ৎ ॥৮৬ কুং তং

(১৮৪) লক্ষ্মীনারায়ণসন্তানো বিমলাখ্যো নৃপো মহান্
জয় বিশ্বাস কৃত কুলচন্দ্রিকা বং মোং ১৭০ পৃঃ।

(১৮৫) বং মোং ৩২৩ পৃঃ।

(১৮৬) বং মোং ১৭১ পৃঃ।

(১৮৭) কারিকাকুলকর্ত্তাঽসৌ মহাবংশস্য সম্ভবঃ ॥
জয় বিশ্বাস কৃত কুলচন্দ্রিকা বং মোং ১৭০ পৃঃ।

(১৮৮) কুলতত্ত্বার্ণব—৮৪, ১৪৫ শ্লোক।

(১৮৯) পুত্রহীনঃ স নৃপতিঃ কালে পঞ্চত্বমাগতঃ।
বল্লালসেনস্তৎজ্ঞশ্চ তস্য রাজ্যে নৃপোঽভবৎ ॥
কুং তং ১৪৫-১৪৬ শ্লোক।

(১৯০) বং মোং ৩২০-২১ পৃঃ।

(১৯১) গৌং রাং ৫৯ পৃঃ।

(১৯২) [illegible] তৎসমেতোপবিষ্টঃ [illegible] কান্য
কুব্জমোদাগতো [illegible] বং ১ পৃঃ।

(১৯৩) পুরান্ধ্র বংশজেনৈব শূদ্রকেণ মহাত্মনা।
অপুত্রকেণ ভূপেন পুত্রেষ্টিযজ্ঞহেতবে ॥১১
দেশাৎ সারস্বতাৎ রম্যাৎ সমানীয় প্রযত্নতঃ।
যজ্ঞান্তেঽস্মিন্ বঙ্গদেশে স্থাপিতা বিপ্রবর্জিতে ॥১২ কুং তং

(১৯৪) কোলাঞ্চতো দ্বিজবরা মিলিতা হি বঙ্গে
শাকে শবাব্ধিঋতুমে জ্বলদগ্নিতুল্যাঃ ॥৫৪ কুং তং

(১৯৫) আমরা দেখি, ৬১৯ খৃষ্টাব্দে সম্পাদিত তাম্রশাসনে "মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক চতুরুদধি-সলিল-বীচি-মেখলা-নিলীন-সদ্বীপ-গিরিপত্তনবতী বসুন্ধরার অধীশ্বর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।" Epigraphica Indica Vol. VI, p 143-গৌঃ রাং ১১ পৃঃ। এই শশাঙ্কই অন্ধ্রবংশীয় গৌড়পতি শূদ্রক নহে তো? একই রাজা বিভিন্ন নামধারী নহে তো?

(১৯৬) (ক) "সারস্বতদেশীয়বিপ্রাঃ সপ্তশতীতি ভাষায়াং কথ্যন্তে"—৺বংশীবিদ্যারত্ন-সংগৃহীত।
ব্রাং কাং ১১৪ পৃঃ।

(খ) "এতে সারস্বতদেশাৎ গৌড়রাজ্যে সমাগতাঃ।"
ব্রাং কাং ১১৪ পৃঃ।

(১৯৭) [illegible] "গাঙশইকা"—রাঢ়দেশের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত [illegible] জনপদের কতকাংশ এখন বর্দ্ধমান

জেলায় "সাতশতকা" বা "সাতশইকা" পরগণায় পরিণত হইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান সীমা—উত্তরে ব্রহ্মাণী নদী, দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমা ভাগীরথী ও পশ্চিমে শাহাবাদ পরগণা। জরিপের মানচিত্রে এই পরগণা "সাতশতকা" নামেই চিহ্নিত হইয়াছে। Indian Atlas Sheet No. 120-ব্র ং কাং ১১৫।

(১৯৮) তদা সপ্তশতীত্যাখ্যাং প্রাপুঃ সারস্বতা অপি ॥

৪৯ কুং তং।

(১৯৯) গৌড়েশ্বরো নববরোঽভবদাদিশূরঃ
নানাবিদেশনৃপতের্ম্মুকুটাঙ্কিতাঙ্ঘ্রিঃ।
জেতা বলাদ্দলিতবৈরিকুলঃ কুলীনঃ
দাতাবদাতকুলমাধবশূরসূনুঃ ॥
অঙ্গান্ বঙ্গান্ কলিঙ্গান্ বিবিধ-
নৃপবরানান্তর্দেশান্ বিদেশান্।
কর্ণাটং কর্ণকল্পং নরবরভটকৈরন্বিতং কামরূপং ॥
সৌরাষ্ট্রং মাগধান্তং নৃপমপি জিতবান্ মালবং জানবঙ্গ
কাশীহস্রস্থলাভিরামানৃপমপি সহসা তস্য সৈন্যাধিকারী ॥

স চৈকদা দূতমাহ—

রে রে দূত সুবুদ্ধিমন্ মম কৃতে কাশীশনাথং ব্রজ।
ঘটয়িতং কথয়স্ব মম্ পুরতঃ তূর্ণং [illegible] ॥

নো চেদেবমথাস্তু কর্ত্তুমতুলং যুদ্ধং সুসজ্জস্ব ভোঃ।
যেনাহং বিফলীকরোমি চ বলং দস্তীবরং ভাবনং॥
আকর্ণ্য বাক্যং স নরেন্দ্রযোজ্যং যযৌ দ্রুতং
দূতবরশ্চ কাশ্যাং।
দ্বারস্থলং বীক্ষ্য চ তস্য রাজ্ঞঃ প্রোবাচ মাং
জ্ঞাপয় হে নরেন্দ্র॥
কলয় কলয় রাজন্ মদ্বচো বীরসিংহ ত্বয়ি
কথয়িতুমাস্তে চাদিশূরস্য দূতঃ।
কুত ইতি সহসা ত্বং দূতমত্রানয়স্ব বিহিতমিদমবোচৎ
চাশু রাজসভাগাং॥
অথ নৃপবরমগ্র্যং রাজসিংহাসনস্থং তরুতুরগগজেন্দ্রৈ-
রাজভিঃ পণ্ডিতৈশ্চ।
দ্রুহিণবদনজাতৈর্বেষ্টিতং প্রান্তদেশং দ্বিজনবকুলমৌক্তি-
র্দর্শয়ামাস দূতং॥
রাজানং তং নমস্কৃত্য যথাযোগ্যং কৃতাঞ্জলিঃ।
সভাপ্রভাবং কীর্ত্তিঞ্চ রাজ্ঞোহসৌ বক্তুমর্হতি।
কস্ত্বং প্রস্থাপিতঃ কেন কুতো বা ব্রূহি তত্ত্বতঃ।
ইতি রাজ্ঞা স পৃষ্টোহসৌ ততঃ প্রোবাচ সত্বরং॥
দূতোহহং নৃপবংশমৌক্তিকমণিশ্রীরাদিশূরো হং
তস্যাজ্ঞামধিগম্য সাম্প্রতমিহায়াতঃ সভাঙ্গবঃ।

তস্যাকর্ণয় দেহি যৎ সমুচিতং শীঘ্রং করং কাময়ে
নোচেৎ শক্তিসমন্বিতো ভব ময়া যুদ্ধায় ভূপাত্মজ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বীরসিংহঃ ক্রোধেনায়তনয়নো বভূব
বীরসিংহনয়নোপদেশতঃ কৌশলং কিমপি চিন্তয়ন্নাহ।
আদিশূরো নৃপচক্রবর্ত্তিনো দূতমাক্ষিপত কোপি কোপতঃ।
বীরসিংহদূতোঽপি আদিশূরদূতং প্রতি আহ॥
মত্তভাবশগতেন সন্ততং বীরভাবমধিগম্য গর্জ্জিতং।
বীরসিংহনৃপসন্নিধাবাদিশূরকরিণা কিমকারি॥

ততঃ বীরসিংহেন লিপিঃ ক্রিয়তে।

স্বস্তি শ্রীযুতকাদিশূরনৃপতৌ বর্গে সমুজ্জ্বলতে
শ্রীমন্ বীরমহীপতে যদি ভবান্ যোদ্ধুং ময়া সজ্জতে।
আগচ্ছ স্বয়মত্র সম্প্রতি তদা সামন্তসৈন্যান্বিতো
রাজ্যং তে দ্বিজবেদযজ্ঞরহিতং নো মান্যমস্মাদৃশৈঃ॥
ততঃ প্রণম্য রাজানং লিপিং লব্ধ্বা বিচক্ষণঃ।
আদিশূরং নৃপং নত্বা জ্ঞাপয়ামাস তাং ধ্রুবং॥
শ্রুত্বা রোষবশাদশেষনৃপতিশ্রেণীসমভ্যর্চ্চিতো
যোদ্ধা যোদ্ধুমনং চকার নৃপতিঃ শ্রীআদিশূরঃ স্বয়ং॥
দৃষ্ট্বা তাবদমাত্যবিশ্ববিজয়ী প্রোবাচ বাচং বিভো
শ্রীপ্রাজ্ঞ কুরু তে বিজয়ং নিজবলং কৃত্বা তু যোৎস্যামহে॥

শ্রুত্বামাত্যবচঃ সুসজ্জিতমহাসৈন্যসঙ্গী প্রতস্থৌ
দূতস্তত্রাহ রাজন্ কুরু মম বচনাদদ্য বিশ্রামমত্র ॥
নেতব্যং ছদ্মভাবং বলমিদমখিলং বীরসিংহদ্বিজেন্দ্রৈঃ
শূদ্রাগর্ভেষু জাতা নরবরভবতস্তত্র বিপ্রে পতঙ্গাঃ ॥

ততো দূতো রাজানমাহ।

তস্মাত্তং দ্বিজবর্য্যমানয় ততো যুক্তির্ময়া দীয়তে
যাস্ত্যেতে বৃষবাহনেন সহসা যুদ্ধায় জাতোদ্যমাঃ।
গত্বা তত্র সমাচরন্তু সহসা তদ্রাজ্যভঙ্গং কুরু
তদা ন দ্রোহঃ ক্রিয়তে চ তেন নৃপতে গোব্রাহ্মণানাং যতঃ ॥

ততো রাজা আদিশূরো নিজদেশস্থ নিরগ্নিক-ব্রাহ্মণান্ ; আহূয় আজ্ঞাপয়ামাস। যূয়ং গবারোহণেন শস্ত্রবন্তঃ বীরসিংহ-পুরে গত্বা সাগ্নিকব্রাহ্মণান্ আনযত। যদি স রাজা সহজে ন ব্রাহ্মণান্ দদ্যাৎ তদা তদ্রাজ্যনাশং ভবদ্ভিঃ কার্য্যমিতি।

ততো বিপ্রা ঊচুঃ—

রাজংস্ত্বদ্বচনং ন বৈধবচনং যদ্গবারোহণং তৎ কর্ত্তুং নৈব হি
সম্মতা বয়মহো নো সিদ্ধশ্চেৎ পীড়নং।
কর্ত্তাস্মং যদি কর্ম্মধর্ম্মরহিতং কুৎসিতং রাজবাক্যাৎ
স্থানং তত্র ন চাত্র ভূসুরকুলে কর্ম্মণঃ কুত্র চ স্যাৎ ॥

আহ আদিশূরঃ—

আনীতাশ্চ ভবদ্ভিরেব যদি তে সাগ্নিকা বিপ্রবর্য্যা
গোবাহাদিষু দোষজ্ঞ খলু ময়া মোচিতাঃ সাধুকার্য্যাৎ ॥

যুষ্মংকার্য্যবিধিঞ্চ তৈঃ সমমহং সঙ্কারয়িষ্যে হিতং
যুষ্মৎসন্নিধিতে ধ্রুবং নিগদিতং চৈতন্ময়া স্বীকৃতং ॥
ততো রাজবাক্যং শ্রুত্বা সপ্তশতপরিমিতব্রাহ্মণা
গবারোহণেন চেলুঃ রাজ্ঞ আজ্ঞয়া।
পৃষ্ঠস্থলে বাণধনুর্দধানাঃ বৃষাধিরূঢ়াঃ সমরে নিবিষ্টা
দ্বিজাতয়ঃ সপ্তশতপ্রমাণাঃ শ্রীবীরসিংহস্য পুরে প্রবিষ্টাঃ।
ততস্তত্র তে গত্বা রাজ্যনাশং প্রচক্রুস্তদ্দৃষ্ট্বা
বীরসিংহস্য দূতো বিজ্ঞাপয়ামাস নৃপং ॥
বৃষারূঢ়া বিপ্রাঃ ক্ষিতিতলে ভবতো রাজ্যনাশং প্রচক্রুঃ
দ্বিজং দত্ত্বা তেভ্য স্তব ধরণীং মন্ত্রিণা ‘চৈবমুক্তং’।
সমাহূয় স্বীয়ং দ্বিজবরমসৌ ভূপতি স্তং বভাষে
প্রযাহি ত্বং গৌড়ে সহ পরিজনৈর্দীয়তে তত্র বৃত্তিঃ ॥
আরুহ্য পঞ্চ তুরগান্ অসিবাণতূণ-
কোদণ্ডরম্য-কবচাদিশরীরবেশাঃ।
কোলাঞ্চতো দ্বিজবরা মিলিতাহি গৌড়ে
রাজাদিশূরপুরতোজ্জ্বলদগ্নিতুল্যাঃ ॥

অতঃপরমাদিশূরো মমার।...ততো দেশস্থ-নিয়মিক-সপ্ত-শত-ব্রাহ্মণানাং মধ্যে অষ্টাবিংশতি-দ্বিজাতয়ঃ সন্তি তেভ্যঃ সামগায়িকাদষ্টাবিংশতি-গ্রামশাসনানি দদৌ ॥

বাচস্পতিমিশ্রের কুলরাম গ্রাং ক্যাং ৮০-৮২ পৃষ্ঠা।

এই উদ্ধৃত অংশের পাঠ বিশুদ্ধ বলিয়া মনে হয় না—আমি যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং করিয়াছি।

(২০০) ততো লিপিং নরপতিঃ প্রেরয়ামাস সত্বরং।
কান্যকুব্জেশ্বরশ্রীমদ্বীরসিংহনৃপান্তিকে ।১৮

*　　*　　*

মন্ত্রী দূতমুবাচেদং মূর্খস্ত্বং নৃপতির্ধ্রুবং।
পতিতো বঙ্গদেশস্থ ন শ্রুতঃ স ইতি ক্কচিৎ ॥২১
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ দ্বিজঃ সংস্কারমর্হতি।
অতো বঙ্গাখ্যদেশে তু ন গমিষ্যন্তি বৈ দ্বিজাঃ ॥২২

*　　*　　*

ততঃ প্রণম্য রাজানং লিপিং লব্ধ্বা বিচক্ষণঃ।
আদিশূরান্তিকে দূতো হ্যানুপূর্ব্বমবর্ণয়ৎ ॥ ২৪
শ্রুত্বা রোষবশং গতো নরপতিঃ শ্রীআদিশূরস্ততো
যোদ্ধুন্ যোদ্ধৃমনাঃ চকার সহসা হ্যাদেশমেব স্বয়ং।
তজ্জ্ঞাত্বা সচিবাগ্রণীর্নৃপবরং প্রোবাচ কিঞ্চিৎ ক্ষণং
বিশ্রামং কুরু ভো দ্বিজং নিজবলং কৃত্বা তু
যোৎস্যাম্যহং ॥২৫

গোবিপ্রপ্রতিপালকঃ স নৃপতির্ধর্ম্মাত্মনামগ্রণী-
স্তস্মাদ্ বিপ্রগণান্ স্বরাজ্যনিলয়ানানীয় সংপ্রেরয়।

যুদ্ধার্থং বৃষবাহনেন সহসা দৃষ্ট্বা দ্বিজান্ সৈনিকান্
গোবিপ্রক্ষয়শঙ্কয়া ন নৃপতির্যোদ্ধুং প্রবর্ত্তিষ্যতে ॥৩৬
শ্রুত্বামাত্যবচস্ততো দ্বিজগণানাহূয় প্রোবাচ তান্
ধৃত্বা সৈনিকবেশমেব সময়ে গোবাহনেনাধুনা।
যূয়ং গচ্ছত হে ধরামরগণাঃ শ্রীকান্যকুব্জেশ্বরং
জিত্বা কৌশলৈঃ সুসাধয়ত মে তূর্ণং মনস্কামনাং ॥৩৭
ভূদেবা নৃপতের্নিশম্য বচনং প্রাহুর্নৃপং ধর্ম্মপং
বিপ্রাণাং বৃষবাহনেন গমনং নো বৈধকার্য্যং স্মৃতং।
তস্মাদন্যমুপায়মেব নৃপতে নিশ্চিত্য কার্য্যং কুরু
ভূপৈরগ্রজধর্ম্ম এব সততং সংরক্ষণীয়ো যতঃ ॥৩৮
রাজোবাচ কৃতাঞ্জলির্দ্বিজবরান্ শ্রুত্বা তু তেষাং গির
আনীতাশ্চ ভবদ্ভিরেব যদি তে পৃথ্বীশূরাঃ সাগ্নিকাঃ
গোবাহাদ্ দ্বিজদোষতঃ খলু তদা সংমোচয়িষ্যেঽপ্যহং
যুষ্মৎসন্নিধিতে ধ্রুবং নিগদিতং চৈতন্ময়াঙ্গীকৃতং ॥৩৯
শ্রুত্বা নৃপস্যাভয়বাক্যমেতদ্ বিপ্রাস্ততঃ সপ্তশতপ্রমাণাঃ।
গোবাহনা বাণধনুর্দ্ধানাঃ শ্রীকান্যকুব্জেশপুরং যযুস্তে ॥৪০
বেদানুচ্চৈঃ প্রগায়ন্তো রণবেশধরা দ্বিজাঃ।
গোবাহনস্থা যুদ্ধায় সর্ব্বে তেঽতিসমুদ্যতাঃ ॥৪১
দৃষ্ট্বা তান্ বিস্ময়ং প্রাপুঃ কান্যকুব্জবলানি চ।
কিংকর্ত্তব্যং রণেঽস্মাভিরিতি চিন্তামুপাগমন্ ॥৪২

রণোদ্যমাৎ বিনির্বর্ত্ত্য গোবিপ্রবধশঙ্কয়া।
বীরসিংহান্তিকে সর্ব্বং কথয়ামাসুরদ্ভুতং ॥৪৩
যুদ্ধে পরাজয়ঃ শ্রেয়ান্ ধর্ম্মসংরক্ষণায় চ।
বিচিন্ত্যৈবং তদা রাজা রণাৎ প্রতিনিবর্ত্তিতঃ ॥৪৪
যজ্ঞার্থং ব্রাহ্মণানাঞ্চ প্রেরণায় স ধর্ম্মবিৎ।
অঙ্গীকারং ততঃ কৃত্বা লিপিঞ্চ প্রদদৌ দ্রুতং ॥৪৫
সেনাপতিস্ততস্তূর্ণং সৈন্যবেশধরৈর্দ্বিজৈঃ।
প্রত্যাগতঃ কান্যকুব্জাদাদিশূরস্য সন্নিধৌ ॥৪৬
কথয়িত্বা যথাবৃত্তং দদৌ ভূপায় তল্লিপিং।
পঠিত্বা তাং লিপিং রাজা হর্ষেণ মহতাবৃতঃ ॥৪৭
ততঃ সপ্তশতান্ বিপ্রান্ গোবাহাদিজদোষতঃ।
প্রায়শ্চিত্তাদিবিধিনা মোচয়ামাস তৎক্ষণাৎ ॥৪৮
সৈন্যবেশধরা বিপ্রা যে সপ্তশতসংখ্যকাঃ।
তদা সপ্তশতীত্যাখ্যাং প্রাপুঃ সারস্বতা অপি ॥৪৯কুং তং

(২০১) বঙ্গেতে ভূদেব যত যজ্ঞাদি না ছিল জ্ঞাত
কারণ তাহার এই মাত্র।
বৌদ্ধেরা বুদ্ধিতে দড় কহে অহিংসাই বড়
হা-ক্রিয়ার ইলি কন্যাবাত্র ॥২

মুলো পঞ্চানন-বচন—সং নিং ৩২৭ পৃঃ।

(২০২) সাতশতী দ্বিজ যারা আগে শূদ্রজাতি ধারা
যেহেতু ব্রাহ্মণো ছিল বাম।

সারাবলীকারিকা (মূলো পঞ্চানন)
সং নিং ২৪৮ পৃঃ।

(২০৩) কালে ভূরিদিনে গতে সমভবদ্বল্লালসেনো নৃপঃ সংপ্রাপ্তঃ পদ্মিনীসদা দ্বিজগণাৎ স্থানানয়ং স্বান্তিকং। দানাদানপরাঙ্মুখাঃ ক্ষিতিপতেস্তস্মৈ ব্রাহ্মণা যাজ্ঞিকাঃ তদ্বিজ্ঞায় চকোপ ভূপতিরসৌ বল্লালসেনঃ সুধীঃ॥ চণ্ডীমেব সমারাধ্য সুচিরং ভূবি প্রণামা[illegible]ভিঃ প্রত্যক্ষা-হভূনি সা নিশার্দ্ধসময়ে দুর্গা নিরগোড[illegible]না॥ রাজানং তমুবাচ বাঞ্ছ বরং যাচস্ব দাস্যামাহং সম্প্রত্যুত্তরতা-রতং দ্বিজগণং নির্ম্মাতুমিচ্ছামাহং। দৃষ্টা সা পরমেশ্বরী নৃপমুবাচেদং...মহান কিন্তু ত্বং [illegible]হরদ্বয়ং কুরু বরং বিপ্রং ময়া স্থাপিতম্॥ দত্ত্বেমন্তু বরং নৃপায় সহসৈ-বান্তর্হিতা পার্ব্বতী রাজা সপুত্রস্তদ্বিজানতিগুণান্নাদ্যা-জ্ঞয়া নির্ম্মমে। তান্নির্ম্মায় নৃপঃ প্রসন্নহৃদয়ো দানানি [illegible] দদৌ [illegible] কাৰ্য্যৈষনাঃ শৌর্য্য-প্রতাপোজ্জ্বলঃ॥

এড়ু মিশ্রের কারিকা—ব্রাং কাং ৭৯-৮০ পৃঃ।

(২০৪) নাম্না চন্দ্রমুখী * * পত্নী * * আদিশূরস্য চ
* * চান্দ্রায়ণাচারিণী ॥

তত্রোদানাগতঃ কশ্চিদ্ব্রাহ্মণঃ স্বর্ণকৌশিকঃ।
ততঃ সমাহূতস্তত্র বিপ্রো রক্তকৌশিকঃ ॥
কৌণ্ডিন্য-কৌশিকঃ পশ্চাৎ ঘৃতকৌশিককৌশিকৌ।
এতে পঞ্চ সমায়াতাঃ পঞ্চগোত্রস্থব্রাহ্মণাঃ ॥

গৌঃ ব্রাঃ ধ্রুবানন্দ মিশ্রের কুলপঞ্জিকা—
ব্রং কাং ৮৯ পৃঃ, বং সোং ৩৬ ৩৭ পৃঃ।

(২০৫) সং নিং ৩২১ পৃঃ।

(২০৬) প্রেং বিং ২৪ম বিলাস—২৬১ পৃঃ ২য় স্তম্ভ
সং নিং ৩২১ পৃঃ।

(২০৭) প্রেং বিং ২৪ম বিলাস ২৬২ পৃঃ ২য় স্তম্ভ।

(২০৮) সং নিং ৫১, ২৪৩-৪৪ পৃঃ।

(২০৯) আদিশূরের কালনির্ণয় সম্বন্ধীয় আলোচনায় আমরা যে যে স্থলে যে সময় ধরিয়াছি, সেই সেই স্থলে সেই সেই সময় ধরিয়াই উপরোক্ত কালের উল্লেখ করিলাম।

(২১০) অস্মাকং পিতরঃ পূর্ব্বাঃ পুরা গৌড়ং সমাগতাঃ।
পিতুর্ব্বরপ্রসাদেন তেহপি গৌড়ং সমাযযুঃ ॥
মহেশের কুলপঞ্জিকা—সং নিং ৫০৬।

(২১১) বেদবাণাঙ্কিমে শাকে বিপ্রাঃ পঞ্চ সমাগতাঃ।
ক্ষিতীশস্তিথিমেধশ্চ বীতরাগঃ সুধানিধিঃ ॥১
সৌভরিশ্চাপি ধর্ম্মাত্মা পঞ্চ দারৈঃ সমন্বিতাঃ।
এতেষাং সূনবো যে তু তেষু পঞ্চ সুকীর্ত্তিতাঃ ॥২
ভট্টনারায়ণো দক্ষশ্ছান্দড়ো হর্ষ এব চ।
চত্বারো বেদগর্ভেণ পঞ্চ বিখ্যাতকোবিদাঃ ॥৩
বেদজ্ঞা যজ্ঞনিপুণাঃ প্রেষিতা গৌড়রাজকে।
পুত্রেষ্টিকরণার্থায় পুত্রদারৈঃ সমন্বিতাঃ ॥৪
* * *
আদিশূরেণ তে সর্ব্বে পূজিতাশ্চ যথাবিধি।
* * *
পিতুর্ব্বপ্রসাদাত্তু তে চ গৌড়ং সমাযযুঃ ॥৮

সারাবলী ধৃত কুলার্ণবের বচন—সং নিং ৫০৭ পৃঃ।

(২১২) শ্রীক্ষিতীশস্তিথিমেধা বীতরাগঃ সুধানিধিঃ।
সৌভরিঃ পঞ্চধর্ম্মাত্মা স্বাগতো গৌড়মণ্ডলে ॥

কুলরমা—সং নিং ২৮৪।

(২১৩) শাণ্ডিল্যগোত্রসম্ভূতঃ ভট্টনারায়ণঃ কৃতী

দেবীবর—বং মোঃ ২০১।

(২১৪) (ক) বেদষট্‌কশিমামাঙ্কে শাকে সদ্‌গুণসাগরঃ।
গৌড়রাজ্যাধিরাজঃ সরস্তিবিক্তো মহীপতিঃ ॥

ঙিং কুং বং মোঃ ৩১৮ পৃঃ।

(৭) রাং ব্রাং ৭ পৃঃ পাদটীকা—"প্রবাদ আছে মহারাজ আদিশূর রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনার্থ ইতি-পূর্ব্ব (পঞ্চবারে পঞ্চব্রাহ্মণ আনিবার পূর্ব্বে) কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন।"

(২১৫) আদিশূরের পত্র—

নৃপতিসুকৃতিসারঃ শ্রীয়বংশাবতারঃ
প্রবলবলবিচারো বীরসিংহোঽতিধীরঃ।
ময়ি বরসখিকান্তে ভূমিদেবান্ সভৃত্যান্
পুনরপি মম গৌড়ে প্রাপয় ত্বং নিতান্তং॥

বীরসিংহের প্রত্যুত্তর—

মহারাজরাজাদিশূরো মহাত্মা
ত্বয়া বীরসিংহস্য মেহস্ত্যাদিসখ্যং।
তবাজ্ঞানুসারাদ্ধি প্রস্থাপয়ামি
দ্বিজান্ পঞ্চগোত্রান্ সদারাদি-ভৃত্যান্॥

রাং ব্রাং ৭ পৃঃ।

(২১৬) সম্বন্ধনির্ণয়ে কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণপঞ্চক অধ্যায় দেখ। ২১৩ পৃঃ।

(২১৭) বং মোং ৩৩৭ পৃঃ।

(২১৮) প্রেং বিং ২৪ম বিলাস ২৬৩ পৃঃ ২য় স্তম্ভ

(২১৯) প্রেং বিং ২৪শ বিলাসে ২৬৩ পৃঃ ১ম স্তম্ভ।

(২২০) গাঙ্গেয়সদৃশো বৃদ্ধঃ শ্রীহর্ষো হর্ষবর্দ্ধনঃ।৫
অশীতিবর্ষদেশীয়ো ভট্টনারায়ণো মুনিঃ।৬

মহেশধৃত কুলপঞ্জিকার বচন—মুলোপঞ্চাননের গোষ্ঠী-কথা—সং নিং ৫৫৬-৫৫৭ পৃঃ ।

ভট্ট বলে শিশু শুন নাম গর্ব্ব, হাসে পুনঃ
বয়স শতেক দশ কম ॥৪
আমি ছোট কিংবা বড়, দেখে মন কর দড়
প্রায় অশীতি বয়স মম ।৫

ভাটো-কাহিনী সং নিং ৫৫৭ পৃঃ ।

(২২১) পৃথিবীর ইতিহাস—ভারতবর্ষ-খণ্ড ২৪৫ পৃঃ পাদটীকা

(২২২) মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মা কৃত রাজাবলী-গ্রন্থ ।

(২২৩) রাং ব্রাং পৃঃ ৭ ।

(২২৪) ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং পৃঃ ১-২ ।

(২২৫) * * * গৌড়েশ্বরঃ শ্যামলবর্ম্মসংজ্ঞঃ ॥

* * *

ততঃ কদাচিন্নিজসৌধভাগে
প্রপাতিগৃধ্রাদতিবিস্ময়মানসঃ ।
স কারয়ামাসবিধিপ্রকারৈঃ
শান্তিং সুবিটৈপ্রবহুগৌড়সংস্থৈঃ ॥

তৈর্বেধশান্ত্যা ন হি শান্তিরাসীদুপপ্লবা ঘোরতরা বভূবুঃ ।
দৃষ্ট্বা তদাতস্মিন্তদেবং বিপ্রায়ামাচক্ষিবান্ সর্ব্বসমক্ষকষ্টঃ ॥
সোবাচ রাজ্ঞে পিতৃপরিধারাৎ কিঞ্চঃ দ্বিজাৎ সাগ্নিকমানয় ত্বং ।

যতো ন শান্তির্হি ভবন্নিবগ্নিবিবৈধ্রঃ কুতঃ সৈব ভবেৎ প্রশস্তা ॥

ততঃ স রাজা হিতাকাঙ্ক্ষিণো গত্বা তস্মা তৎ শ্বশুরে নিবেদ্য ।

সংবৎসরং তস্যাতিতুষ্টহৃদোঃ নিবাসয়ামাস বিপ্রং হি নিস্পৃঃ ॥

তস্যা ব্রতস্বস্ত্যয়নোৎসবায় বিবিধং বিবিক্তং পরিযোজনায় ।

আদেশয়ামাস সতীর্থিকজ্জং সুবিপ্রপূজ্যং এতৎপাঠশালং ॥

*   *   যশোধরং শৌনকগোত্রসম্ভবং ॥

*   *   *

শাকেন্দুঃখ শূন্যাবিধৌ শকাব্দে বৈশাখমাসস্য সিতে দশম্যাং ।

প্রেরিতস্তেন নৃপেণ সার্দ্ধং যশোধরঃ শৌনকগোত্রসম্ভবঃ ॥

পাঠান্তর—যশোধরঃ কুন্তলদেশমাগতঃ ।

সামন্তচূড়ামণি-মুখনির্গতস্তাম্রশাসনস্থ-শ্লোকঃ ।

সং নিং ৪৮-৫০ ; ২৩৩ পৃঃ

(২২৬) এতৈঃ সহ মহীপাল একদা স নিজালয়ে ।

উপবিষ্টো দ্বিজান্ প্রষ্টুং ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণঃ ॥৩

কেন যজ্ঞেন ভগবৎপ্রীতির্ভবতি নিশ্চিতং ।

তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়ধ্বং দ্বিজোত্তমাঃ ॥৪

ইতি শ্রুত্বা দ্বিজাঃ সর্ব্বে খর্ব্বীকৃতকলেবরাঃ ।

কথয়ন্তি নৃপাগ্রে তু সর্ব্বে নিবৃত্তমানসাঃ ॥৫

কেন কেন বিধানেন যজ্ঞো বা ক্রিয়তে বুধৈঃ ।

বয়ং সর্ব্বে ন জানীমো বিধানং কীদৃশং ক্রতোঃ ॥৬

ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা চিন্তাযুক্তো মহীপতিঃ।
কিং করোমি ক গচ্ছামি বিললাপ পুনঃপুনঃ ॥৭
কর্ত্তব্যো যত্নাৎশোচ্য সচিবানাং সুহৃজ্জনৈঃ।
প্রেষয়ামাস সদ্যঃ স দূতান্ শ্বশুরসন্নিধৌ ॥৮

কায়স্থকুলদীপিকা সং নিং ৩২৪ পৃঃ।

(২২৭) That monarch, witnessing the triumph of vice among his subjects, resolved to perform a sacrifice for the purpose of checking the progress of wickedness and averting its evil consequences. He accordingly made up his mind to engage the Saptasati Brahmins as priest in the celebration of the sacrifice. But Gunaram Bhatta, an officer of his court, addressing Adisura, said monarch! It those who hold the plough, kill fish and chew parched rice be Brahmins, who are then Sudras? Considering the truth of the above remark, the pious king had ample cause to be distracted. In this dilemma he asked the Bhutto, where could good Brahmins be had? In Kanouj, replied the latter, * * Adisura gladly agreed to apply. * * Virasingha was then the reigning prince of Kanouj. He readily acceded to the request of the King of Bengal and sent him five Brahmans, named Bhattanarayan &c,

Tagore family pp. 3-4.

(২২৮) প্রেং বিং ২৪শ বিলাস ২৬২ পৃঃ ২য় স্তম্ভ—

পঞ্চ ঋষি রাজা আর রাণীরে আনিল ।

যজ্ঞের আগে চান্দ্রায়ণ ব্রত করাইল ॥

(২২৯) কুং তং ১৪ ও ৫৩ শ্লোক ।

(২৩০) প্রেং বিং ২৬১ পৃঃ ২য় স্তম্ভ ।

(২৩১) পাঁচ গোত্রে পাঁচ ঋষি দারাপত্যে আসি বসি

আদিশূরে করে আশীর্ব্বাদ ।

সেই আশীর্ব্বাদের ফলে পুত্রকন্যা জন্মে কালে

দেবাসুরের ভাঙ্গে বিবাদ ॥ ১

মুলো পঞ্চানন-বচন—সং নিং ৩২৬-৩২৭ পৃঃ ।

(২৩২) রাজা বলে পুত্রেষ্টির কর অনুষ্ঠান ।

* * *

পুত্রেষ্টির কথা শুনে সবে মৌনী রয় ।

* * *

কান্যকুব্জ মহাঋষি আসে বঙ্গে পঞ্চ ।

ধ্রুবানন্দ মিশ্র—সং নিং ৩২৯-৩৩০ পৃঃ ।

(২৩৩) সং নিং ৩৩১ পৃঃ ।

(২৩৪) পুত্রেষ্টিকরণার্থায় পুত্রদারৈঃ সমন্বিতাঃ ।

* * *

আদিশূরেণ তে সর্ব্বে পূজিতাশ্চ যথাবিধি ॥৩

সং নিং ৫০৪ পৃঃ ।

(২৩৫) উপরে ২:৬-১৭ নং টীকা দেখ।

(২৩৬) সং নিং ৩২৬-৩২৮ পৃঃ।

(২৩৭) ব্রাং কাং ৯৭ এবং Tagore family ৪ পৃঃ।

(২৩৮) বং মোং ৩২০ পৃঃ।

(২৩৯) বং মোং ৩২০-৩২১ পৃঃ।

(২৪০) বিপ্রকুলকল্পলতা বং মোং ৩২১ পৃঃ।

(২৪১) বং মোং ৩২২ পৃঃ।

(২৪২) বং মোং ৩২১ পৃঃ—ঐতিহাসিক চিত্র ৮৫ পৃঃ।

(২৪৩) কান্যকুব্জাৎ স্থাপিতা যে হ্যাদিশূরেণ ভূশূরাঃ।
ত্রয়োবিংশতিঃ পুত্রাঃ স্যুস্তেষাং বেদবিশারদাঃ।৮৭
কুং তং।

* * *

তপোবিদ্যাগুণৈঃ সর্ব্বে পিতৃতুল্যা দ্বিজোত্তমাঃ।
ভট্টনারায়ণো দক্ষশ্ছান্দড়ো হর্ষসংজ্ঞকঃ ॥৯১
বেদগর্ভো দ্বিজাশ্চৈতে সহ ভূশূরভূভৃতাঃ ॥
পূর্ব্ববাসস্ত সন্ত্যজ্য রাঢ়দেশমুপাগতাঃ ॥৯৪

* * *

রাঢ়দেশে কৃতে বাসে তে দ্বিজাঃ পঞ্চসংখ্যকাঃ।
রাঢ়ীয়া ইতি বিখ্যাতা দেশনামানুসারতঃ ॥৯৬ কুং তং

(২৪৪) ব্রাং কাং ৮২ পৃঃ।

(২৪৫) ব্রাং কাং ১০১ পৃঃ।

(২৪৬) কুঃ তঃ ৫৪ শ্লোক ; ব্রাং কাং ১০২ পৃঃ।

(২৪৭) প্রেং বিং ২৬২ পৃঃ ১ম স্তম্ভ।

(২৪৮) কোলাঞ্চাৎ পঞ্চ শূদ্রা বয়মপি নৃপতে
কিঙ্করা ভূসুরাণাং।

কায়স্থকুলদীপিকা—সং নিং ১১৩ পৃঃ।

(২৪৯) পত্র লয়ে দূত যায় বৈজয়ন্ত (কাশী) দেশ।

ধ্রুবানন্দ—সং নিং ৩৩০ পৃঃ।

(২৫০) আয়াতা বিপ্রবর্য্যাঃ শুচিতরহৃদয়াঃ
পঞ্চ কোলাঞ্চদেশাৎ।

বাচস্পতি মিশ্র—ব্রাং কাং ১০৫ পৃঃ।

(২৫১) কুঃ তঃ ৫৩ শ্লোক।

(২৫২) কায়স্থকুলদীপিকা—সং নিং ১৯ পৃঃ।

(২৫৩) কুঃ তঃ ৫৩ শ্লোক।

(২৫৪) কুঃ তঃ ৮৩ শ্লোক।

(২৫৫) প্রেঃ বিং ২৪ম বিলাস, ২৬২ পৃঃ ১ম স্তম্ভ।

(২৫৬) ক্ষিতীশক্ষিতিপিমেধশ্চ বীতরাগঃ সুধানিধিঃ।
সৌভরিশ্চাপি ধর্ম্মাত্মা পঞ্চবাটৈঃ সমন্বিতাঃ॥১

সাম্যাবলী—সং নিং ৫০৭ পৃঃ

(২৫৭) কায়স্থকুলদীপিকা—সং নিং ১১৩ পৃঃ।

(২৫৮) আরুহ্য পঞ্চ তুরগান্ অসিবাণতূণকোদণ্ডরম্যকবচাদি-শরীরবেশাঃ। কুং বাং—ব্রাং কাং ৮২ পৃঃ।

(২৫৯) ব্রাং কাং ১০৫-১০৬ পৃঃ, বং মোং ৩১০-৩১ পৃঃ।

(২৬০) ক্ষিং বং ২ পৃঃ।

(২৬১) কুং তং ৫৪ শ্লোক।

(২৬২) প্রেং বিং ২৬২ পৃঃ ২য় স্তম্ভ।

(২৬৩) ক্ষিং বং ২ পৃঃ।

(২৬৪) বং মোং ৩২৯ পৃঃ।

(২৬৫) বং মোং ৩২৮-২৯ পৃঃ।

(২৬৬) বং মোং ৩৩০ পৃঃ।

(২৬৭) সং নিং ১৫ পৃঃ।

(২৬৮) আস্তে মৎসন্নিধৌ কন্যে রামপালেতি বিশ্রুতা।
নগরী পালিতা পূর্ব্বে আদিশূরস্য ভূপতেঃ॥
লঘুভারত ২য় খণ্ড ১২৭ পৃঃ,
গৌং ব্রাং ২৬২ পৃঃ, বং মোং ৩২৮ পৃঃ।

(২৬৯) ক্ষিং বং ২-৩ পৃঃ। ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কৃত বহু-বিবাহবিষয়ক প্রস্তাব। বং মোং ৫৩০-৫৩১ পৃঃ।

(২৭০ ও ২৭১) ইত্যুক্তা তে দ্বিজাঃ সর্ব্বে শ্রুত্বা বাদনারায়ণাঃ।
স্থাপয়ামাসুরর্ঘ্যং তৎ শুষ্ককাষ্ঠস্য মস্তকে॥

দূর্ব্বাতণ্ডুলপুষ্পাদিনির্ম্মিতং জলসংযুতং।
তদর্ঘ্যং মস্তকে ধৃত্বা শুষ্ককাষ্ঠঞ্চ জীবিতং॥ বাং কুলপঞ্জী

বং মোং ৩৩১ পৃঃ।

অশ্রদ্ধা জায়তে রাজ্ঞ ইতি জ্ঞাত্বা দ্বিজোত্তমৈঃ।
আশীর্ব্বাদার্থ-নির্ম্মাল্যং মল্লকাষ্ঠোপরি ধৃতং।
তদা কাষ্ঠং সজীবং স্যাৎ ফলপল্লবসংযুতং॥

দেবীবর—বং মোং ৩৩১ পৃঃ।

ব্রাং কাং ১০৬ পৃঃ।

(২১২) ব্রাং কাং ১০৫ পৃঃ।

(২১৩) রাং ব্রাং ৪ পৃঃ।

(২১৪) ব্রাং কাং ১০৭-৯ পৃঃ।

(২১৫) ব্রাং কাং ১০৯ পৃঃ।

(২১৬) ব্রাং কাং ১০৯ পৃঃ।

(২১৭) Tagore Family ৪ পৃঃ।

(২১৮) ব্রাং কাং ১০৯ পৃঃ।

(২১৯) পঞ্চকোটিঃ কায়কোটির্হরিকোটিস্তথৈব চ।
কঙ্কগ্রামো বটগ্রামস্তেষাং স্থানানি পঞ্চ চ॥

গৃঃ নিঃ ১৮ পৃঃ।

(২৮০) পূর্ব্ব ভূপ আদিশূর আনে পঞ্চজন।
দেন তিনি পঞ্চ গ্রাম, যার যাতে মন ॥৫
হরিকোটি পঞ্চকোটি কামকোটি তিন।
বঙ্কগ্রাম, বটগ্রাম, সবে পায ভিন ॥৬
হরিকোটি ছান্দড় পঞ্চকোটি যে ভট্ট।
কামকোটি দক্ষে কঙ্কগ্রাম হর্ষে অছে ॥৭
বেদগর্ভে বটগ্রাম রাজা দিল বাসে ॥৮

গোষ্ঠীকথা—সং নিং ৫৫৮ ও ৫৫৯ পৃঃ।

(২৮১) ক্ষিং বং ৪ পৃঃ।

(২৮২) ব্রাং কাং ১১১ পৃঃ।

(২৮৩) গোষ্ঠীকথা—সং নিং ৫৫৯ পৃঃ।

(২৮৪) ব্রাং কাং ১১১-১১২ পৃঃ।

(২৮৫) এবং সমাপ্য যজ্ঞস্তমাদিশূরস্য ভূপতেঃ।
জগ্মুঃ স্বদেশং তূর্ণস্তে বিপ্রা বেদবিশারদাঃ॥১০
গতেষু নিজদেশেষু স্বদেশস্থা দ্বিজাতয়ঃ।
উচুস্তান্ ব্যবহার্য্যা বৈ নাস্মাভির্দ্বিজসত্তমাঃ॥ ১১
বঙ্গদেশে চ গমনাদজ্ঞাতজনযাজনাৎ।
যূয়ং পাতিত্যমাপন্না ন সংগ্রাহ্যা দ্বিজাতিভিঃ॥ ১২
অস্মাকং গ্রহণীয়াশ্চেৎ যূয়ং ভবিতুমিচ্ছথ।
প্রায়শ্চিত্তঞ্চ কুরুত পুনঃ সংস্কাররূপকং ॥১৩

ইতি শ্রুত্বা গিরো বিপ্রা বীরসিংহান্তিকং তদা।
গত্বা সমস্তবৃত্তান্তং কথয়ামাসুরাশু তে ॥৭৪
ততো রাজা সমাহূয় ব্রাহ্মণান্ প্রাহ বিস্তরং।
প্রায়শ্চিত্তং বিনা কোঽপি স্বীকারং ন চকার হ ॥৭৫
ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ পঞ্চ ভার্য্যাপুত্রাদিভিঃ সহ।
সংরক্ষকাঃ কান্যকুব্জাৎ বঙ্গদেশং পুনর্যযুঃ ॥৭৬
সর্ব্বং বিজ্ঞাপয়াঞ্চক্রুরাদিশূরনৃপান্তিকে।
তেষাং বচনমাকর্ণ্য রাজা হর্ষমুপাগতঃ ॥৭৭
বাসার্থং পঞ্চবিপ্রাণাং গঙ্গাতীরসমীপতঃ।
পঞ্চ গ্রামান্ দদৌ তূর্ণং বস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥৭৮

কুং তং

(২৮৬) প্রেঃ বিঃ ২৬৩ পৃঃ ১ম স্তম্ভ।

(২৮৭) প্রেঃ বিঃ ২৬৩ পৃঃ ১ম স্তম্ভ।

(২৮৮) ব্রাঃ কাঃ ১১২ ১১৩ পৃঃ।

(২৮৯) ক্ষিঃ বং ৪ পৃঃ—ক্ষিতীশবংশাবলীতে কেবল ভট্টনারায়ণ সম্বন্ধে একথা বলা আছে। আমাদের তাহা সঙ্গত মনে হয় না।

(২৯০) ফুলো পঞ্চাননের গোষ্ঠিকথা—সং নিঃ ৫৫৯ পৃঃ।

(২৯১) সং নিঃ ৬১ পৃঃ।

(২৯২) সং নিঃ ৬২ পৃঃ।

(২৯৩) সং নিং ২৯ পৃঃ।

(২৯৪) সং নিং ২৯ পৃঃ।

(২৯৫) সং নিং ৫০৬ পৃঃ।

(২৯৬) সং নিং ৫০৭ পৃঃ।

(২৯৭) প্রেং বিং ২৬২ পৃঃ।

(২৯৮) রাং ব্রাং ৪৭ পৃঃ।

(২৯৯) রাং ব্রাং ৪৭ পৃঃ।

(৩০০) রাং ব্রাং ৪৭ পৃঃ।

(৩০১) ব্রাং কাং ১০৩ পৃঃ হরিমিশ্র।

(৩০২) প্রেং বিং ২৬৩ পৃঃ; ২য় স্তম্ভ।

(৩০৩) কুং তং ৮৯ শ্লোক; ব্রাং কাং ১০৩ পৃঃ।

(৩০৪) সং নিং ৪৮৪ পৃঃ।

(৩০৫) সং নিং ৪৮৪ পৃঃ।

(৩০৬) প্রেং বিং ২৬৩ পৃঃ। ২য় স্তম্ভ।

(৩০৭) কুং তং ৯০ ও ৯১ শ্লোক।

(৩০৮) সং নিং ৪৮৫ পৃঃ।

(৩০৯) সং নিং ৪৮৪-৫ পৃঃ।

(৩১০) প্রেং বিং ২৬৩ পৃঃ, ২য় স্তম্ভ।

(৩১১) কুং তং ৯২ শ্লোক।

(৩১২) সং নিং ৪৮৩ পৃঃ।

(৩১৩) ব্রাঃ কাঃ ৩০৩ পৃঃ।

(৩১৪) প্রেঃ বিঃ ২৬১ পৃঃ, ২য় স্তম্ভ।

(৩১৫) কুঃ তঃ ৯০ শ্লোক।

(৩১৬) সং নিঃ ৪৮২-৮৩ পৃঃ।

(৩১৭) সং নিঃ ৫৫৫-৫৬ পৃঃ।

(৩১৮) সং নিঃ ৫৫৭।

(৩১৯) সং নিঃ ৫৫৬-৫৭ পৃঃ।

(৩২০) সং নিঃ ৫৫৫ পৃঃ।

(৩২১) সং নিঃ ৫৫৬ পৃঃ।

(৩২২) সং নিঃ ৫৫৬ পৃঃ।

(৩২৩) সং নিঃ ৫৫৬ পৃঃ।

(৩২৪) ব্রাঃ কাঃ ১০৩ পৃঃ।

(৩২৫) ব্রাঃ কাঃ ১০২ পৃঃ।

(৩২৬) সং নিঃ ৫০০ পৃঃ।

(৩২৭) প্রেঃ বিঃ ২৬৩ পৃঃ ২য় স্তম্ভ।

(৩২৮) কুঃ তঃ ৮৭, ৮৮ শ্লোক।

(৩২৯) শিঃ বঃ ৪ পৃঃ।

(৩৩০) সং নিঃ ৫০০ পৃঃ।

(৩৩১) সং নিঃ ৫০৬ পৃঃ।

(৩৩২) সং নিঃ ৫০৭ পৃঃ।

(৩৩৩) ক্ষিং বং ৪ পৃঃ।

(৩৩৪) ব্রাঃ কাঃ ১০৭ পৃঃ;
কুলরমা—সং নিঃ ২৯১-২৯২ পৃঃ।

(৩৩৫) প্রেঃ বিঃ ২৬৩ পৃঃ, ২য় স্তম্ভ।

(৩৩৬) ব্রাঃ কাঃ ১০৩ পৃঃ।

(৩৩৭) কুঃ তঃ ২৫০-৫১ শ্লোক।

(৩৩৮) সং নিঃ ৫০০ পৃঃ।

(৩৩৯) সং নিঃ ৫০০ পৃঃ।

(৩৪০) সং নিঃ ৫০০ পৃঃ।

(৩৪১) ব্রাঃ কাঃ ৮৫ পৃঃ।

(৩৪২) ব্রাঃ কাঃ ৮৫ পৃঃ।

(৩৪৩) সং নিঃ ৫০০ পৃঃ।

(৩৪৪) সং নিঃ ৫০০ পৃঃ।

(৩৪৫) সং নিঃ ৫০০ পৃঃ।

(৩৪৬) সং নিঃ ৪৯০ পৃঃ; ব্রাঃ কাঃ ৮২ পৃঃ;
প্রেঃ বিঃ ২৬৫ পৃঃ, ২য় স্তম্ভ।

(৩৪৭) বিদ্যানিধি মহাশয়ও এই যুক্তি বিভিন্ন প্রণালীতে খণ্ডন করিয়াছেন। সং নিঃ ৪৯০ পৃঃ।

(৩৪৮) সং নিঃ ৪৮৮ পৃঃ।

পঞ্চব্রাহ্মণ সম্বন্ধে মহেশ্বর বল্লালসেনকে বলিয়াছিলেন—

তাঁরা সাগ্নিক দ্বিজ, চন্দন বিষ্ঠা সম।

আর ষড়ৈশ্বর্য্যে ধনী, ইন্দ্রিয় সংযম ॥ ৩০

তাঁদের সাধ্য ছিল দোষের পরিপাকে।

জগৎকুটুম্বী, আত্মবৎ ভাবে যাকে তাকে ॥ ৩১

গোষ্ঠীকথা—সং নিং ৫৮৭ পৃঃ।

কান্যকুব্জ তেজীয়ান লয় সাতশতী।

মুখ নিন্দুক দেখুক তায় যে কি ক্ষতি ॥

সাতশতীর প্রভা, কান্যকুব্জের আভা।

মণিকাঞ্চন নিভা স্ফটিকে জবা শোভা ॥

ফুলোপঞ্চাননের ৭ম কারিকা সং নিং ৩৬৭ পৃঃ

(৩৪৯) ভট্টাঃ ষোড়শোদ্ভূতা ধ্রুবানন্দের মিশ্রী গ্রন্থ—

সং নিং ২০ পৃঃ।

(৩৫০) প্রেং বিং ২৬৪ পৃঃ, ১ম স্তম্ভ।

(৩৫১) প্রেং বিং ২৬৪ পৃঃ, ১ম স্তম্ভ।

(৩৫২) প্রেং বিং ২৬৩ পৃঃ, ২য় স্তম্ভ।

(৩৫৩) কুং তং ৮৭-৯২ শ্লোক।

(৩৫৪) কুং তং ৯৪ শ্লোক।

(৩৫৫) ক্ষিং বং ৫ পৃঃ।

(৩৫৬) কুং তং ১০০ শ্লোক।

(৩৫৭) প্রেঃ বিঃ ২৬৫ পৃঃ, ২য় স্তম্ভ ।

(৩৫৮) ক্ষিঃ বং ৫ পৃঃ ।

(৩৫৯) ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং ৫ পৃঃ ।

(৩৬০) "তদিদং কবে র্মৃগরাজ লক্ষ্মণো ভট্টনারায়ণস্য কৃতিঃ"
বেং সং ৪ পৃঃ ।

(৩৬১) প্রেঃ ২৬৪ পৃঃ ১ম স্তম্ভ ।

(৩৬২) কুঃ তঃ ১০২-৩ শ্লোক ।

(৩৬৩) সং নিঃ ২৩ পৃঃ ।

(৩৬৪) সং নিঃ ২১ পৃঃ ।

(৩৬৫) সং নিঃ ২৯০ পৃঃ ।

(৩৬৬) শাণ্ডিল্য গোত্র ক্ষিতীশ পণ্ডিত প্রধান ।
তাঁর পুত্র ভট্টনারায়ণ, কেহ নারায়ণ ভট্ট কন ॥
প্রেঃ বিঃ ২৫ম বিলাস ২৬৯ পৃঃ, ২য় স্তম্ভ ।

(৩৬৭) প্রেঃ বিঃ ২১৪ পৃঃ, ২১শ বিলাস ১ম, ২য় স্তম্ভ ;
২৪শ বিঃ ২৭৬ পৃঃ, ২য় স্তম্ভ ।

(৩৬৮) রাঢ়ী বারেন্দ্রে বিভা আর বৈদিকে বলে ।
সমাজের সৃষ্টিকালে সব কার্য্য চলে ॥
পৃথক অন্ন পৃথক ক্রিয়া ধর্ম্ম হেতু ।
ক্রমে মনের বিচ্ছেদে নষ্ট হয় ক্রতু ॥

বিদ্বেষ অনল হৃদি বিদ্যুতের গতি।
ভ্রাতৃভাব পিতৃভক্তি নাশে সতীমতি॥
এড়ু মিশ্র হরিমিশ্র লেখে বিভা কথা।
সমাজ সংস্কারে দেখি অনেক অন্যথা॥

* * *

কোটি কোটি মানবের একে যাহা করে।
তাহাকে কেহ কভু সামান্য নাহি ধরে॥

* * *

রাঢ়ী বারেন্দ্র অনৈক্য বিভা ব্যবহারে।
ছিল সমভাব পাক যজ্ঞ ও আহারে॥
দূর দেশে থেকে ক্রমে পরিচয়ে দূর।
পরস্পর দোষে হয় বিচ্ছেদ প্রচুর॥
এমন সময়ে নাহি দেখি ঐক্যজন।
এড়ু মিশ্র লেখেন দু-শ্রেণী মিলগান॥
কিন্তু কবে কোথা কার কন্যাপুত্রে বিভা।
কোন্ কুলে কে করিল এ প্রকার সভা॥
নাহি আছে তার কিছুমাত্র লেখাযোখা।
থাকিলে প্রমাণ গণ্য যথা স্বর্ণরেখা॥

দায়াবলী—সং লি' ৫০৮-৯ পৃঃ।

(৩৬৯) রাঢ়ী বারেন্দ্রে কিছু ভেদ নাই।
বিদ্বেষ কারণে ভেদ দেখিবারে পাই॥
রাঢ়ী বারেন্দ্রে বিবে হৈয়াছে অনেক।
দেশভেদ নামভেদ এই পরতেক॥

প্রেং বিং ২১ম বিলাস ২১৪ পৃঃ, ১ম ২য় স্তম্ভ।

(৩৭০) প্রেং বিং ২৬১ পৃঃ, ২য় স্তম্ভ।

(৩৭১) প্রেং বিং ২৬৪ পৃঃ, ১ম স্তম্ভ।

(৩৭২) কুং তং ৯৬ ও ৯৭ শ্লোক।

(৩৭৩) সং নিং ২৭ পৃঃ ; ব্রাং কাং ১২৬ পৃঃ।

(৩৭৪) কুং তং ১১২-১১৫ শ্লোক।
আদিববাহ বাঁড়ুরী গড়গড়ি রাম।
নীপ কেশরকুনী নান যে কুসুম॥
পারিহা বটুক মুনি, কুলভিতে শুঁই।
পশুপতি দীর্ঘ বাড়ী, বিকে বসু কই॥
মহামতি বটব্যাল, বিভু আকাশে বলি।
সাহ (সাটু) ও সেয়ক গুড় কুলকুলী॥
নিহ্রো কুশার অরি, মধু করালে যান।
গুণমণি ঘোষলীর গাঁয়ে অবস্থান॥

ভট্টনারায়ণ মুনি ষোল পুত্র পান।
তার মাঝে গণপতি মাস চটে যান॥

রাজভাটের কাহিনী সং নিং ২৯২ পৃঃ।

(৩৭৫) বারেন্দ্রবংশাবলী —

রামধন তর্কপঞ্চানন—সং নিং ৪৮০ পৃঃ।

(৩৭৬) Tagore Family ৫ পৃঃ।

(৩৭৭) ব্রাং কাং ১৩ পৃঃ।

(৩৭৮) কুং ৫ং ১১৫ শ্লোক।

(৩৭৯) ব্রং কাং ১২ পৃঃ।

(৩৮০) ব্রাং কাং ৩১১ পৃঃ; সং নিং ৩৭১ পৃঃ।

(৩৮১) কুলরমা ও কুলকুণ্ডলিনী—সং নিং ৩০১ পৃঃ।

(৩৮২ ব্রাং কাং ১৩৪ পৃঃ।

(৩৮৩) সং নিং ৩০৫ পৃঃ; ব্রাং কাং ১৩৭ পৃঃ।

(৩৮৪) সং নং ৩০০ পৃঃ।

(৩৮৫) তস্য (অগ্নেরাহবণীয়স্য) প্রকর্ষেণ প্রার্থনানি তৈস্তৈ-র্মন্ত্রগণৈস্ত্রিভিরেকদ্বিত্রিপঞ্চসংখ্যাকৈর্বিশিষ্টানি একার্ষেয়া দ্ব্যার্ষেয়াস্ত্র্যার্ষেয়াঃ পঞ্চার্ষেয়াঃ প্রবরা ইত্যুচ্যন্তে। আশ্ব-লায়ন—**Maxmuller's Ancient sanskrit literature p, 386.**

(৩৮৬) ছান্দোগ্য উপনিষদ আছে "আত্মা"; কিন্তু সেই স্থানটী (৩য় প্রপাঠক ১৪ অঃ) পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে আমাদের "আত্মার আত্মা"কে "আত্মা" বলা হইয়াছে।

(৩৮৭) ১৩১৮ সালের "সাহিত্যে" শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত "ব্রহ্মাবর্ত্ত ও শাণ্ডিল্য" প্রবন্ধ।

[ক]

আদিশূর ও তাঁহার দুর্গ।

(বৰ্দ্ধমানের "শক্তি" পত্রিকা—১৯শে ভাদ্র, ১৩৩৭ সাল)

গত বারে বলিয়াছি যে, "গড়-সোনাডাঙ্গায়" আদিশূর রাজার গড় এবং এবং ধনাগার ছিল। এখনও গড়-সোনাডাঙ্গায় একটী গড়ের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। তা' ছাড়া একটী আশ্চর্য্য বিষয় এই যে, ঐ গড়-সোনাডাঙ্গার মাঠে রাখালেরা গো-মহিষাদি চরাইবার সময় প্রায়ই দুইএকটী রৌপ্যমুদ্রা—এমন কি, সময় সময় স্বর্ণমুদ্রাও কুড়াইয়া পায়। বর্ষার জলস্রোতে মৃত্তিকা ধৌত হইয়া গেলে প্রতি বৎসর বর্ষার পরই এই সব মুদ্রা পাওয়া যায় ; এবং যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই জানেন যে, মুদ্রাগুলি বহু প্রাচীনকালের, আধুনিকতার কোনও চিহ্নই ইহাতে নাই।

"ভাতশালা" গ্রামে, যেখানে আদিশূরের অতিথিশালা ছিল, তাহারই খুব সন্নিকটে "ভাতুড়িয়া" নামক আর একখানি গ্রাম আছে। মনে হয় এখানেও অতিথিশালা ছিল। ভাতুড়িয়ার

পার্শ্বেই "চক্‌বামুনগড়িয়া"। এখানে একটী চক্‌বাজার থাকাই সম্ভব। এস্থানটী শূরনগরের পূর্ব্বসীমায়। আর একটী বাজারের পরিচয় পাই, সেটীকে বর্ত্তমানে মনোহর গঞ্জ ওরফে মোনাডাঙ্গা বলে। এই বাজারটী শূরনগরের একেবারে পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ছিল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, শূরনগরের সীমার মধ্যে মুসলমান-অধ্যুষিত "গোকর্ণ" নামক একখানি গ্রাম আছে। তথায় আদিশূরের গোশালা ছিল। এই গ্রামখানি শূরনগরের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত; পূর্ব্ব ও দক্ষিণ কোণও বলা চলে। আর একেবারে পশ্চিমপ্রান্তে—এমন কি, মনোহরগঞ্জেরও পশ্চিমে "গোহালবাটী" নামক একখানি গ্রাম। এখানেও আদিশূরের গোশালা ছিল। এই গ্রামখানিতে বর্ত্তমানে কেবল গোয়ালার বাস।

(বর্ত্তমানে গোহালবাটী এবং মোনাডাঙ্গা এই দুইখানি গ্রাম কাইগ্রামের মুন্সী উপাধিধারী জমিদারবাবুদের জমিদারী লাট ব্রহ্মপুরের অন্তর্গত দুইখানি মৌজা। এই মনোহরগঞ্জ মৌজার মধ্যে "গড়ের মাঠ" এবং "ঠাকুর বাড়ীর মাঠ" আছে। তাহার সহিত শূরনগরের ঐতিহাসিকতায় কোনও সম্বন্ধ নাই। উত্তরকালে এই মুন্সীবংশের আদিপুরুষ ৺নকিরাম বসু মুন্সী

যখন এখানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তখন এখানে তাঁহার গড়বন্দী বাড়ী, দেবালয় প্রভৃতি ছিল। তদনুযায়ী ঐরূপ নামদুইটী পাওয়া যায়। এই ঐতিহাসিক বিবরণী পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।)

মোট কথা, শূরনগরের সীমার মধ্যে বর্ত্তমানে আমরা আদিশূরের দুইটী অতিথিশালা, দুইটি বাজার এবং দুইটি গোশালার পরিচয় পাইতেছি।

আরও এক কথা। আদিশূরের প্রতিষ্ঠিত যে দুইটি দেব-বিগ্রহ এখনও রহিয়াছেন, সেই শ্রীবিগ্রহ-দুইটি শ্রীশ্রী৺বরাহ-গোপাল-দেব ও শ্রীশ্রী৺সর্ব্বমঙ্গলা-দেবীর বাৎসরিক মহা-পূজার সময়ে এখনও সেই প্রাচীনকালের এদেশীয় বৈদিক ব্রাহ্মণ ব্যতীত হোমকার্য্য সম্পন্ন হয় না। চৈত্রমাসের প্রথম শুক্লা চতুর্দ্দশীতে বরাহগোপালদেবের দোলযাত্রা-পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হয়। এই দোলের সময় হোম করিবার জন্য এবং ফাল্গুন মাসের প্রথম পূর্ণিমায় সর্ব্বমঙ্গলা-দেবীর বাৎসরিক মহাপূজায় হোম করিবার জন্যই বৈদিক ব্রাহ্মণের আবশ্যক হইয়া থাকে। তবে বরাহগোপালদেবের সেবায়েৎ ব্রহ্মচারী মহাশয়গণ অল্পদিন হইতে স্বাধীন স্বেচ্ছায় ঐ বহুপ্রাচীন প্রথা তুলিয়া দিয়াছেন এবং তৎপরিবর্ত্তে নিজেরাই এখন হোমের কার্য্য করেন।

কিন্তু সর্ব্বমঙ্গলা-দেবীর সেবায়েৎ ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ অদ্যাবধি সেই প্রথা বজায় রাখিয়াছেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ধ্বংশাবশিষ্ট শূরনগর এখন নানা অংশে বিভক্ত হইয়াছে এবং একএকটি অংশ এক একখানি গ্রামে পরিণত হইয়াছে; শুধু তাহাই নহে, সেই প্রাচীনকালের শূরনগরের মধ্য দিয়া বর্ত্তমানে একটি নদী বহিয়া যাইতেছে এবং তাহাতে স্থানটি দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। অনেকে মনে করিতে পারেন, ইহাই যদি শূরনগর হইল তবে আবার তার মাঝখানে একটা নদী থাকা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তদুত্তরে আমরা বলিব, এই নদী সেই আদিশূরের যুগে ছিল না। বর্ত্তমানে এই নদীর নাম খড়্গেশ্বরী বা খড়িনদী এবং এই নদী অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কাইগ্রামের প্রান্তবাহিনী নদী এবং বেহুলা নদীটী কালক্রমে মজিয়া যাওয়ায় মানকর-মাড়ো হইতে প্রবাহিত একটী ক্ষুদ্র জলস্রোত হইতে এই খড়ি নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার উৎপত্তিকালও বোধ হয় ৪০০। ৫০০ বৎসরের বেশী নহে।

আর একটী কথা বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কাইগ্রামে পীর গোরাচাঁদ সাহেবের একটী প্রকাণ্ড সমাধিমন্দির আছে। কাইগ্রামে আদিশূরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীশ্রী৺বরাহগোপাল-দেবের যে অতুলনীয় শ্রীমন্দির ছিল, তাহারই অনেক উপাদান লইয়া এই সমাধিমন্দির আকারের বাহুত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সমাধিমন্দিরের দ্বার-শীর্ষে স্থাপিত একখানি প্রস্তরফলকে পার্শি ভাষায় যাহা লেখা আছে, উপযুক্ত মৌলবীগণ তাহার বিষয় বলিতে পারেন।

যেস্থানে ৺বরাহগোপাল-দেবের শ্রীমন্দির ছিল, সে স্থানটী সমতলভূমি হইতে ১৫।১৬ হাত উচ্চ। এই ধ্বংসস্তূপের উপর চারিটী প্রকাণ্ড প্রস্তরস্তম্ভ পতিত রহিয়াছে। স্তূপের ভিতরেও আর চারিটী স্তম্ভ প্রোথিত রহিয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। এখনও সেই প্রোথিত স্তম্ভচারিটীর কিয়দংশ বাহিরে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। অবস্থাটী দেখিলেই মনে হয় যে, পতিত স্তম্ভচারিটী ঐ প্রোথিত স্তম্ভচারিটী হইতেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। স্তম্ভগুলি এত বৃহৎ যে, একবার বলশালী হস্তীর দ্বারা উহাদের একটীর এক অংশও নড়াইতে পারা যায় নাই। এমন সুবৃহৎ প্রস্তরস্তম্ভ দিয়া এমন মনোহর কারু-কার্য্যময় অতুলনীয় দেবমন্দির এস্থানে কে নির্ম্মাণ করাইলেন? তখন রেলওয়ে প্রভৃতি দেশে ছিল না। এই সব প্রস্তর আসিয়াছিল বা কিরূপে? একটা অসাধারণ রাজারাজড়ার কাণ্ডকারখানা না হইলে সাধারণ লোকের দ্বারা এই সব

কার্য্য সংসাধিত হওয়া কখনই সম্ভব কি? মনে হয় কাই-গ্রামের প্রান্তবাহিনী যে নদী ছিল, সেই নদী দিয়া রাজশক্তির সহায়তায় এই সব প্রস্তরাদি মন্দিরনির্ম্মাণের উপকরণসমূহ দূরদেশ হইতে আনীত হইয়াছিল। কাইগ্রামের অনেক প্রবীণ মুসলমানও ঐ ধ্বংসস্তূপ দেখাইয়া এখনও বলেন যে, "উহা আদিরাজার গোপাল-মন্দির"।

অনুমান হয় যে, সেনবংশের রাজারা যখন নবদ্বীপ অঞ্চলে রাজধানী স্থাপন করেন, সেই সময় হইতেই শূরনগরের অবস্থা মলিন হইতে থাকে। প্রথমে তাঁহাদের রাজধানী এই রাঢ়-দেশেই ছিল। পরবর্ত্তীকালে তাঁহারা নবদ্বীপ অঞ্চলে রাজধানী করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে বল্লালসেনের যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়া যে বিবরণ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১৭শ ভাগ ৪র্থ সংখ্যা) প্রকাশিত হইয়াছিল, তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মহারাজ সামন্ত সেনের পূর্ব্বে সেনবংশের রাজপুরুষগণ রাঢ়দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

এই সকল দেখিয়া ও নানা প্রবাদ প্রভৃতি শুনিয়া এবং অবস্থাদি পর্য্যালোচনা করিয়া সকলেরই মনে স্বতঃই ধারণা হয় যে, এই স্থানেই একদিন আদিশূরের রাজধানী শূরনগর ছিল। কিন্তু হায়, কালের নিষ্পেষে সেই মহানগরী আজিও

গিয়াছে। একদিন যেখানে অমরবাঞ্ছিত ঐশ্বর্য্যের লীলা-বিলাস চলিয়াছিল, আজ সেখানে একটা বিরাট ধ্বংসের হাহাকার আকাশে বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে! ইহাই বুঝি কালের অখণ্ডনীয় নিয়ম!

শ্রীনৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায়।

[খ]

(বর্দ্ধমানের "শক্তি" পত্রিকা—২রা আশ্বিন, ১৩৩৪)

এই ভাদ্রের "শক্তি" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত নৃসিংহ দেব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "ভূবনপুর" সম্বন্ধে একটী উত্তম গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার এই অনুসন্ধান প্রত্নতত্ত্বানু-সন্ধায়িগণের বহু উপকারে আসিবে। ঘটনাক্রমে এই পত্রিকা-খানি আমার হস্তে পড়ায়, "ব্রাহ্মণসংরক্ষণসমিতির" পক্ষ হইতে আমার আরব্ধ ব্রাহ্মণজাতির পুরাতত্ত্ব উদ্ধারচেষ্টায় ইহা অত্যন্ত উপকারে আসিবে। আদিশূর বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ-জাতির আনয়নকর্তা, তাঁহার ঐতিহাসিক সত্তা তাঁহার রাজ-ধানীর নির্দ্দেশের উপর ভিত্তি করিয়া বাঙ্গলার ব্রাহ্মণজাতির ইতিহাস লিখিত হইবে। আমি এই কার্য্যোদ্দেশে ব্যাপৃত থাকিয়া অনেকদিন হইতে "ভূবনপুর" কোথায়, অনুসন্ধান করিতেছি

ছিলাম, নৃসিংহ বাবুর গবেষণা হইতে অন্ধকার গৃহে আলোক পাইলাম।

আদিশূরের ঐতিহাসিকতা।

আর্কিওলজিষ্টদের (Archdeologist) গবেষণায় আদিশূর ঐতিহাসিক ব্যক্তি নহেন। তবে Vincent Smith বলেন—আদিশূর একজন গৌড়ের নিকট স্থী স্থানে ক্ষুদ্র রাজা থাকিতেও পারেন। পালরাজাদের পূর্ব্বকালে তিনি হয়ত গৌড়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে একজন ক্ষুদ রাজা ছিলেন। ৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে পালরাজাদের অভ্যুদয় হইয়াছে। তাহার পূর্ব্বে হয়ত গৌড়ে আদিশূর নামে একজন ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন। গৌড়ের ভগ্নাবশেষের উত্তর কোণে লক্ষ্মণাবতীর দেওয়ালের বাহিরে, আদিশূরের প্রাসাদ ছিল। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন—"দক্ষিণ রাঢ়ের বর্দ্ধমান বিভাগবাসী রণশূর, বাঙ্গলার শূরবংশের একজন রাজা ছিলেন। তিনি পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের রাজ্য পালরাজাগণ কাড়িয়া লইয়াছিলেন। কাঞ্চীরাজ রাজেন্দ্র চোলকে বাঙ্গলা দেশ হইতে বিতাড়ন করিবার চেষ্টায়, এই রণশূর রাজা মহীপালকে ১০২৩ খৃষ্টাব্দে অনেক সাহায্য করিয়া ছিলেন।"

একণে ঐতিহাসিকদের গবেষণায় দুইজন আদিশূর পাওয়া যায়, যাঁহারা পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। একজনের রাজধানী রাঢ়ে, অপর একজনের গৌড়ে। অথচ রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ বলেন—আমরা সেই এক পঞ্চ ব্রাহ্মণেরই সন্তান। একণে মীমাংসা হইবে কিরূপে? অথচ রাঢ় ও গৌড়বিজয়ী অসাধারণ আদিশূরের সত্তা আর্কিও-লজিষ্টগণ পাইতেছেন না।

কলিকাতার ব্রাহ্মণসভা ও সাহিত্যসভাসকলে এ সম্বন্ধে বহু বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। তাহার সার মর্ম্ম এই, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের যদি একই পূর্ব্ব পিতা হইল, তবে উপাধি ভিন্ন হইল কেন? যেমন রাঢ়ীয় বন্দ্য+উপাধ্যায়, মুখ্য+চট্ট+উপাধ্যায় ইত্যাদি; বারেন্দ্রদের লাহিড়ী লাট্যায়ন, ভাদুড়ি-ভদ্রাশন, মৈত্রী-মৈত্রায়ন প্রভৃতি। পূর্ব্বপুরুষ এক হইলে উপাধি একই জাতীয় থাকিত; তাহার উপর বেদেরও তারতম্য আছে। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের কেবলমাত্র সামবেদীয় কৌথুমী শাখা। বারেন্দ্রগণ ত্রিবেদী ও বহুশাখ, কাজেই এক পিতার সন্তান নহে। রাঢ়ীয়গণ রাঢ়ের শূরবংশের রাজাদের আনীত ব্রাহ্মণ। বারেন্দ্রগণ গৌড়ের শূররাজাদের আনীত ব্রাহ্মণ। পাশ্চাত্য বৈদিকগণ বিক্রমপুরের রাজা শ্যামলবর্ম্মার

আনীত ব্রাহ্মণ। ত্রিপুরার বৈদিকগণ ত্রিপুরার রাজার আনীত ব্রাহ্মণ। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বা গ্রহবিপ্রগণ কানোজোনার রাজা গণাক্ষের আনীত ব্রাহ্মণ। আসামের ব্রাহ্মণগণ আসাম-রাজ ভাস্করবর্ম্মার আনীত ব্রাহ্মণ। এরূপ যিনি যখন বড় রাজা হইয়াছেন, তিনি তখন এক-একদল ব্রাহ্মণ আমদানী করাইয়া বাঙ্গলা দেশে নব নব শ্রেণীর ব্রাহ্মণের সৃষ্টি করিয়াছেন।

কলিকাতায় "ব্রাহ্মণ্যসংরক্ষণসমিতি" ব্রাহ্মণজাতির পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধান করিতেছেন। তাঁহাদের এ যাবৎ অনুসন্ধানের সংক্ষেপ মুদ্রিত করিয়া ব্রাহ্মণদের বিতরণ করিতেছেন। শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব বাবুর অনুসন্ধিত বিষয়ের পুনরনুসন্ধান জন্য তাঁহারা সত্বর যাচে প্রতিনিধি পাঠাইবেন।

কলিকাতা 'ব্রাহ্মণ্য সংরক্ষণসমিতি'র প্রচারক—

শ্রীমন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য।

[গ]

(হিতবাদী—২রা অগ্রহায়ণ, ১[illegible])

Vincent Smith-এর ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়িলে জানা যায়—আদিশূর দক্ষিণ রাঢ় বা বর্দ্ধমান জেলায় রাজধানী করিয়াছিলেন। ঘটকদের কুলগ্রন্থ হইতে জানা যায়—

আদিশূর রাজার সৈনিকগণ সপ্তশতী ব্রাহ্মণ ছিলেন, যা সপ্তশতী ব্রাহ্মণপ্রধান স্থানে আদিশূর রাজা রাজত্ব করিতেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন—আদিশূর বঙ্গদেশে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন বা আদিশূরের বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছিলেন এবং নানা স্থান হইতে সনাতন-ধর্ম্মী ব্রাহ্মণগণ আসিয়া আদিশূর রাজার রাজধানী অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই আদিশূর রাজার রাজধানী বর্দ্ধমান জেলার কোথায় ছিল, তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য কলিকাতার কালিদাস সমিতির সদস্যগণ বহুদিন হইতে বর্দ্ধমান জেলার নানা স্থান অনুসন্ধান করিতেছিলেন। গোলপুরের নিকটে তাঁহারা সন্ধান পান—সপ্তশতীদের দেশের নামই সাতশইকা পরগণা। এই সাতশইকা পরগণা পূর্ব্বে সমগ্র রাঢ়দেশ এবং পরবর্ত্তী কালে বোলপুর হইতে পূর্ব্বদিকে ভাগীরথীতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গত শ্রাবণ মাসে বর্দ্ধমানের "শক্তি" পত্রে কাইগ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রচার করিয়াছেন যে—বর্দ্ধমান জেলার কাইগ্রাম ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রবাদ—পূর্ব্বে এই স্থানে আদিশূর রাজার রাজধানী ছিল। তদনুযায়ী কালিদাসসমিতির পক্ষ হইতে ৺পূজার পর আমি দুইবার এই সকল স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিবার

নিমিত্ত গমন করিয়াছিলাম। আমার এই দুই বারের অনুসন্ধানের ফল এইরূপ।

১। শূরো বা শূটুরো গ্রামে একটী প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। এই ভগ্ন দুর্গের ইটগুলি, পুরু চৌকোণা টালির মত এবং ঠিক যেন পাথরের মত কঠিন। এই ইট-গুলি মুর্শিদাবাদ জেলার রাজা শশাঙ্কের কান সোনার ধ্বংসাবশেষের ইটগুলির মত।

২। গড় সোনাডাঙ্গা—ইহাও একটি ভগ্ন দুর্গ। পরিখার চিহ্ন এখনও পরিস্ফুটভাবে বর্ত্তমান। দুর্গাচ্ছাদক তিন্তিড়ী বীথীদ্বয় এখনও তাহার প্রাচীনত্ব জগৎকে জানাইতেছে। গড়-সোনাডাঙ্গা ও কানসোনা—একার্থ-বাচক।

৩। কাইগ্রাম—এখানে একটী ভগ্ন দেবমন্দিরের স্তূপ অতীত যুগের সাক্ষীস্বরূপ আছে। তাহার উপর ভগ্ন দেবালয়ের স্তম্ভচতুষ্টয়, রৌদ্র, বৃষ্টি ও হিমসম্পাতের সহিত বহুদিন ধরিয়া সংগ্রাম করিতেছে। এই স্তম্ভচতুষ্টয় তাহার পাদপীঠ সমেত কৃষ্ণবর্ণ সুদৃশ্য কষ্টিপাথরের মত কঠিন পাথরে নির্ম্মিত। বহুদিন ধরিয়া উন্মুক্ত স্থানে রৌদ্র বৃষ্টি ও হিমের অভিঘাত সহ্য করিয়া ইহাদের এখনও কিছুমাত্র বিকৃতি বা ক্ষতি হয় নাই। এই স্তম্ভচতুষ্টয় যে জাতীয় প্রস্তর

কাটিয়া নির্ম্মিত বা উৎকীর্ণ, তৎজাতীয় প্রস্তর পশ্চিম দেশের বর্ত্তমান কোনও দেবমন্দিরে দেখা যায় না। এইজাতীয় প্রস্তরে মন্দির দূরদেশ হইতে ক্ষোদিত করিয়া আনাইয়া একটি দেবমন্দির স্থাপন করা একজন সামান্য জমিদার বা রাজার পক্ষে সম্ভাপর নহে। তাহা হইলে ইহার পরবর্ত্তী কালে বাঙ্গালার ধনী জমিদারদের মধ্যে কেহ না কেহ মন্দিরনির্ম্মাণের জন্য ঐরূপ প্রস্তর আনয়নের চেষ্টা করিতেন। এই মন্দিরের পার্শ্বেই পীর গোরাচাঁদের মসজিদ। ইহা এই মন্দিরের মাল-মসলা লইয়াই নির্ম্মিত। মসজিদে উঠিবার ধাপসকল ঐ জাতীয় প্রস্তরে গঠিত। এই ধাপের প্রস্তরসকলে হিন্দু দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত।

৪। কাইগ্রামের বহু স্থানে ঐরূপ চৌকা ইটের দ্বারা নির্ম্মিত বাটীর ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। অথচ এই সকল অঞ্চলে এই ভগ্নাবশেষের উপরেই কৃষকগণ মাটির দেওয়াল দেওয়া কুটীর করিয়া ঐ সকল ভগ্নাবশেষের উপরেই বাস করিতেছে। ইটের বাড়ী এখানে কাহারও নাই।

৫। সাতশইকা পরগণা। কাইগ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান-সকলের নাম—সাতশইকা পরগণা বা সপ্তশতীদের দেশ। এখানে প্রবাদ, পূর্ব্বে এই সাতশইকা পরগণা বহুদূর পর্য্যন্ত

বিস্তৃত ছিল। ইংরাজদের আমলে ইহার পরিমাণ ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে। এই পরগণার জমিদারগণ পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন। নবাবী আমল হইতে তাঁহারা মুসলমান হইয়া গিয়াছেন। ইঁহারাই উক্ত পীর গোরাচাঁদের মসজিদের নির্ম্মাতা। ইহাদের বাগান হইতে আনীত পুষ্পে এখনও প্রত্যহ এই মসজিদের সম্মান করা হয়। ইঁহাদের বাসস্থান সমুদ্রগড় গ্রাম। ইঁহাদিগকে সমুদ্রগড়ের রাজা বলে। ইঁহারা এখনও একটি করিয়া ব্রাহ্মণ নাম ধারণ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান জমিদারের হিন্দু নাম কেশবলাল ঠাকুর এবং মুসলমানী নাম ইয়াসিন খাঁ। ঐ বংশের সকলেই এইরূপ হিন্দু ও মুসলমানী দুইটি করিয়া নাম গ্রহণ করেন।

৬। এই সকল স্থান অনুসন্ধান করিতে করিতে আমি পাঁচটি পুরাতন টাকা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি। এই সকল টাকা নিরক্ষর সাধারণ ব্যক্তিরা ঐ সকল স্থানবাটী সন্ধান করিতে করিতে কুড়াইয়া পাইয়াছে। তাহার মধ্যে একটী সোনার টাকা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। টাকাটি একটী খাঁটি সোনার তকমাকে পয়সার আকারে। তাহার এক পার্শ্বে একজন বীরপুরুষ অস্ত্র ও শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া দিব্য ঠাকে দণ্ডায়মান। মস্তকে শিরস্ত্রাণ। তাঁহার উন্নত মুখখানি

চির-স্মরণীয়। শিল্পীর অসামান্য কারুকার্য্য এই মূর্ত্তির খোদনে বর্ত্তমান। এই অঙ্কনপদ্ধতি গুপ্তযুগের শিল্পধারার মত। অপর পৃষ্ঠে দুর্গাপ্রতিমার চালচিত্র বর্ত্তমান। এই বহুদিনের পুরাতন মুদ্রার এখনও পালিশ নষ্ট হয় নাই। ঐতিহাসিক গবেষণার সহিত জনপ্রবাদের মিল হওয়ায় এবং এই ভগ্ন দুর্গেই এই সোনার টাকাটি পাওয়া যাওয়ায়, এই কাইগ্রামের সন্নিহিত স্থানসমূহ যে আদিশূরের রাজধানীর অন্তর্ভুক্ত, তাহা নিশ্চিত এবং এই সোনার টাকাটির অসামান্য পৌরাণিক শিল্পনৈপুণ্য আদিশূরের ঐতিহাসিক সত্তা প্রমাণ করিতেছে। কাইগ্রাম, রাউৎগ্রাম ও শুটরো গ্রামের অধিবাসিগণ আমার এই অনুসন্ধানে বহু সহায়তা করিয়াছেন।

নিঃ শ্রীমন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য, কসবা, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

[খ]

আদিশূরের রাজধানী অধিকার।

(বঙ্গবাসী—৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪)

বিগত ১৫ই কার্ত্তিকের "বঙ্গবাসী"তে "আদিশূরের দুর্গ" শীর্ষক যে প্রবন্ধটি "নদীয়া প্রকাশ" হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে লেখা হইয়াছে,—"নবদ্বীপের ১০ মাইল পশ্চিমে

অবস্থিত সাঁমরো গ্রামের একস্থানে বঙ্গেশ্বর আদিশূরের দুর্গ আবিষ্কৃত হইয়াছে।" গ্রামটীর নাম "সাঁমরো" নহে—শূরো বা শূঁড়রো। এখন অনেকে বলেন "শূঁটুরা"। এই গ্রামটীতেই আদিশূরের দুর্গ ও প্রাসাদের ভিত্তিচিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইখানেই প্রাচীন শূরনগর ছিল। তাই বোধ হয় এখনও গ্রামটির নাম শূরো হইতে শূঁড়রো এবং তাহা হইতে শূটুরা হইয়াছে। এ বিষয়ে প্রচুর আলোচনা ও গবেষণার আবশ্যক। বাঙ্গলার প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের এদিকে দৃষ্টিপাত একান্ত কর্ত্তব্য। আদিশূরের ইতিহাস সংগৃহীত হইলে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণজাতির ও ব্রাহ্মণসমাজের অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইবে। সুতরাং ব্রাহ্মণসমাজের এ বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ খুবই প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতার 'ব্রাহ্মণসংরক্ষণ সমিতি'র পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ কাব্যতীর্থ ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্থানটী দেখিতে আসেন। তিনি তিন দিবসকাল ক্রমাগত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধানের দ্বারা নানারূপ প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। তিনি আদিশূরের রাজপ্রাসাদ ও দুর্গের ভিত্তিচিহ্ন, গড়ের চিহ্ন, আদিশূরের প্রতিষ্ঠিত বরাহগোপালদেবের ভগ্নমন্দিরের ইষ্টকস্তূপ, প্রস্তরস্তম্ভ প্রভৃতি দেখিয়া গিয়াছেন। কয়েকটী প্রাচীন মুদ্রারও তিনি সন্ধান পাইয়া[illegible]
দাঘাট কাইগ্রাম পোঃ, বর্দ্ধ[illegible]